দুই টাকা আট আনা

একবিংশ মুদ্রণ
পৌষ—১৩৫৯

সতীশ,

একটি কোমল তরুণ জীবনকে ব্যর্থ ক'রে কোথায় আজ তুমি! হে পরমাত্মীয়! হে পরমশত্রু। এই পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আজ তোমার পুণ্য স্মৃতির তর্পণ ক'র্লেম—

নিশি—

একটী কথা

একটী কথা না বলিলে পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাঙ্গালার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভাবান্ অভিনেতা, অগ্রজতুল্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ও সুসাহিত্যিক স্নেহময় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে আন্তরিক ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বাগেরহাট, খুলনা
৬ই ফাল্গুন, সন ১৩২৯ সাল

বিনীত—
শ্রীনিশিকান্ত বসু রায়

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

আলিবর্দ্দি	...	...	বাঙ্গালার নবাব
সিরাজ	...	...	ঐ দৌহিত্র
জানকীরাম	...	...	ঐ উজীর
মুস্তাফা	...	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ
মিরজাফর	...	...	ঐ সিপাহশালার
মীর খাঁ	...	...	ঐ উকীল
গোলামহোসেন	...	...	সিরাজের ভগ্নীপতি
মেহেদী	...	...	ঐ মোসাহেব
ভাস্কর পণ্ডিত	...	...	মারাঠা বাহিনীর নায়ক
তানোজী	...	...	ঐ সহকারী
উপানন্দ	...	...	জনৈক ধনী গৃহস্থ
মোহনলাল	...	...	ঐ প্রতিবেশী
ছিদাম চক্রবর্ত্তী	...	...	„
শান্তিরাম	...	...	„

নবাবসৈন্য, মারাঠাসৈন্য, প্রহরী ইত্যাদি

স্ত্রী

উমাতারা	...	...	উপানন্দের স্ত্রী
গৌরী	...	...	ভাস্করের কন্যা
মাধুরী	...	...	মোহনলালের ভগ্নী
ফৈজী	...	...	নর্ত্তকী
লুৎফাউন্নিসা	...	...	বাঁদী

বাঁদীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি

বঙ্গে বর্গী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বর্দ্ধমান—নবাব শিবির

আলিবর্দ্দি ও সিরাজ

সিরাজ। দাদুসাহেব, আর ত ক্ষুধার এ তীব্র জ্বালা সহ্য ক'রতে পারি না। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ ক'র্‌ছে —হাত পা সব অসাড় হ'য়ে আস্‌চে—আর যে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারি না দাদুসাহেব!

আলি। পারিস্ না, তাই ত! চারদিকে—চারদিকে মারাঠা-বাহিনী আমায় অবরোধ ক'রে বসে আছে—আমার রসদ-শিবিরের শেষ দানাটা পর্য্যন্ত তারা লুটে নিয়ে গেছে—এক মুষ্টি অন্ন নাই—এক ফোঁটা জল নাই। আর যার কথায় বিশ্বাস ক'রে যার বাহুবলের উপর নির্ভর ক'রে মারাঠাদের রাজকরের চতুর্থাংশ চৌথ প্রদানে অসম্মত হ'য়েছি—মারাঠার দূতকে অপমানিত ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি—আজ সেই মুস্তাফা খাঁ আমায় পরিত্যাগ ক'রেছে—পরমাত্মীয় মিরজাফর দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌ছে—

সিরাজ। দাদুসাহেব, বুকখানা শুকিয়ে যে কাঠ হ'য়ে গেল। এক ফোঁটা জল পেতেম!

আলি। অবিচার হ'তে পারে না—খোদার রাজ্যে অবিচার হ'তে

পারে না। এখনও যে চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে। সরফরাজের তীব্র অভিশাপ, সরফরাজের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ—ওঃ, এখনও আমার কানে বাজ্‌ছে। সে কি বৃথা হবে—বৃথা যাবে! বিশ্বাসঘাতকতার—প্রভুদ্রোহিতার কঠোর শাস্তি ভুগ্‌তেই হবে—ওজন ক'রে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে পেতেই হবে। নইলে স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গালার ভাগ্যনিয়ন্তা নবাব আলিবর্দ্দি আজ একমুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার ক'র্‌বে কেন? আজ তার বক্ষ-পঞ্জর অপেক্ষা প্রিয় দৌহিত্রের প্রাণরক্ষার্থে একবিন্দু পানীয় সংগ্রহে সে অক্ষম; অথচ—অথচ—এমন দিন ছিল—যখন এই সিরাজের ক্ষুদ্র একটা বাসনা পূর্ণ ক'র্‌তে বৃদ্ধ আলিবর্দ্দি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় ক'রেছে, একটা বিরাট প্রলয় সৃষ্টি করেছে,—শাস্তি—কঠোর শাস্তি।

সিরাজ। দাদুসাহেব, আর যে সহ্য হয় না—একবিন্দু জল! ওঃ—

আলি। সরফরাজ—সরফরাজ—প্রভু, কৃত অপরাধের জন্য অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হয়ে কত বিনিদ্র রজনী যাপন ক'রেছি—উষ্ণ অশ্রুজলে নৈশ-উপাধান অভিষিক্ত ক'রেছি, কতবার কতভাবে এক কণা মার্জ্জনার জন্য তোমার করুণার রুদ্ধদ্বারে আকুল হ'য়ে মাথা খুঁড়েছি—তবু—তবু তোমার দয়া হ'ল না, তবু আলিবর্দ্দিকে ক্ষমা ক'র্‌তে পারলে না! (আর্ত্তনাদ করিয়া সিরাজ ঢলিয়া পড়িল) একি! একি! মূর্চ্ছিত সিরাজ—সিরাজ—দাদা আমার—কথা কও—কথা কও ভাই—একবার চোখ মেলে চাও—একবার আমায় "দাদুসাহেব" বলে ডাক—একি! নীরব—নীরব—তবে কি—তবে কি—এক ফোঁটা জলের জন্য সিরাজ আমার বুক ফেটে—ও হো হো—খোদা, ছিনিয়ে নিলে—ছিনিয়ে নিলে—বৃদ্ধ আলিবর্দ্দির দুর্ব্বহ জীবনের একমাত্র আলো, একমাত্র আশা, একমাত্র সান্ত্বনা তবে কি—তবে কি ছিনিয়ে নিলে—এই লোল বক্ষে তোমার কঠোর বজ্র হান্‌লে—ও হো হো—না—না—তা' কখনই হবে না—সিরাজকে ম'র্‌তে দেব না—বাঁচাব—যেমন ক'রে হ'ক, বাঁচাব—কৈ হ্যায়, কৈ হ্যায়—

মির খাঁর প্রবেশ

কে? মির খাঁ! মির খাঁ দেখ্‌ছ, ঐ সিরাজ ম'রছে—এক ফোঁটা জলের জন্য শুকিয়ে ম'র্‌ছে—জল চাই—জল আন—চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে! শুন্‌তে পাচ্ছ না? জল চাই—জল চাই—

মির খাঁ। জাঁহাপনা—

আলি। কথা চাই না—জল চাই—

মির খাঁ। শিবিরে এক ফোঁটা জল নেই।

আলি। আনতে হবে, যেখান থেকে পার জল আনতে হবে—রাজ্য নাও, ঐশ্বর্য্য নাও—মণি মুক্তা জহরত রাজকোষ শূন্য ক'রে নাও—দাও, জল দাও—আমার সিরাজকে বাঁচাও।

মির খাঁ। জাঁহাপনা, আমরা অবরুদ্ধ—চারদিকে মারাঠা-বাহিনী।

আলি। সন্ধি কর—যাও, দ্রুতগামী অশ্বে মারাঠা-শিবিরে যাও—যত অর্থ চায়, দাও—মসনদ দাও—জল আন—সিরাজকে বাঁচাও।

মির খাঁ। যো হুকুম খোদাবন্দ।

প্রস্থান

আলি। সিরাজ, সিরাজ—ঐ যে—ঐ যে—বালকের বদনে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কালো ছায়া ফুটে উঠছে!—খোদা, খোদা, দীন-দুনিয়ার মালিক—আমার সিরাজকে ফিরিয়ে দাও—এক ফোঁটা জল—এক ফোঁটা জল—

জানকীরামের প্রবেশ

জানকী। এই নিন জাঁহাপনা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে—এই পাত্র পূর্ণ বারি—সাহাজাদার জীবন রক্ষা করুন।

বারিদান ও সিরাজের পান

আলি। কে? কে? জানকীরাম—উজীর—তুমি! জানকীরাম জানকীরাম! তোমার ঋণ এ জীবনে পরিশোধ ক'র্‌তে পারব না—তুমি আমার সিরাজের জীবনরক্ষা করলে—আজ থেকে তুমি রাজা জানকীরাম।

জানকী। (নতজানু হইয়া) আমি জাঁহাপনারই অনুগৃহীত গোলামের গোলাম।

সিরাজ। দাদুসাহেব, এখন কি ক'রবেন?

আলি। কি কর্‌ব? তাই ত, চতুর্দ্দিক শত্রুকর্ত্তৃক বেষ্টিত, অথচ মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী—মিরজাফর স্থাণুবৎ নিশ্চল—উদাসীন! শিবিরে এক দানা অন্ন নাই—এক ফোঁটা জল নাই!

সিরাজ। দাদুসাহেব! অনশনে মরার চেয়ে আসুন আমরা মারাঠাদের আক্রমণ করি। সমবেত শক্তি নিয়ে তাদের একপার্শ্ব ছিন্ন ভিন্ন ক'রে কি আমরা কাটোয়ায় পৌঁছতে পার্‌ব না!

আলি। তা' হয় ত পার্‌তেম, কিন্তু কাকে নিয়ে মারাঠাদের যুদ্ধ দেবে ভাই—কোথায় তোমার শক্তি! আজ তোমার শক্তি অর্থ, তুমি আমি আর এই প্রভুভক্ত জানকীরাম! আর যাদের দেখ্‌ছ তারা সবাই মুস্তাফার ইঙ্গিতের গোলাম। নবাব আলিবর্দ্দির শুভ্র শির রক্ষা ক'রতে আজ একখানা তরবারীও গর্জ্জে উঠে না—অথচ মুস্তাফার এক ইঙ্গিতে পাঁচ হাজার আফগান-খড়্গ সূর্য্য কিরণে ঝলসে উঠ্‌বে! জানকীরাম!

জানকী। জাঁহাপনা!

আলি। আর কতদিন এমন ক'রে অনশনে বেঁচে থাকব?

জানকী। জাঁহাপনা। দশ সহস্র মুদ্রা উৎকোচ দিয়ে সাহাজাদার জন্য ঐ পানীয়টুকু সংগ্রহ ক'রেছি।

সিরাজ। কি ব'ল্‌লেন—ঐ পানীয়ের মূল্য দশ সহস্র মুদ্রা!

জানকী। হাঁ সাহাজাদা, এক মারাঠা প্রহরীকে দশ সহস্র মুদ্রা উৎকোচ দিয়ে তবে ঐ পানীয়টুকু সংগ্রহ ক'রেছি।

সিরাজ। দশ সহস্র মুদ্রা দিয়ে এক পাত্র পানীয় আনলেন!

জানকী। সাহাজাদার জীবন রক্ষার্থে অনন্যোপায় হয়ে আনতে হ'য়েছে।

সিরাজ। না হয় সাহাজাদা ম'রত! আপনি দশ সহস্র মুদ্রা দিয়ে শত্রুর শক্তি বাড়িয়ে দিলেন। আপনার প্রভুভক্তির তুলনা নাই কিন্তু ক্ষমা করবেন উজীরসাহেব, আমি আপনার বিচারবুদ্ধির প্রশংসা ক'র্‌তে পার্‌লেম না। দাদুসাহেব—

আলি। কি ভাই?

সিরাজ। এখন বুঝতে পারছেন, মারাঠাদের কি উদ্দেশ্য! তারা চায় শুধু অর্থ। কৌশলে আমাদের অবরোধ ক'রেছে—রসদ-শিবির লুণ্ঠন করেছে—এখন যতই আমাদের দুর্দ্দশা বাড়বে ততই তাদের উৎকোচ আদায়ের সুবিধা হবে। আর এই সুযোগের অপেক্ষায়ই তারা ব'সে আছে।

আলি। তাই ত!

সিরাজ। দুই পথ আছে দাদুসাহেব, এক যুদ্ধ—অপর উৎকোচ দান। আমাদের এই দুর্দ্দশার কথা নিশ্চয় মারাঠা জেনেছে, এখন প্রতি মুহূর্ত্তে তাদের দাবী কি ভাবে বৃদ্ধি পাবে তা' বুঝতে পারছেন। একবার ভেবে দেখুন, এই উৎকোচের অর্থ আপনার রাজকোষের উপর কি প্রচণ্ড আঘাত ক'রবে—কি কঠোর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দরিদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে।

আলি। ভেবেছি ভাই, অনেক ভেবেছি—আকাশ পাতাল ভেবেছি। বাইরে যে গাঢ় অন্ধকার দেখছিস, তার চেয়ে গাঢ়তর অন্ধকার এই বুকের ভিতর। বুঝতে পার্‌ছি—বেশ বুঝতে পার্‌ছি যে বাংলার এই মধুচক্রের সন্ধান পেয়ে মারাঠা কখনই নীরবে কঙ্কণে ব'সে থাকবে না, বর্ষ শেষ হ'তেই আবার তারা মধু আহরণে ছুটে আসবে। মারাঠার শোষণে

বাঙ্গালা একটা শাঁসহীন খোষায় পরিণত হবে। সব বুঝি—সব জানি, কিন্তু উপায় নেই। তোর মুখের দিকে একবার চাইলে যে আমার সব সঙ্কল্প, সব দৃঢ়তা মুহূর্ত্তে ভেসে যায়,—না—না—সিরাজ—সিরাজ আমি উৎকোচ দেব—তোকে আমি হারাতে পারব না—

সিরাজকে বক্ষে টানিয়া লইলেন

সিরাজ। এই কি আপনার যোগ্য কথা দাদুসাহেব! এক সিরাজকে রক্ষা করতে আপনার লক্ষ লক্ষ সিরাজ—আপনার এই প্রকৃতিপুঞ্জকে বলি দেবেন! এ দৌর্ব্বল্য আপনার সাজে না দাদুসাহেব!

আলি। এঁ্যা, রোসো, দেখি—ভেবে দেখি।

জানকী। জাঁহাপনা, যুদ্ধদান অসম্ভব—সৈন্যগণ নিরুৎসাহ—সেনাপতি বিদ্রোহী।

সিরাজ। সব মেঘে বৃষ্টি হয় না উজীরসাহেব—ক্ষুদ্র মেঘ হাওয়ায়ও উড়ে যায়। তুচ্ছ মনোমালিন্য মুহূর্ত্তে মিটে যেতে পারে।

আলি। না জানকীরাম, আমি উৎকোচ দেব না—বাঙ্গালার বিনিময়ে মস্তক বিক্রয় করব না—আমি মুস্তাফার শিবিরে চললেম—সিরাজ—

সিরাজ। চলুন।

সিরাজের হাত ধরিয়া আলিবর্দ্দির প্রস্থান

বিপরীত দিকে জানকীরামের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বর্দ্ধমান—মারাঠা শিবির সম্মুখ

ভাস্কর পণ্ডিত ও তানোজী পাদচারণা করিতেছিলেন

তানোজী। কিন্তু এ কথা সত্য যে আফগান শক্তিই বাঙ্গালার মস্‌নদের প্রধান স্তম্ভ এবং এই মুস্তাফা খাঁ নবাবের দক্ষিণ হস্ত।

ভাস্কর। তা আমি বেশ জানি এবং জানি বলেই ঘৃণাভরে মুস্তাফা খাঁর প্রস্তাব উপেক্ষা করেছি। বারম্বের নিষ্ফল আস্ফালনে প্রতারিত ক'রে যে বিশ্বাসঘাতক স্থবির প্রভুকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়ে তুচ্ছ একটা মস্‌নদের জন্য তাকে শত্রুর কবলে পরিত্যাগ ক'রতে পারে, সেই প্রভুদ্রোহী শয়তানকে ভাস্কর পণ্ডিত বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে পারে না।

তানোজী। কিন্তু মুস্তাফার সাহায্যে অতি সহজেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ত।

ভাস্কর। শোন তানোজী, অন্তর্বিপ্লবে বাঙ্গালার রাজশক্তি জর্জ্জরিত —নাদির সাহেব ভারত আক্রমণে দিল্লীর বাদসাহ অন্তঃসারশূন্য! ভারতে সার্ব্বভৌম আধিপত্য নিয়ে নিকট ভবিষ্যতে এক মহাসমরানল প্রজ্জ্বলিত হবে। সেই কঠোর প্রতিযোগিতায় বেঁচে থাকবে শুধু সেই জাতি, যার মেরুদণ্ড সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—ধর্ম্মের অণুতে গঠিত। অধর্ম্মের উপর—নীচতার উপর—মিথ্যার উপর—সংকীর্ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত যে সিংহাসন, তা' বুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী—ক্ষুদ্র একটা তরঙ্গের আঘাতে মুহূর্ত্তে চূর্ণ হ'য়ে অনন্তের বুকে মিলিয়ে যাবে। মুস্তাফা খাঁর ন্যায় প্রভুদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের পাপ-সাহচর্য্যের উপর আমি বাঙ্গালায় মারাঠাশক্তির পাদপীঠ গড়তে চাই না—আমি চাই মারাঠা জাতির

তপ্ত-হৃদয়রক্তে মারাঠা-শক্তির বোধন ক'রতে। যদি সক্ষম হই—যদি সাধনায় সিদ্ধি পাই—এ সাম্রাজ্য হবে হিমাদ্রির চেয়ে অটল—বজ্রের চেয়ে দৃঢ়—সত্যের চেয়ে অবিনশ্বর।

জনৈক মারাঠা সৈনিকের প্রবেশ

কে? কি সংবাদ?

সৈনিক। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁয়ের উকিলসাহেব শিবিরদ্বারে উপস্থিত।

ভাস্কর। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁয়ের উকিল! এ সময়ে! উত্তম, সসম্ভ্রমে নিয়ে এস।

সৈনিকের প্রস্থান

তানোজী! তুমি কিছু অনুমান করতে পার?

তনোজী। আমার মনে হয় সন্ধি প্রস্তাব।

ভাস্কর। খুব সম্ভব।

সৈনিকের সহিত মির খাঁর প্রবেশ

এই যে আসুন উকিলসাহেব—

মির খাঁ। বন্দেগী পণ্ডিতজী—

ভাস্কর। নবাবসাহেব কুশলে আছেন ত?

মির। আর কুশল! ব'লতে দ্বিধা নেই পণ্ডিতজী, মূর্ত্তিমান হাহাকার জীবন্ত প্রেতের ন্যায় নবাব-শিবিরে নৃত্য ক'রছে। ওঃ, কি সে শোচনীয় মর্ম্মভেদী দৃশ্য! শত্রু আপনি, আপনিও সে দৃশ্য দেখলে অশ্রু সংবরণ ক'রতে পারবেন না। যাক্ সে কথা—পণ্ডিতজী, আমি এসেছি আপনার নিকট সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে; ভরসা করি, আমার দৌত্য ব্যর্থ হবে না।

ভাস্কর। সন্ধি ক'রতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। বাঙ্গালায় পদার্পণ ক'রেই আমি দূত পাঠিয়েছিলেম। আপনারাই আমার দূতকে অপমানিত ক'রে তাড়িয়ে দেন।

মির। কত অর্থ পেলে আপনি বাঙ্গালা ত্যাগ ক'রতে পারেন?

ভাস্কর। এত বড় কঠিন প্রশ্ন উকিলসাহেব! বিশেষ বিবেচনা না ক'রে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।

মির। আমার যে তত বিলম্ব ক'রবার অবসর নেই।

ভাস্কর। হুঁ, উত্তম, তবে শুনুন উকিলসাহেব, এক কোটী মুদ্রা ও নবাবসাহেবের সঙ্গে যে সমস্ত রণহস্তী আছে, পেলে আমি বাঙ্গালা ত্যাগ ক'রতে পারি।

মির। এক কোটী মুদ্রা! পণ্ডিতজী—

ভাস্কর। বেশী চেয়েছি মনে ক'রেছেন উকিলসাহেব, কিছু না। বাহুবলে মহম্মদ সাহকে পরাস্ত ক'রে রাজকরের এক চতুর্থাংশ চৌথ আদায়ের ফারমান পেয়েছি। বাঙ্গালায় পদার্পণ ক'রে আমি মাত্র এক লক্ষ মুদ্রা চৌথ চেয়েছিলাম, তখন আমার সে প্রস্তাব ভিক্ষুকের কাকুতি মনে ক'রে আপনারা গ্রাহ্য করেন নি। আজ আমার চাইবার অধিকার হ'য়েছে—তবু মাত্র এক কোটী মুদ্রা চেয়েছি।

মির। কত দিনের মধ্যে এই এক কোটী মুদ্রা দিতে হবে?

ভাস্কর। কত দিন কি উকিলসাহেব; প্রত্যুষেই দেবেন।

মির। ক্ষমা ক'রবেন পণ্ডিতজী, এ অতি অসঙ্গত প্রস্তাব।

ভাস্কর। অসঙ্গত! কেন?

মির। এই রাত্রের মধ্যে এক কোটী মুদ্রা সংগ্রহ করা কি সম্ভবপর?

ভাস্কর। নিশ্চয়। কমলার বরপুত্র জগৎশেঠ যাঁর কোষাধ্যক্ষ, তাঁর পক্ষে এই রাত্রে বিশ কোটী মুদ্রা সংগ্রহ করাও কিছু কঠিন নয়।

মির। পণ্ডিতজী, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হ'লেম, কারণ সম্মত হওয়া ভিন্ন আমার গত্যন্তর নেই। প্রত্যুষেই এক কোটী মুদ্রা পাবেন।

ভাস্কর। উত্তম

মির। তা হ'লে এখনই অবরোধ উন্মোচন ক'রতে আদেশ দিন।

ভাস্কর। সন্ধি রক্ষার জামিন?

মির। (ক্ষণেক ভাবিয়া) যদি উপযুক্ত মনে করেন, এই শুভ্র শির—

ভাস্কর। উত্তম। তানোজী, এই মুহূর্ত্তে নবাব-শিবিরের অবরোধ উন্মোচন ক'রে দাও! আর বিশ সহস্র লোকের পর্য্যাপ্ত আহার্য্য ও পানীয় নবাব-শিবিরে পাঠিয়ে দাও। যাও—

তানোজী। যে আজ্ঞা।

প্রস্থান

মির। আমার আর একটি প্রার্থনা আছে পণ্ডিতজী।

ভাস্কর। আদেশ করুন—

মির। এই সন্ধির কথা নবাব-শিবিরে জানাতে আমি একজন পত্রবাহক চাই।

ভাস্কর। কেন? আপনি কি এখান থেকেই রাজধানীতে যাবেন?

মির। শির জামিন—আমি আপনার বন্দী।

ভাস্কর। আপনি মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন। যান উকিলসাহেব—শিবিরে ফিরে যান।

মির। যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি—

ভাস্কর। আমি তার উপযুক্ত জামিন পেয়েছি।

মির। যদি পলায়ন করি—

ভাস্কর। আপনি ভুলে যাচ্ছেন উকিলসাহেব, যে অন্তর মুখদর্পণে প্রতিফলিত হয়। ক্ষমা ক'রবেন উকিলসাহেব, আমার সায়ংসন্ধ্যার সময় অতীতপ্রায়।

প্রস্থান

মির। অদ্ভুত এই মারাঠা পণ্ডিত—

বিপরীত দিকে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মুস্তাফা খাঁর শিবির

মুস্তাফা ও মীরজাফর

মুস্তাফা। তাড়িয়ে দিলে! আমার দূতকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে! এত দম্ভ—এত স্পর্দ্ধা এই মারাঠা মুষিকের। আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে জানেন ?

মিরজাফর। কি ?

মুস্তাফা। আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে নবাব আলিবর্দ্দির সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হ'য়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেই, আর এই মুহূর্ত্তে এই দাম্ভিক মারাঠা কুক্কুরটাকে বাঙ্গালা থেকে দূর ক'রে দেই।

মিরজাফর। সেটা বিশেষ ভাবনার বিষয়। বিদ্রোহের কথা প্রকাশ হ'য়েছে এখন বিনা আহ্বানে যেচে নবাবের সঙ্গে মিলিত হ'তে গেলে মর্য্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে ব'লে আমার মনে হয় না।

মুস্তাফা। কিন্তু মারাঠার এই প্রত্যাখ্যানের অপমান আমি কোন মতেই পরিপাক ক'রতে পারছি না, আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ ছুটছে।

মিরজাফর। কাল প্রত্যূষে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ ক'রে আমরা মসনদ অধিকার ক'র্‌তে পারি না ?

মুস্তাফা। নিশ্চয় পারি।

মিরজাফর। তারপর নবাব বা মারাঠা যে পক্ষই জয়ী হ'ক না কেন, তা'কে পরাস্ত করা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন হবে না বোধ হয়।

মুস্তাফা। তা হবে না বটে, কিন্তু আমার আর বিলম্ব সইছে না। আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে খাঁসাহেব, যে সেই বর্ব্বর দস্যুটাকে জানিয়ে দেই যে আফগান শক্তি ধূলি-মুষ্টির ন্যায় একটা উপেক্ষার জিনিস নয়।

মিরজাফর। তুচ্ছ বিষয়ে অত বিচলিত হবেন না খাঁসাহেব।

মুস্তাফা। তুচ্ছ বিষয়! মারাঠার এই প্রত্যাখ্যান কি আপনি তুচ্ছ বিষয় মনে ক'র্লেন!

মিরজাফর। বাঙ্গালার মস্‌নদের তুলনায় তুচ্ছ বই কি।

মুস্তাফা। কিছুমাত্র না। কি মূল্য এই মস্‌নদের? মুস্তাফা খাঁর হাতে তরবারি থাক্‌লে চোখের পলকে সে একটা মসনদ পদদলিত ক'র্‌তে পারে।

মিরজাফর। তা বটে। (স্বগত) আফগানটার দম্ভ শুন্‌লে হাসি পায়। কিন্তু এ আমার মস্‌নদ-প্রাপ্তির ব্রহ্মাস্ত্র। (প্রকাশ্যে) কি ভাবছেন খাঁসাহেব, নবাবসাহেবের মার্জ্জনা ভিক্ষা করাই কি স্থির ক'র্‌লেন?

মুস্তাফা। কই—না।

মিরজাফর। নিশ্চল হ'য়ে কালক্ষেপ ক'র্‌লেও ত কোন লাভ হবে না।

মুস্তাফা। তা হবে না বটে।

মিরজাফর। তবে চলুন মুর্শিদাবাদ অধিকার করি।

মুস্তাফা। চিন্তার বিষয়।

মিরজাফর। উত্তম, আপনি চিন্তা করুন। প্রভাতে আমার উত্তর দেবেন। একটা কথা মনে রাখবেন খাঁসাহেব, বাঙ্গালার মস্‌নদখানিও ধূলি-মুষ্টির ন্যায় উপেক্ষার জিনিস নয়। বিশেষ বিবেচনা ক'রে কর্ত্তব্য স্থির ক'র্‌বেন। আমি এখন চল্‌লেম, আপনি বিশ্রাম করুন।

প্রস্থান

মুস্তাফা। মারাঠা কুক্কুরের উপেক্ষা শেলের মত আমার মর্ম্মে বিঁধে আমায় উন্মাদ ক'রেছে। এত দম্ভ, এত স্পর্দ্ধা তার, যে বাঙ্গালায় এসে, বাঙ্গালার বুকে ব'সে মুস্তাফা খাঁকে অবজ্ঞা ক'র্‌ছে! না, এ অপমানের বিষ গায়ে মেখে আমি দিল্লী সিংহাসনেও ব'স্‌তে চাই না, দেখ্‌ব একবার কত শক্তিমান এই মারাঠা জাতি। নবাব যদি আমার আশ্রিত ময়ূরভঞ্জের রাজাকে হত্যা না ক'রতেন!—(শয্যায় উপবেশন) না, তা

হয় না। নবাব আমার শরণাগতকে হত্যা ক'রেছেন। যেচে গিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে যোগ দেব না। মারাঠাদের ধ্বংস ক'রতে আমার আফগান-বাহিনীই যথেষ্ট। (শয়ন)

আলিবর্দ্দি ও সিরাজের প্রবেশ

আলি। এই ত মুস্তাফার শিবির ?

সিরাজ। হাঁ দাদুসাহেব।

আলি। অন্ধকারে ভুল করি নি ত ?

মুস্তাফা। কে ? কে ? কার স্বর ? (উঠিয়া বসিলেন)

আলি। কে কথা কইলে ? মুস্তাফা না ?

মুস্তাফা। একি ! একি ! আমি কি স্বপ্ন দেখছি। জাঁহাপনা ? এই অন্ধকার রাত্রে আমার শিবিরে ! এ যে আমি ধারণা করতে পারছি না।

আলি। মুস্তাফা—

মুস্তাফা। জাঁহাপনা—

আলি। আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করতে এসেছি—

মুস্তাফা। অগ্রে আসন্ গ্রহণ করুন জনাব—

আলি। উত্তম, আমার নজরাণা দাও—

মুস্তাফা। এ দীন আফগান জাঁহাপনার যোগ্য নজরাণা কোথায় পাবে জনাব।

আলি। কেন সখা, যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ সম্পদ—শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য ঐ তরবারি আমায় নজরাণা দাও।

মুস্তাফা। জনাব—

আলি। শোন মুস্তাফা, আজ দুদিন আমি অনাহারে—

মুস্তাফা। অনাহারে !

আলি। হাঁ, অনাহারে। কেন শুন্‌বে? মারাঠারা আমার রসদ শিবির লুণ্ঠন ক'রেছে—শিবিরে হাহাকার—দারুণ হাহাকার। এক মুষ্টি অন্ন নাই—এক বিন্দু পানীয় নাই। এই বালক এক ফোঁটা জলের জন্য ম'র্‌ছিল—শুকিয়ে ম'র্‌ছিল। শোন মুস্তাফা, যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট হ'য়ে থাক—এই আমি তোমার শিবিরে এসেছি—নীরব নিস্তব্ধ নিশি—চারিদিকে অন্ধকার—জমাট অন্ধকার—এই আমার লোল বক্ষ পেতে দিচ্ছি—ঐ তরবারি নাও—এস আমায় হত্যা কর। কেউ দেখ্‌বে না—কেউ জান্‌বে না, কিন্তু সখা, তোমরা থাক্‌তে তোমাদের সম্মুখে আমার এই শুভ্র শির মারাঠা দস্যু করে লাঞ্ছিত হ'তে দিও না।

মুস্তাফা। জনাব, আমার একজন সহকারী আছেন। তাঁকেও এখানে আহ্বান করা কর্ত্তব্য।

আলি। উত্তম।

মুস্তাফা। কৈ হ্যায়—সিপাহ্‌শালার।

আলি। কে? মিরজাফর—আমার আত্মীয়—পরমাত্মীয় মিরজাফর!

মুস্তাফা। হাঁ জনাব।

আলি। তার—তার অসন্তোষের কোন কাজ ত আমি কখনও করি নি মুস্তাফা। অথচ—থাক্।

মুস্তাফা। জাহাপনা, আপনি ক্ষুধার্ত্ত—যদি অনুমতি হয়—

আলি। না—না, কোনও প্রয়োজন নাই।

মিরজাফরের প্রবেশ

মিরজাফর। এত অসময়ে তলব খাঁসাহেব, তবে কি মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করাই স্থির—এ কি! এ কি! (দুই হাতে চোখ ঢাকিলেন)

আলি। মিরজাফর—ভাই।

মিরজাফর নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন

শোন মিরজাফর, শোন মুস্তাফা, যদি কোন কারণে আমি তোমাদের মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, আমি তার জন্য মার্জ্জনা চাইছি। যদি সম্ভব হয় আমায় ক্ষমা কর। না হয় তরবারি নাও, আমায় হত্যা কর তোমরা, হত্যা কর। কিন্তু এই পলিত-কেশ মারাঠার পদদলিত হ'তে দিও না। আমায় উপযুক্ত মনে না কর, তোমরা মসনদ গ্রহণ কর—তোমরা রাজদণ্ড পরিচালনা কর। আমার সন্ধ্যা ত ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু ভাই, এতকাল অকাতরে হৃদয়-রক্তে বাঙ্গালার গৌরব রক্ষা ক'রে আজ তাকে মারাঠার পদতলে বলি দিও না—মুর্শিদাবাদের দুর্গ-প্রাকারে মারাঠার বিজয় বৈজয়ন্তী প্রোথিত ক'র না। এই আমার ভিক্ষা—এই আমার প্রার্থনা।

মিরজাফর। (স্বগত) বাঙ্গালার মস্‌নদটীও এত হাল্‌কা জিনিস নয় যে, একফোঁটা চোখের জলে ভেসে যাবে।

আলি। নিরুত্তর রইলে ভাই! কেন—কেন? আমার প্রার্থনা কি তবে পূর্ণ হবে না? আমায় মার্জ্জনা ক'র্‌তে না পার—আমায় হত্যা কর, তোমরা নবাব হও—তোমরা সিংহাসন নাও। এই পলিত-কেশ নিয়ে, এই জীর্ণ দেহ নিয়ে, এই জমাট অন্ধকারের বুকের উপর দিয়ে উন্মাদের মত আমি—বাঙ্গালার নবাব, তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি, কাতর হ'য়ে নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা ক'র্‌ছি—

মুস্তাফা। ওঃ—আর না, উঠুন জাঁহাপনা! আফগানের রক্ত একটু কড়া কি না, তাই ময়ূরভঞ্জের রাজার হত্যায় আমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেম—আফগানেরা মানুষ কি না, তাই এই করুণদৃশ্যে সে ক্রোধ গ'লে প্রভুভক্তির বন্যায় ছুটে চোখ ফেটে বেরুচ্ছে। আমার নজরাণা চেয়েছিলেন—এই নিন্‌ জাঁহাপনা—এই তরবারি আপনার নজরাণা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও যদি আপনার বিপক্ষে দাঁড়ায়, মুস্তাফা খাঁর দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে সে আপনাকে ত্যাগ ক'র্‌বে না। আর এটাও স্থির

জানবেন জাঁহাপনা, যতক্ষণ আমার একজন আফগান বীরও জীবিত থাক্‌বে, ততক্ষণ কারও সাধ্য নাই যে আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করে।

মিরজাফর। (স্বগত) য়েঁ! ছ্যাচড়া আফগানটা সব মাটী ক'র্‌লে। যা হ'ক, এখন সুর বদলাতে হয়। (প্রকাশ্যে) নিশ্চয়—নিশ্চয়—আমরা থাক্‌তে কার সাধ্য আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করে।

সিরাজ। (স্বগত) মিরজাফর, স্নেহ-প্রবণ দুর্ব্বলচিত্ত আলিবর্দ্দি হয় ত দু'দিন বাদে সব ভুলে যাবেন, কিন্তু সিরাজ এ দৃশ্য ভুল্‌বে না—প্রস্তরে খোদিত অক্ষরের ন্যায় তার স্মৃতিপটে ঠিক আঁকা থাক্‌বে।

মুস্তাফা। জাঁহাপনা, তবে আদেশ দিন, দস্যুগুলোকে বাঙ্গালা থেকে দূর ক'রে দিই।

মিরজাফর। হাঁ, কাল প্রভাতে তা' ক'র্‌তে হবে বৈ কি।

মুস্তাফা। আবার প্রভাতের অপেক্ষায় সময় নষ্ট ক'র্‌ব কেন?

মিরজাফর। তবে কি আপনি এই রাত্রেই—

মুস্তাফা। ক্ষতি কি?

আলি। যা তোমাদের অভিরুচি। তোমাদের মস্‌নদ তোমরা রক্ষা কর।

মুস্তাফা। উত্তম, তবে আপনি শিবিরে বিশ্রাম করুন গে! আমি সৈন্যদের শ্রেণীবদ্ধ ক'রে আপনাকে সংবাদ পাঠাচ্ছি। (স্বগত) ভাস্কর পণ্ডিত, এইবার—এইবার বুঝব কত শক্তিমান তুমি! (প্রকাশ্যে) আসুন খাঁসাহেব—

সকলে প্রস্থানোদ্যত, ঠিক সেই সময় মির খাঁ ও জানকীরামের প্রবেশ

মির। জাঁহাপনা, আমি সন্ধি করেছি—

আলি। সন্ধি করেছ!

মির। হাঁ জনাব। মারাঠা-সর্দ্দার শিবিরের অবরোধ উন্মোচন ক'রে দিয়েচেন। কাল প্রত্যূষেই এক কোটী মুদ্রা এবং আমাদের সঙ্গে যে সকল রণহস্তী আছে, তাঁকে দিলে, তিনি বাঙ্গালা ত্যাগ ক'রবেন।

আলি। এক কোটী মুদ্রা এবং রণহস্তী। বল কি মির খাঁ!

মুস্তাফা। এ অতি অসঙ্গত প্রস্তাব—এ সর্ত্তে কখনই সন্ধি হ'তে পারে না!

মির। অনন্যোপায় হ'য়ে আমাকে এই অসঙ্গত প্রস্তাবেই সম্মত হ'তে হ'য়েছে।

আলি। এক কোটী মুদ্রা! মির খাঁ, কাল প্রত্যূষে এক কোটী মুদ্রা কোথা থেকে দেবে!

মুস্তাফা। না—না—এ সন্ধি হবে না। আমরা যুদ্ধ ক'রব। ভাস্কর পণ্ডিত কি মনে ক'রেছে বাঙ্গালা ফেরুপালের আবাসভূমি যে, সে যা বলবে তাই আমাদের কোরাণের বাণীর ন্যায় অবনত মস্তকে মেনে চ'ল্‌তে হবে। কেন—কিসের জন্য। এখনও বাঙ্গালায় মুস্তাফা খাঁ বর্ত্তমান—এখনও এই মুস্তাফা খাঁ পাঁচ হাজার আফগান তরবারি পরিচালনা করে; যান মির খাঁ, আপনি সেই দাম্ভিক কুকুরকে বলুন গে, যে মুস্তাফা খাঁ বাহুবলে, তরবারির সাহায্যে, বাঙ্গালা থেকে দস্যু দূরীভূত ক'রবে, সাধ্য হয়, তারা যেন তাকে প্রতিহত করে।

জানকী। জাঁহাপনা! এ সন্ধি রক্ষার জামিন মির খাঁর শির!

আলি। এঁ্যা—তবে—

জানকী। জাঁহাপনা! এই সন্ধি রক্ষা না ক'রলে আমরা মির খাঁর ন্যায় একজন সুহৃদকে হারাব।

আলি। কিন্তু এই কোটী মুদ্রা কোথা থেকে সংগ্রহ ক'রবে উজির?

জানকী। জাঁহাপনা! এ গোলাম বহুকাল যাবৎ জাঁহাপনার নিমক খেয়েছে—জাঁহাপনার অনুগ্রহে এ বান্দা কিছু অর্থ সঞ্চয়ও

ক'রেছে! জনাব! আমি আমার আজন্ম-সঞ্চিত এক কোটী মুদ্রা এখনই দ্রুতগামী অশ্বারোহী পাঠিয়ে এনে দিচ্ছি, আপনি গ্রহণ ক'রে মারাঠাদের দান করুন, মির খাঁর জীবন রক্ষা করুন।

আলি। এঁ্যা—জানকীরাম—জানকীরাম—তুমি এক কোটী টাকা দিচ্ছো! তোমার ঋণ আলিবর্দ্দি জীবনে পরিশোধ ক'র্‌তে পারবে না।

জানকী। জাঁহাপনার অর্থ জাঁহাপনার কার্য্যেই ব্যয়িত হবে।

আলি। তবে এখনই দ্রুতগামী অশ্বারোহী পাঠাও জানকীরাম—

জানকী। যো হুকুম খোদাবন্দ্। প্রস্থানোদ্যত

মুস্তাফা। দাঁড়ান উজিরসাহেব। জাঁহাপনা! তবে কি এক কোটী মুদ্রা উৎকোচ দিয়ে মারাঠার সঙ্গে সন্ধি ক'র্‌বার সঙ্কল্প ক'র্‌লেন?

আলি। আমি ভাব্‌ছি মুস্তাফা, সুধু মির খাঁর কথা—

মুস্তাফা। কেন? কিসের বিপদ মির খাঁর! আমি আমার আফগান বীরদের মাঝে রেখে মির খাঁকে এখনই কাটোয়ায় রেখে আস্‌ছি। ভাস্কর পণ্ডিতের সাধ্য কি যে তাঁর ছায়া স্পর্শ করে।

আলি। তাই ত!

মুস্তাফা। একটু বিবেচনা করে দেখুন জাঁহাপনা, আজ যদি মারাঠার এই অন্যায় অসঙ্গত দাবী পূর্ণ করা হয়, একবার যদি তারা বাঙ্গালার রাজশক্তির এই উৎকট দৌর্ব্বল্যের সন্ধান পায়, তবে প্রতিদিন তাদের আব্দার বাড়্‌তে থাক্‌বে—প্রতি বৎসর তারা এসে এইরূপ উৎকোচ চাইবে। কতদিন আপনার রাজকোষ তাদের সন্তুষ্ট রাখ্‌তে সক্ষম হবে জাঁহাপনা—এ প্রচণ্ড শোষণে বৎসরের মধ্যেই আপনার কোষাগার শূন্য হ'য়ে যাবে। তখন কি ক'র্‌বেন জাঁহাপনা? তখন ত যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর থাক্‌বে না। যুদ্ধ আপনার ক'র্‌তেই হবে, আজই করুন আর এক বৎসর পরেই করুন।

জানকী। তাই ত! কিন্তু এই সন্ধি রক্ষার জামিন মির খাঁর শির।

মুস্তাফা। কি শঙ্কা মির খাঁর। আমি এই তরবারি হাতে ক'রে শপথ ক'র্‌ছি যে, আমার শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাক্‌তে মির খাঁর অঙ্গে কাঁটাটী বিঁধতে দেব না। কেন আপনারা বৃথা বিভীষিকা দেখ্‌ছেন।

জানকী। মারাঠা-সর্দ্দার পর্য্যাপ্ত আহার্য্য ও পানীয় পাঠিয়েছেন।

মুস্তাফা। বটে—বটে—তার সৌজন্যে তৃপ্ত হ'লেম। ধন্যবাদের সঙ্গে এখনই সে সব ফেরত পাঠিয়ে দিন উজিরসাহেব। কেউ যেন তার এক কণাও স্পর্শ না করে। জাঁহাপনা, আদেশ দিন—আমি মারাঠাদের আক্রমণ করি।

আলি। আক্রমণ ক'র্‌বে—তাই ত!

মুস্তাফা। শুনুন জাঁহাপনা—আমি মারাঠাদের আক্রমণ ক'র্‌বই—আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি তাদের অর্থ দিতে পারেন! কি বলেন খাঁসাহেব?

মিরজাফর। হাঁ, আক্রমণ ত ক'র্‌তেই হবে।

আলি। আমি আর ভাব্‌তে পারি না। আমার ধারণা শক্তি যেন লুপ্ত হ'য়ে গেছে। মস্‌নদের পরম হিতৈষী তোমরা সব—যা ইচ্ছা ক'র্‌তে পার। আমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার প্রয়োজন নেই।

মুস্তাফা। উত্তম, আসুন—আপনাকে শিবিরে রেখে আসি। অনাহারে, অনিদ্রায় আপনাকে বিশেষ কাতর দেখাচ্ছে!

আলি। কাতর! (ম্লান হাসি হাসিলেন)

মুস্তাফা। চলুন জনাব—

আলি। এস সিরাজ—

সিরাজ। আপনি যান দাদুসাহেব, আমি যাচ্ছি।

মুস্তাফা। খাঁসাহেব, আপনি এই মুহূর্ত্তে সৈন্যদের শ্রেণীবদ্ধ হ'তে আদেশ দিন গে। জাঁহাপনাকে শিবিরে রেখে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হব। আসুন জাঁহাপনা—

এক দিকে মিরজাফর ও অপর দিকে আলিবর্দ্দি ও মুস্তাফার প্রস্থান

জানকী। মির খাঁ—

মির। রাজা!

জানকী। এখন কর্ত্তব্য?

মির। আমার শিশুপুত্রের ভার নিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত করুন।

জানকী। অন্য কোন উপায়ে?

মির। আমায় প্রলুব্ধ ক'রবেন না রাজা—উদার মারাঠা-পণ্ডিত আমায় বন্দী না ক'রলেও আমি কথা দিয়েছি। রাজা, বহুদিন একসঙ্গে আছি, কত সময় কত অন্যায় ব্যবহার ক'রেছি—সে সব ভুলে যাও ভাই—

জানকী। এ কি বলছ খাঁসাহেব? আমায় অপরাধী ক'র না—তোমার ন্যায় বন্ধু পেয়ে আমি ধন্য। মির খাঁ, আমি আমার সঞ্চিত এক কোটী টাকা দিচ্ছি—যদি—

মির। রাজা, অন্যে না বুঝুক, তুমি ত বুঝতে পারছ—কি এ মর্ম্মপীড়া! দুঃখ ক'র না ভাই—ক'দিনের আগু পিছু। এস সখা হাসি মুখে আমায় আলিঙ্গন দাও।

উভয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন, পরে মির খাঁ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন
সিরাজ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন

জানকী। মুর্শিদাবাদের গৌরব-সূর্য্য আজ অস্তমিত হ'ল। একটা খাঁটি মানুষ এই মির খাঁ। চলুন সাহাজাদা, আপনাকে শিবিরে রেখে আসি।

সিরাজ। ব'লতে পারেন রাজা, এ নবাবী না গোলামী! এই মূল্য মসনদের! ধিক্, ধিক্ এ সিংহাসনে! রাজা, আমি মুর্শিদাবাদ চল্লেম—আপনি দাদুসাহেবকে ব'লবেন।

প্রস্থান

জানকী। সাহাজাদা—সাহাজাদা—

তৎপশ্চাৎ প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মারাঠা-শিবিরাভ্যন্তর

কাল—দ্বিতীয় প্রহর রজনী

গৌরী একাকী বসিয়া বীণা বাজাইয়া গান গাহিতেছেন
ক্লান্ত ভাস্কর পণ্ডিত ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধ
নেত্রে গৌরীর গান শুনিতে লাগিলেন

গীত

কবে তোমার মুরলী উঠিবে বাজিয়া,
সুপ্ত আমার হৃদয় মাঝে।
তোমারই পরশ বিবশ তনু
ধাইবে পুলকে তোমারি কাজে॥
হের নয়ন মন অন্ধ, হৃদয়-দুয়ার বন্ধ,
শ্রবণ মম—ঘুমে অচেতন,
অবাধে আঁধার রাজে।
মম সুপ্ত হৃদয় মাঝে॥
(যেন) তোমার মূরতি সৌম্য সুন্দর,
বিরাজে আমার অন্তর ভিতর,
(যেন) শত কোলাহল জিনি, তোমার আশীষ বাণী,
শ্রবণে আমার বাজে,
মম ধূসর জীবন সাঁঝে।

ভাস্কর। গৌরী!

গৌরী। বাবা বাবা, তুমি কতক্ষণ এসেছ বাবা?

ভাস্কর। এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মা।

গৌরী। আমায় ডাক্‌লে না কেন?

ভাস্কর। কেমন ক'রে ডাকবো মা! ভাবে গদগদ তুমি, প্রাণে

সমস্ত আকুলতা সুরে ঢেলে দিয়ে ভক্তির ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে আকাশ বাতাস প্লাবিত ক'রে ঐশী করুণার রুদ্ধ দ্বারে মাথা খুঁড়চো—মুগ্ধপ্রাণ রুদ্ধবাক্ আমি, শুধু অপলক স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তোমার ঐ পবিত্র মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইলেম—ডাক্‌তে পারলেম না।

গৌরী। যাও, তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি বাবা, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন বোস, আমি তোমার পোষাক খুলে দিচ্ছি।

ভাস্কর উপবেশন করিলেন—গৌরী পরিচ্ছদ খুলিতে লাগিলেন

ভাস্কর। এত রাত হ'য়েছে, তুমি শোও নি কেন মা?

গৌরী। বাবার যেমন কথা, আমার পাগ্‌লা ছেলেটার এখনও খাওয়া হ'ল না—আমার চোখে কি ঘুম আস্‌তে পারে। এত রাত পর্য্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে, কি ক'রছিলে বাবা?

ভাস্কর। গৌরী, নবাবের সঙ্গে আমার সন্ধি হ'য়েছে—

গৌরী। সন্ধি হ'য়েছে! আঃ বাঁচলুম, জয় বিশ্বনাথ কী জয়।

ভাস্কর। কাল প্রভাতেই আমরা কঙ্কণ যাত্রা ক'রব।

গৌরী। যাক্, এতদিনে এ পাপ যুদ্ধের অবসান হ'ল। এইবার আমি যেন সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারছি। হাঁ বাবা, শোণিত প্লাবনে এই শ্যামা ধরণীকে রঞ্জিত ক'রতে, দামামা ধ্বনিতে প্রকৃতির সুখসুপ্তি হরণ ক'রতে, হিংসার যূপকাষ্ঠতলে জগতের শান্তি বলি দিতে তোমাদের কি একটুও কষ্ট হয় না! মানুষ হ'য়ে তোমরা মানুষকে হিংসা কর, মানুষকে হত্যা কর! কেন বাবা?

ভাস্কর। এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন পাগ্‌লি।

গৌরী। না বাবা, আমায় ব'ল্‌তে হবে। তুমি ত পাষাণ নয়, নির্দ্দয় নও—একটা ভিক্ষুকের দুঃখে তোমায় অশ্রুপাত ক'রতে দেখেছি—আর্ত্তের রক্ষার্থে তোমায় জীবন পণ ক'রতে দেখেছি, ক্ষুধিতের বদনে তোমার মুখের গ্রাস দিতে দেখেছি—তুমি কি ক'রে নরহত্যা কর বাবা?

ওঃ! দেখ্‌লে, আমার কি ভুলো মন, কথায় কথায় তোমার খাবার দিতে ভুলে গেছি। বাবা, বস তুমি, আমি খাবার নিয়ে আসছি।

প্রস্থান

ভাস্কর। গৌরী আমার মূর্ত্তিমতী করুণা। সেও এমনি ছিল। যুদ্ধের কথা শুন্‌লে কেঁদে আকুল হ'ত—পরের দুঃখে তার নয়ন অশ্রুতে ভ'রে যেত। ওঃ—কতদিন! সে একটা আবেশময় মধুর স্বপ্ন!

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ললাটের ঘর্ম্ম মুছিলেন। গৌরী একটী পাত্রে ফল লইয়া আসিল

গৌরী। এস বাবা—খাবে এস।

ভাস্কর। একি! এত ফল কোথায় পেলি মা। ক্ষুধার্ত্ত হ'লেও এত কি খেতে পারি?

গৌরী। খুব পার্‌বে। একটীও যদি রাখ্‌বে ত আমি রাগ কর্‌ব।

ভাস্কর। তুই আমায় পাগল কর্‌বি দেখ্‌ছি।

আচমন করিয়া যেমন আহার করিতে যাইবেন ঠিক সেই সময় নেপথ্যে শত বন্দুকের শব্দ হইল। ভাস্কর চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন

ভাস্কর। ও কি! কি শব্দ!

গৌরী। উঠ না—উঠ না বাবা—ও কিছু নয়।

পুনরায় সহস্র বন্দুকের শব্দ

ভাস্কর। একি! আবার! কে আছিস? তানোজী—তানোজী—

গৌরী। বাবা—বাবা—স্থির হও—ও কিছু নয়—খাও বাবা, তোমার দু'টী পায়ে পড়ি, খাও বাবা।

নেপথ্যে নবাবী ফৌজ গর্জিয়া উঠিল, 'আল্লা আল্লা হো'

ভাস্কর। একি! নবাব-বাহিনীর রণোল্লাস! আক্রমণ ক'রেছে—বিশ্বাসঘাতক নবাব সন্ধির প্রস্তাবে প্রতারিত ক'রে অতর্কিত অবস্থায় আমাদের আক্রমণ ক'রেছে—অস্ত্র—আমার তরবারি—তরবারি—সাজ মারাঠা, যেখানে আছ মুহূর্ত্তে সাজ, রণরঙ্গে মাত, নবাবের ফৌজ মরিয়া হ'য়ে গর্জ্জে উঠেছে—মারাঠা, তাকে স্তব্ধ কর—তোপের মুখে ভস্ম কর—

প্রস্থানোদ্যত ও সম্মুখ হইতে তানোজীর প্রবেশ

কে? তানোজী! আক্রমণ কর—অস্ত্র নাও—

তানোজী। পণ্ডিতজী, আমরা চতুর্দ্দিক থেকে আক্রান্ত—অমানিশার জমাট আঁধারে শিবিরে দারুণ বিশৃঙ্খলা।

ভাস্কর। কোন চিন্তা নেই—বিশ্বনাথের পবিত্র নাম স্মরণ ক'রে ঐ জ্বলন্ত অনল-স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়—জয় বিশ্বনাথ কী জয়।

প্রস্থান

তানোজী। হারা—হারা—

প্রস্থান

গৌরী। (নতজানু হইয়া) বিশ্বনাথ! বিশ্বনাথ! নিবিয়ে দাও, এ কালানল নিবিয়ে দাও; আমার বাবাকে রক্ষা কর। মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে—হা অদৃষ্ট!

কাঁদিতে কাঁদিতে আহার্য্য লইয়া প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

হীরাঝিলের প্রমোদ কক্ষ

রাত্রি তৃতীয় প্রহর

গোলাম হোসেন ও ফৈজীবিবি মদ্য পান করিতেছে

নর্ত্তকীগণ গীত গাহিতেছে

গীত

চঞ্চল অঞ্চলে ঢালিয়া
রেখেছি হৃদয় পাতি গোপনে
বিষম বিরহ বেদনা বারিতে, বসাতে প্রেমিক জনে যতনে ॥
আদরে করে কর রাখিয়া,
দিব প্রণয় সুধা ঢালিয়া ;
বাঁধিয়া বঁধুরে দৃঢ় বাঁধনে ॥
যখন গগনে শশী হাসিয়ে হাসাবে ধরা,
যখন মলয়ানিল ছুটিবে পাগল পারা ;
তুলিয়া ধরিবে মুখে বদন সুধায় সুখে,
শিহরিবে পরাণ আকুল-চুম্বনে ॥

নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

ফৈজী। হোসেন প্রিয়তম !

গোলাম। ফৈজী—ফৈজী—প্রাণেশ্বরী—

ফৈজী। আর কতদিন এ আনন্দ-প্রবাহ এমনি অবাধে চ'লবে ?

গোলাম। যতদিন তুমি মেহেরবাণী ক'রে এ বান্দাকে চরণে স্থান দেবে পিয়ারী—

ফৈজী। এ কি বল্‌ছ প্রিয়তম! তুমি যে ফৈজীর বুকের কলিজা, এ কি তুমি আজও বুঝ্‌তে পারনি ? কিন্তু হোসেন, একটা চিন্তা—একটা আতঙ্ক আমার সমস্ত আনন্দকে মলিন ক'রে দিচ্ছে—

গোলাম। কি—কি প্রিয়তমে ?

ফৈজী। আমার সর্ব্বদাই আশঙ্কা প্রিয়তম, কখন সে দুষমন সিরাজ ধূমকেতুর মত উদয় হ'য়ে আমাদের এই প্রেমের রাজ্য মুহূর্ত্তে চূর্ণ ক'রে দেবে—এই মিলনের নন্দন থেকে বিচ্যুত ক'রে বিচ্ছেদের অতুল অনল-সাগরে আমাদের নিমজ্জিত ক'র্‌বে। হোসেন—হোসেন—কেমন ক'রে আমি সে দুঃখ সইব !

গোলাম। কোন চিন্তা নেই প্রাণেশ্বরী—আমাদের এ মধুর মিলনে আর বিচ্ছেদ হবে না—এ প্রেমের আকাশে আর মেঘ উঠ্‌বে না—আকাশ এমনি জ্যোৎস্নাময়, এমনি উজ্জ্বল, এমনি সুন্দর থাক্‌বে। বর্দ্ধমানে নবাব-বাহিনী অবরুদ্ধ—নবাব আজ তিন দিন উপবাসী—মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী। ইহজন্মে আর সিরাজ হীরাঝিলে ফিরবে না।

ফৈজী। এঁ্যা—এ কি সত্য ! তবে—তবে—আর চিন্তা নেই—আর আশঙ্কা নেই—কি আনন্দ, কি আনন্দ ! সিরাজ আর ফির্‌বে না, সিরাজ আর ফির্‌বে না ! (ঢক্ ঢক্ করিয়া এক পাত্র সুরা উদরস্থ করিলেন) এ স্ফূর্ত্তি আজ শুভ্র সুরার ন্যায় ফেনায়িত হ'য়ে উঠুক—এই উৎসবের বীণা আজ আকাশ বাতাস কম্পিত ক'রে নন্দনের সুধা লুটে নিক, উৎসব—উৎসব—আজ চারিদিকে উৎসব। হোসেন, প্রিয়তম—

গোলাম। ফৈজী—প্রাণেশ্বরী—

ফৈজী। এ আনন্দ আমি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছি না।

নেপথ্যে প্রহরী—"সাহাজাদা !"

নেপথ্যে সিরাজ—"পথ ছাড় কমবক্ত।"

গোলাম। ওকি ! কি শব্দ !

ফৈজী। চুপ্—চুপ্—কথা ক'য়ো না—এ সুখস্বপ্ন থেকে আমায় জাগিও না—এ আমায় কোথায় নিয়ে এসেছ প্রাণেশ্বর—এই কি বেহেস্ত !

গোলাম হোসেনের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল

সিরাজের প্রবেশ

সিরাজ। ফৈজী—প্রিয়তমে—একি—একি!

গোলাম। এঁ্যা—একি! একি! একি! স্বপ্ন! স্বপ্ন!

সিরাজ। হাঁ—স্বপ্ন।

গোলাম। কোন পথে পালাই—আর রক্ষা নাই!

ফৈজী আবিষ্টের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন

সিরাজ। (বজ্রকণ্ঠে) গোলাম হোসেন!

গোলাম হোসেন নিরুত্তর

(পুনরায় বজ্রকণ্ঠে) গোলাম হোসেন! তুমি না আমার পরমাত্মীয়? উত্তম—কৈ হ্যায়?

গোলাম হোসেন পদাঘাতে জানালার গরাদ ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল। সিরাজ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে উদ্যত হইলেন, ঠিক সেই সময় ফৈজী গিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল

ফৈজী। না—না—মের না, হোসেনকে মারলে প্রাণে বাঁচাবো না।

সিরাজ। শয়তানি, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এ কথা বল্‌তে তোর জিহ্বা জমাট বেঁধে গেল না। দূর হ' কসবী—(পদাঘাত)

ফৈজী। কি আমায় পদাঘাত! জান সিরাজ, তোমার মত কত সাহাজাদা এই চরণ সেবা ক'রে নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান করেছে! কস্‌বী! হাঁ—আমি ত কস্‌বী—এই আমার ব্যবসা। সাহাজাদা! এ তিরস্কার যদি তোমার জননীকে—

সিরাজ। স্তব্ধ হ' কুকুরী! এত স্পর্দ্ধা তোর! উত্তম, কৈ হ্যায়—

জনৈক খোজার প্রবেশ

এই মুহূর্ত্তে শয়তানীকে ঐ পাষাণ-প্রাচীরে জীবন্ত গাঁথবে—নিয়ে যাও!

ফৈজী। ওঃ—

সিরাজ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

ষষ্ঠ দৃশ্য

গ্রাম্যপথ—প্রভাত

উপানন্দ ও ছিদাম

ছিদাম। তা' বয়েস আর তোমার কি-ই বা হয়েছে—ব্যামোতে চুলগুলো সাদা হ'য়েছে, তাই আমরা জোর ক'রে দাদা বলি বই ত নয়! এ বয়সে ঢের লোক দু'পাঁচটা বিয়ে ক'র্‌ছে—

উপা। এ্যাঁ! দু'পাঁচটা বিয়ে ক'র্‌ছে!

ছিদাম। ক'রছে বই কি—লাখো লাখো ক'র্‌ছে—হামেশা ক'র্‌ছে। তোমার বেশী দূর যেতে হবে না—মহাভারত প'ড়েছ ত—এই—তোমার দশরথ রাজার কত বয়সে বিয়ে হয়েছিল মনে কর ত? পাকা চারকুড়ি আঠাশ বছর বয়সে—বুঝলে দাদা, এই পাকা চারকুড়ি আঠাশ বছর বয়সে।

উপা। এ্যাঁ! পাকা চারকুড়ি আঠাশ বছর বয়সে! মহাভারতে আছে?

ছিদাম। বিশ্বাস না কর, প'ড়ে দেখ। ও সব শাস্ত্রটাস্ত্র দাদা তোমার মা বাপের আশীর্ব্বাদে এই ছিদেম চক্কোত্তির কণ্ঠবর্ত্তি। মুখে মুখে একাদশ কাণ্ডজ্ঞান আউড়ে দিতে পারি। তুমি বিয়ে ক'রবে এর আবার কথা!

উপা। এই ভাই তুমি একটু যা বোঝ সোঝ। তাই ত বিপদে আপদে তোমার কাছেই ছুটে আসি। আচ্ছা ছিদেম, সত্য বল ত ভাই—আমি কি যথার্থ-ই বুড়ো হয়েছি!

ছিদাম। রামচন্দ্র! দু'গাছা চুল পাকলেই কি বুড়ো হয়!

উপা। চুলের জন্য বড় ভাবি না ভায়া—আর একটা খুব ভাল প্রক্রিয়া ক'রছি! দু'দিন বাদে দেখবে যে একগাছি চুলও সাদা নেই—একেবারে কাল মিশমিশে হ'য়ে গেছে।

ছিদাম। বটে—বটে—

উপা। খাঁটি হাকিমি তেল—চমৎকার জিনিস। সে ঠিক হবে ভায়া, কিন্তু বালাই হয়েছে গিন্নি। সতীনের ঘর কিনা—তাই কেউ মেয়ে দিতে বড় আগ্রহ করে না।

ছিদাম। হ্যাঁ! তুমিও যেমন—আমার পরামর্শ মত চল ত দাদা, দেখি কেমন গ্রাহ্যি করে না! বৌ-ঠাকরুণকে তিরথি ক'রতে পাঠিয়ে দাও—সোমত্ত হয়েছেন—আর কেন? এখন তাঁর ধর্ম্মো-কর্ম্মো ক'রবারই সময়। তার পর নূতন গিন্নি আন—নূতন সংসার ধর্ম্মো কর—আমরা দেখে শুনে খুসি হই।

উপা। এ ত অতি সুবুক্তি—এখন গিন্নি যেতে চাইলে হয়।

ছিদাম। আচ্ছা দাদা, বৌ-ঠাকরুণের এখন বয়স কত?

উপা। সে অনেক, বাইশ পার হ'য়ে তেইশে প'ড়েছে। তবে আর বলছি কি। দেখ ভায়া, অন্যায়টা দেখ, অবিচারটা দেখ। ঈশ্বর ইচ্ছায় দু' চার পয়সা তেজারতিতে খাটছে, কিছু ভূ-সম্পত্তিও আছে—এ সব ভোগ ক'র্‌বে—বাপ পিতামহের নামটা বজায় রাখ্‌বে—ভিটের একটা প্রদীপ জ্বাল্‌বে—এমন আমার কেউ নেই! একটা ছেলে হ'ল না! গৃহিণীর কি আর সে বয়স আছে। এতদিন যা হ'ক আশায় আশায় ঘুরছিলেম—কিন্তু আর অপেক্ষা করা চলে না। বংশটা ত বজায় রাখ্‌তে হবে! বাপ-পিতামহের নামটা ত লোপ করতে পারি না—নইলে এ বয়সে আর আমার বিয়ে ক'র্‌বার দরকারই বা কি ছিল!

ছিদাম। নিশ্চয়—নিশ্চয়—তুমি ত ওষুধ গেলার মত নেহাৎ অনিচ্ছায় বিয়ে কর্‌ছ। আমাদের চিরকাল স্নেহ কর, আমাদের অনুরোধ না রেখে ত পার না—তাই ত এ বিয়ে। তুমি কারও কথা শুনো না দাদা—শিগ্‌গির বিয়ে করে ফেল।

উপা। তাই ত ভাব্‌ছি—

ছিদাম। পাত্রী-টাত্রীর কোন সন্ধান করেছ দাদা ?

উপা। না, তেমন কিছু করা হয় নি—তবে—

ছিদাম। তবে কি ?

উপা। না, সে কথাটা আজ থাক্, আর একদিন ব'ল্‌ব।

ছিদাম। আমার কাছে আবার গোপন ক'র্‌ছ—চণ্ডীতে কি র'য়েছে জান ত ? 'পরদারেষু মিত্রবৎ' অর্থাৎ কি না—স্ত্রীকেও পর ভাব্‌তে পার, কিন্তু মিত্রকে কখনও কোন কথা গোপন ক'র্‌বে না। বলে ফেল দাদা—

উপা। তোমার কাছে সে কথাটা ব'লতে কেমন লজ্জা—লজ্জা—

ছিদাম। কিছু না—কিছু না—ব'লে ফেল—

উপা। দেখ ছিদেম, ঐ যে ও পাড়ার মোহনলালের বোনটী রোজ দুপুরে আমার পুকুরে চান্ ক'রতে আসে—এত দিন অত লক্ষ্য করি নি। সেদিন যখন চান ক'রে যায়, আমি জানলার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেম, হঠাৎ আমার চোখ পড়ে গেল। দিব্যি মেয়েটি—বয়সও বেশ হয়েছে, একখানা নীলাম্বরী শাড়ী তার পরা ছিল—তার ভিতর দিয়ে গায়ের রংটা ফুটে বেরুচ্ছিল, লম্বা লম্বা চুলগুলো পিঠ বেয়ে পড়েছে—

ছিদাম। দাদা, তোমার কথা শুনে আমার যে গীতার সেই গানখানা মনে প'ড়ছে, (সুরে) "চলে নীলশাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি, পরাণ সহিত মোর—"

উপা। যাও, ঐ ত তোমাদের দোষ। ঐ জন্যই ত বল্‌ছিলাম না।

ছিদাম। আরে না—না—বল—বল ; তারপর ?

উপা। ছুঁড়ী, বুঝ্‌লে ভায়া, চমৎকার রসিকা। যেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়েছে, অমনি—তোমায় ব'লব কি ভায়া—এমন একটী মুচ্‌কি হাসি হেসে চ'লে গেল—

ছিদাম। এঁ্যা—হেসেছে ?

উপা। হুঁ।

ছিদাম। সত্যি ব'লছ ত দাদা—হেসেছে?

উপা। এই তোর গা ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে ব'লছি ভাই!

ছিদাম। তবে আর যায় কোথা—রাধিকাও শ্রীকৃষ্ণকে দেখ্‌লে অমনি ক'রে হাস্‌ত।

উপা। এঁ্যা—হাস্‌ত নাকি।

ছিদাম। নিশ্চয় হাস্‌ত। গীতায় পরিষ্কার লেখা আছে, 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি'—দাদা, তুমি কিছু ভেবো না। এ বিয়ে না হ'য়ে আর যায় না। তা হ'লে আজই প্রস্তাবটা করে ফেলি?

উপা। হাঁ হে ছিদাম, তোমার আজ কাল চল্‌ছে কেমন?

ছিদাম। কই আর চ'ল্‌ছে দাদা—টানাটানির সংসার। এই ত আজ ঘরে একদানা চাল নেই—এই তোমার কাছেই যাচ্ছিলেম দাদা—

উপা। (স্বগত) এঃ, কথাটা পেড়েই ঠ'কে গেছি। তা' একটা লোভ না পেলেই বা আমার কাজে ঘুরবে কেন। (প্রকাশ্যে) তা এর জন্য আর ভাবনা কি—তোমার যখন যে অভাব অভিযোগ হয়, আমায় জানিও ছিদেম—আমি ত আর তোমার পর নই। এই নাও দুটি টাকা, তোমায় এ আর শুধ্‌তে হবে না—আমি তোমার ছেলে-মেয়েদের খাবার খেতে দিলেম।

ছিদাম। তোমার খেয়েই ত আছি দাদা, তোমার ঋণ—

উপা। কি ব'লছ ছিদেম, আমার যদি একটা ভাই থাক্‌ত!

ছিদাম। (স্বগত) এই দাদা পয়লা নম্বর! পরের মাথায় কাঁটাল রেখে কোষ খেতে ছিদেম চক্কোত্তি কেমন ওস্তাদ তা এইবার বুঝ্‌বে। (প্রকাশ্যে) দাদা, দাদা! দেখ ত—দেখ ত—ঐ মোহনলাল যায় না?

উপা। হাঁ, তাই ত।

ছিদাম। ওহে ও মোহনলাল—ও মোহনলাল! একবার এদিকে এস না—দেখ্‌লে দাদা যোগাযোগটা, এ বিয়ে না হয়ে আর যায়? কে মনে ক'রেছিল যে মোহনলাল এ পথ দিয়ে এখন যাবে—দেখছ ত?

উপা। তা' ত দেখছি। কিন্তু তুমি মোহনলালকে আবার এখানে ডাকলে—

ছিদাম। শুভস্য শীঘ্রং গতিঃ—আর বিলম্ব ক'র্‌ব কেন?

উপা। আমি কিন্তু কিছু ব'ল্‌তে পার্‌ব না।

ছিদাম। তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে একবার আমার হাতযশটা দেখ না।

উপা। কর যা হয়—তুমি ত আমার পর নও।

মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। ঠাকুরদা যে, এত ভোরে! ঠান্‌দি বুঝি কাল রাত্রে ঝগড়া ক'রেছে। শুধু ঝগড়া, না আর কিছু? আ—হা—হা—হলেই বা তিনি তৃতীয়-কল্প, তা বলে এই বুড়ো মানুষটাকে এই কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বের ক'রে দেওয়াটা কি সঙ্গত হয়েছে! আজ আমি এর জন্য প্রলয় ঝগড়া ক'র্‌ব—কুরুক্ষেত্র বাধাব—

উপা। (জনান্তিকে) শুন্‌লে—শুন্‌লে কথাটা। আমি বুড়ো!

ছিদাম। (জনান্তিকে) চটো না—চটো না দাদা—ক্রোধে কার্য্য হানিং। (প্রকাশ্যে) হাঁ মোহন, মাধুরীকে কাল দেখ্‌লাম বেশ বড় সড় হ'য়েছে ত তার বে'থা'র কি করছ?

মোহন। সেই ত হ'য়েছে এক মস্ত ভাবনা। দেখে শুনে দাও না একটা ছিদেমদা, আমি ত খুঁজে খুঁজে হাযরাণ হ'লেম।

ছিদাম। পাত্র ত কতই আছে।

মোহন। কতই আছে! আমি ত একজনও দেখ্‌ছি না। ভাবছি আর দিন কয়েক দেখে, শেষে (সহাস্যে) ঠান্‌দির সতীন ক'রে দেব।

কি বল ঠাকুরদা, গণ্ডা পুরে যাক। পাকা চুলের উপর রাঙ্গা টোপর চমৎকার মানাবে। ঠাকুরদা যে আজ বড গম্ভীর! ব্যাপারখানা কি? ঠানদি একটু বেশী আদর ক'রেছে বুঝি।

ছিদাম। (জনান্তিকে) চটো না দাদা--চটো না! (প্রকাশ্যে) দাদার মন টন বড় খারাপ কিনা—

মোহন। মন খারাপ! কেন—কেন?

ছিদাম। এই ছেলে পুলে হ'ল না—অগাধ ঐশ্বর্য্য অথচ ভোগ ক'রবার কেউ নাই। বংশটা লোপ পেতে ব'সেছে। তাই দাদাকে বলছিলেম যে. তুমি আবার বিয়ে কর।

মোহন। উত্তম প্রস্তাব! আমরা খুব রাজী আছি। ও পুরানো ঠানদি বরখাস্ত। ঠাকুরদা, একটী ছোট্ট-খাট্ট ঘোমটা দেওয়া আলতা পরা ঠানদি আন—নাতীরাও খুব খুসি হবে, আর তোমারও শিগ্‌গির পিণ্ড পাবার ব্যবস্থা হবে।

উপা। (জনান্তিকে) শুন্‌ছ— শুন্‌ছ ছিদেম?

ছিদাম। (জনান্তিকে) আহা হা চটো না—চটো না—(প্রকাশ্যে) ওহে, কথাটা হেসে উড়িও না—দাদার একটা বে' করাব দরকার।

মোহন। বেশ ত—আমরা কি তাতে গররাজী—আমরা নাতীর দল দস্তুরমত সভা ক'রে তাতে সম্মতি দেব।

ছিদাম। আমি একটী পাত্রীও স্থির ক'রেছি।

মোহন। বটে—বটে—বল ত ছিদেমদা—কে কে আমাদের সেই ভাগ্যবতী যুবতী শ্রীমতি ভাবী ঠানদিদি। (ছিদেম মোহনের কানে কানে কি বলিলেন) এঁ্যা! তুমি বল্‌ছ কি ছিদেমদা, তুমি ক্ষেপেছ।

ছিদেম। (জনান্তিকে) শোন মোহন, অবুঝ হ'য়ো না। দাদার বয়েসটা যদিও একটু বেশী হ'য়েছে, কিন্তু ছুঁড়ী থাকবে সুখে—তোমারও টানাটানির সংসার, সময় অসময় সাহায্যও পাবে—চাই কি এ সময়

দু' এক হাজার নিতে চাও, নাও। অনেক করে আমি উপানন্দদার মত করিয়েছি, ছেলেমি ক'রে এ দাঁও ছেড়ো না ব'লছি। শেষে কিন্তু পস্তাতে হ'বে।

মোহন। তুমি বল কি ছিদেমদা, দু' এক হাজার টাকার জন্য বোনটাকে বলি দেব!

ছিদাম। (জনান্তিকে) একি বলি দেওয়া হ'ল।

মোহন। (জনান্তিকে) বলি দেওয়া নয়! আশী বছরের গঙ্গাযাত্রীর সঙ্গে বোনের বে' দেওয়া যদি বলি দেওয়া না হয়, তবে আর বলি দেওয়া তুমি কাকে বল? শোন ছিদেমদা, সংসারে আমার কেউ নেই, শুদ্ধ ঐ বোনটী। আমার অর্থে কি প্রয়োজন। নিজে বে'থা ক'র্‌ব না, বোন্‌টীকে সৎপাত্রস্থা ক'র্‌তে পার্‌লে আমার দিন এক ভাবে কেটে যাবে।

ছিদাম। (জনান্তিকে) আচ্ছা, তুমি একটু ভেবে চিন্তে না হয় কালই উত্তর দিও।

মোহন। এ আর ভাবতে হবে না। শোন ছিদেমদা, হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেব সেও স্বীকার, তবুও না।

প্রস্থানোদ্যত

উপা। (জনান্তিকে) কি হ'ল?

ছিদাম। (জনান্তিকে) বড্ড বেসুরো!

উপা। (জনান্তিকে) পাঁচ হাজার।

ছিদাম। ওহে মোহনলাল—গেলে নাকি? একটা কথা শোন।

মোহন। কি বল?

ছিদাম। তোমাকে একটী একটী ক'রে গুণে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি। কি ভায়া—একেবারে যে দাঁত দুপাটি বের ক'রে হেসে ফেল্লে—এবার রাজী?

মোহন। তোমরা কি পাগল হ'য়েছ ছিদেমদা! আমায় লোভ

দেখাচ্ছ! পাঁচ হাজার ত তুচ্ছ, বাঙ্গালার নবাবী দিলেও মোহনলাল গঙ্গাযাত্রীর সঙ্গে ভগ্নীর বিবাহ দেবে না। না—কখনও না—

প্রস্থান

উপা। শুনলে—শুনলে কথাটা!

ছিদাম। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। ইচ্ছা হ'য়েছিল এক চড়ে খসিয়ে দি' দু'পাটি দাঁত।

উপা। আমায় অপমান! এর শোধ যদি না নেই, তবে আমি বাপের বেটা নই। যাদু ভেবেছ কি? পাঁচশ টাকায় বাস্তু ভিটে পর্য্যন্ত আমার কাছে কট্‌কবলায় আবদ্ধ! গুণ্ডামো ক'রে বেড়ায়, পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা গ্রাহ্যের মধ্যেই এলো না। দেখা যাক্, কত বড় বড়মানুষ!

মোহনলালের পুনঃ প্রবেশ

মোহন। ঠাকুরদা! শিগ্‌গির বাড়ী যাও—গ্রামে বর্গী ঢুকেছে।

ছিদাম। এ্যাঁ! মোহন, তবে দাদা আমাদের একটু এগিয়ে দিয়ে আয়।

মোহন। ভয় কি। মাধুরী একা ঠাকুরবাড়ীতে গেছে, আমি তাকে খুঁজতে যাচ্ছি! তোমরা শিগ্‌গির বাড়ী যাও।

এক দিকে মোহন অপর দিকে অন্য সকলের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

শিব-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ—প্রভাত

পুষ্প-সাজী হাতে মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। এত বেলা হ'ল অথচ ঠাকুরবাড়ীর শঙ্খ ঘণ্টা এখনও শোনা যাচ্ছে না! পূজারী ঠাকুর হয় ত ঘুমিয়ে। একি? ঘোড়ার পায়ের শব্দ! আমাদেরগাঁয়ে কে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াচ্ছে! এ দিকেই যে আস্‌ছে! সর্ব্বনাশ—এ যে একদল সেনা! কোথায় পালাবো? এসে পড়্‌ল যে—ঠাকুরবাড়ী যাবার ত আর সময় নেই। ঐ গাছটার আড়ালে লুকাইগে'। (তথাকরণ)

দুইজন অশ্বারোহী মারাঠা সৈনিকের প্রবেশ

১ম সৈ। এইখানেই দেখেছি।

২য় সৈ। দেখে থাক্‌লে কি কর্পূরের মত মিলিয়ে গেল?

১ম সৈ। তর্ক না ক'রে একবার খুঁজেই দেখ না।

২য় সৈ। তাই ত রে—ঐ যে, গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রেয়সী মিট্‌মিট্‌ ক'রে চাইছে—যাক্‌, সারারাত নবাবী ফৌজের পিছনে ছোটা এতক্ষণে সার্থক হ'ল!

১ম সৈ। আমি কিন্তু প্রথমে দেখেছি।

২য় সৈ। ভাগাভাগী পরে হবে, আগে নিয়ে চল।

দ্বিতীয় সৈনিক এক লম্ফে ভূমিতে অবতরণ করিয়া মাধুরীকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিল। মাধুরী পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল ও চীৎকার করিতে লাগিল

মাধুরী। ওগো কে কোথায় আছ—রক্ষা কর—রক্ষা কর—আমায় ছেড়ে দাও—তোমাদের পায় পড়ি ছেড়ে দাও।

১ম সৈ। জলদি হাঁকাও। (সৈন্যদ্বয় নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল)

বেগে মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। ঐ—ঐ—মাধুরীর কণ্ঠস্বর—ঐ সে কাঁদছে। নিশ্চয় পাপিষ্ঠ বর্গীরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। বীরগ্রামবাসী যে যেখানে আছ শীঘ্র এস, বর্গীরা মাধুরীকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে।

বেগে প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

পল্লী-পথ

পল্লীরমণীগণ

গীত

বর্গী এল দেশে

কি হবে গো, কোথা যাব গো, বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে॥
শুনছি নাকি ঘোড়ায় চ'ড়ে ঝড়ের আগে আসে উড়ে,
তেড়ে গিয়ে নবাব হেরে পালিয়েছে শেষে॥
কাটছে বুড়ো, যুবা, ছেলে,
দেখলে ছুঁড়ী ঘোড়ায় তোলে
জ্বালিয়ে আগুন চালে চালে
লাগিয়ে দিলে দিশে।
কেড়ে গয়না-গাঁটি—ভিটে মাটি
যাচ্ছে দে' চষে॥

প্রস্থান

নবম দৃশ্য

মারাঠা-শিবির

ভাস্কর পণ্ডিত ও তানোজী

ভাস্কর। পাঁচ শত!

তানোজী। হাঁ সর্দ্দার—নবাবের প্রতারণায় গত রাত্রের যুদ্ধে আমরা পাঁচ শত মারাঠা বীরকে হারিয়েছি।

ভাস্কর। শুধু আমারই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য। যদি অবরোধ উন্মোচন না ক'র্‌তেম! কিন্তু এতবড় শাঠ্য যে আমি কল্পনাও ক'র্‌তে পারি নি; বিশেষতঃ এই মির্ খাঁয়ের নিকট! মানব-চরিত্র অধ্যয়নে দক্ষতা সম্বন্ধে আমার বড় অহঙ্কার ছিল—না, মানব-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়!—শোন তানোজী, এই পাঁচ শত বীরের জীবনের কঠিন মূল্য আদায় কর। বৃদ্ধ নবাবকে তার প্রতারণার জন্য কঠোর শাস্তি দাও—এমন আদর্শ শাস্তি দাও, যার কথা স্মরণ ক'রে আর কেউ কোন দিন মারাঠাকে প্রতারণা ক'র্‌তে সাহস না পায়—মারাঠার নামে যেন বাঙ্গালায় একটা বিভীষিকার ছবি জেগে ওঠে। (প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া) হাঁ, এক কথা, শোন তানোজী, কেউ যেন কোন রমণী বা শিশুর অঙ্গে হস্তক্ষেপ না করে। এই আমার কঠোর আদেশ—আর এ আদেশ অমান্য ক'র্‌লে, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। বুঝলে?

তানোজী। যথা আজ্ঞা।

ভাস্করের প্রস্থান

এইবার আমার মনোসাধ পূর্ণ হবে। জগতের বুকে মাত্র জীবিত থাকবে এক জাতি, আর সেই এই বীর মারাঠার জাতি। দুর্ব্বল শক্তিশূন্য বিলাসী বাঙ্গালাবাসীর বাঁচবার কোন অধিকার নেই। কেন তারা এই স্বর্ণভূমি বাঙ্গালায় উর্ব্বরতার সর্ব্বসুখ উপভোগ ক'র্‌বে আর বীর কর্ম্মঠ

মারাঠা জাতি সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে পার্ব্বত্যভূমির কৃপণতায় একমুষ্টি অন্ন পাবে না। আমার বহুদিনের আশা, বাঙ্গালা থেকে অকর্ম্মণ্য শ্রমবিমুখ পশুগুলোকে উচ্ছেদ ক'রে এখানে বীর মারাঠা জাতির প্রতিষ্ঠা ক'র্ব। এইবার বোধহয়, আমার সে আশা পূর্ণ হবে! এই পাঁচ শত বীরের মৃত্যু পণ্ডিতজীর হৃদয়ে শেলসম বেজেছে। তাঁর হৃদয় কুসুমের চেয়ে কোমল, আকাশের চেয়ে উদার, কিন্তু তাঁর ক্রোধ—হত্যার চেয়ে করাল—শয়তানের চেয়ে নিষ্ঠুর—

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। পণ্ডিতজী, কোথায় সর্দ্দার?

তানোজী। কেন, কি প্রয়োজন?

প্রহরী। নবাবের উকিলসাহেব তাঁর দর্শন-প্রার্থী—

তানোজী। কি? নবাবের উকিল! সেই ভণ্ড প্রতারক। নিয়ে এস—দুরাত্মাকে এখানে নিয়ে এস। যাও—সত্বর যাও—

প্রহরীর প্রস্থান

কোন্ অস্ত্রে পাপিষ্ঠকে হত্যা কর্ব? তরবারি—না, বর্ষা—না, কে আছিস—আমার বন্দুক—(জনৈক প্রহরী বন্দুক দিয়া গেল) দুর্ব্বৃত্ত বেশ বুঝেছে যে মারাঠার ক্রোধবহ্নি থেকে তাকে রক্ষা ক'রতে পারে, এমন শক্তি এ দুনিয়ায় নেই—তাই এসেছে প্রাণ ভিক্ষা ক'রতে।

প্রহরীর সহিত মির খাঁর প্রবেশ

এই যে—এই যে ভণ্ড প্রতারক!

মির খাঁ। কেন বৃথা তিরস্কার করছ মারাঠাবীর। মির খাঁ প্রতারক নয়। মির খাঁ যদি প্রতারক হ'ত তবে সে যেচে আজ তোমার নিকট শির দিতে আস্ত না।

তানোজী। আর চাতুরী চলবে না প্রতারক। মারাঠা এবার খুব

সতর্ক হয়েছে। প্রাণ ভিক্ষা দেব না—পাঁচ শত বীরের আত্মা শোণিত পিপাসায় আর্ত্তনাদ ক'র্‌ছে—রক্ত চাই—রক্ত চাই—বাঙ্গালার রক্ত চাই—দাঁড়া—সোজা হ'য়ে দাঁড়া—এখনই তোকে হত্যা ক'রব—প্রাণ ভিক্ষা দেব না—

মির খাঁ। মির খাঁ প্রাণ ভিক্ষা চাইতে আসে নি মারাঠা। মির খাঁ কথা দিয়েছে, তাই শির দিতে এসেছে—মারাঠা গ্রহণ কর।

মির খাঁ বন্দুকের সম্মুখে বুক ফুলাইযা দাঁড়াইলেন। যেমন তানোজী গুলি করিতে যাইবেন ঠিক সেই সময় সম্মুখ হইতে ভাস্কর পণ্ডিতের প্রবেশ

ভাস্কর। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—তানোজী! আসমানেব বুক থেকে একখানা মাণিক ঠিক্‌রে এসে মাটিতে পড়েছে, তাকে তোমার কঠিন পীড়নে চূর্ণ ক'র না। দুনিয়ার বুক থেকে এমন একটা গরীমাময় আদর্শকে চির জীবনের জন্য লোপ ক'র না। মির খাঁ—মির খাঁ! মানব-জাতির উপর আজ আমার একটা দারুণ অশ্রদ্ধা জন্মেছিল—তা' হ'তে তুমি আমায় রক্ষা ক'রেছ। এই প্রতারণার নীচতায় তোমার জাতীয় জীবন দু'শ বছর পেছিয়ে যেত, ধার্ম্মিক মুসলমান! তুমি আজ যেচে শির দিতে এসে তোমার দেশকে রক্ষা করেছ, তোমার জাতিকে রক্ষা করেছ। লক্ষ পাপীর মধ্যে বাস করেও একজন সাধু ব্যক্তি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ আকর্ষণ ক'র্‌তে পারে, একটা পতিত জাতিকে উদ্ধার ক'র্‌তে পারে। বিরাট পুরুষ, ভগবানের করুণায় অভিষিক্ত তোমার ঐ শুভ্র শিরের উপর কুঠার তুলতে চাই না, যাও আদর্শ মানব মুক্ত তুমি।

মির খাঁ। কিন্তু হজরত, এ দেবদুর্ল্লভ মহত্ত্ব দেখিয়ে তুমি যে আমার বুকে একখানা পাষাণ চাপিয়ে দিলে আমার বড় আশঙ্কা হচ্ছে, তুর্কীর সন্ধ্যা বুঝি ঘনিয়ে এসেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উপানন্দের—চণ্ডীমণ্ডপ

উপানন্দ ও উমাতারা

উমা। হ্যাঁ গা, এ সব আবার কি হচ্ছে !

উপা। তুমি যে অন্দর ছেড়ে একেবারে বাইরে চলে এসেছ !

উমা। এখানে ত কেউ নেই, আর থাকলেও আমি এ গাঁয়ের ঠানদিদি, আমি একটু বাইরের ঘরে এলে জাত যাবে না।

উপা। না—না—এ সব স্বাধীনতা আমি পছন্দ করি না, তুমি ভিতরে যাও।

উমা। তা, যাচ্ছি, কিন্তু তুমি এ সব আবার কি কর্‌ছ।

উপা। কি ক'র্‌ছি ?

উমা। মোহনলালকে একঘরে কর্‌বার ষড়যন্ত্র।

উপা। কে বলে—কোন্ শালা বলে ? বলুক ত আমার সামনে এসে দেখি কত বড় তার বুকের পাটা ! ষড়যন্ত্র ক'র্‌তে আমার ভারী দায় পড়েছে কি না, হ্যাঁ ! তার বোনটা যে বর্গীদের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, গাঁয়ে যে ঢি ঢি প'রে গেছে, কেউ ত কাণা নয় যে আমায় চোখে আঙুল দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দিতে হবে। গাঁ শুদ্ধ লোক যে তাকে একঘরে ক'র্‌ছে।

উমা। তাই বুঝি তিনশ' টাকা ঘুষ নিয়ে ছিদাম চক্রবর্ত্তী দৌড়ে গেল।

উপা। কে বলে! কোন শালা বলে!

উমা। আমি আড়াল থেকে সব দেখেছি—সব শুনেছি। দেখ, বুকের মধ্যে ঠাকুর আছেন, একবার বুকে হাত দিয়ে দেখ, তা হ'লে বুঝ্‌বে কি কুকাজ ক'র্‌ছ। বেচারী যে মাধুরীর শোকে অন্নজল ত্যাগ ক'রেছে—পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে, এখন তাকে এইভাবে নির্য্যাতন ক'রলে হয় ত সে আত্মঘাতী হবে। নিজের বয়সের দিকে তাকিয়ে একবার ভাব দেখি অপরাধ তার! পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ খেয়ে কোন ভাই নিজের সহোদরাকে জলে ভাসিয়ে দিতে পারে?

উপা। মুখ সামলে কথা ব'লো বল্‌ছি—নইলে—

উমা। দু'ঘা মারবে এই ত! সে ত আজ কাল আমার অঙ্গের ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পতি নারীর একমাত্র গতি, এই মূলমন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে পিতামাতা তোমার ঘর চিনিয়ে দিয়েছেন, আমায় তুমি মার্‌তে পার কাট্‌তে পার যা খুসি তাই ক'র্‌তে পার, কিন্তু আমার শরীরে যতক্ষণ প্রাণ আছে, আমি তোমায় কোন পাপের কাজ ক'র্‌তে দেব না।

উপা। এ ত ভাল আপদ দেখ্‌ছি, তুমি যাবে না বাড়ীর ভেতরে?

উমা। তোমার পায়ে পড়ি, মোহনলালের সর্ব্বনাশ ক'র না। তোমার মুখেই ত শুনেছি যে তোমার শ্রীবৃদ্ধির একমাত্র কারণ ঐ মোহনলালের পিতা! একটা ধর্ম্ম ত আছে! তোমার বিয়ে ক'র্‌তে সাধ হয়ে থাকে, আমি নিজে কনে ঠিক ক'রে, তোমার বিয়ে দেব। ধর্ম্মের দিকে চেয়ে এখনও শান্ত হও, মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না।

উপা। তোমার মোহনলালের শ্রাদ্ধ না ক'রে আমি জলগ্রহণ ক'র্‌ব না। বলি যাবি কি না এখান থেকে—বেরো—বেরো—কি, তবু দাঁড়িয়ে রইলি যে—বেরো—বেরো—

উমাকে গলা ধাক্কা দিতে লাগিল

বেগে ছিদামের প্রবেশ

ছিদাম। দাদা—দাদা—সব ঠিক! একি—ক'রছ কি! তুমি কি ক্ষেপে গেলে!

উপা। দেখছ না, মোহনলালের ওকালতনামা নিয়ে, আমায় এসেছে ধর্ম্মোপদেশ দিতে—একশ এক বার বাড়ীর ভেতর যেতে বল্‌ছি—তা কিছুতেই যাবে না। কি, এখন যাবি—না, আরও ঘা কতক দেব—

ছিদাম। বৌঠাক্‌রুণ—গ্রামের বিশিষ্ট সব লোক এখনই এসে প'ড়বেন। লক্ষ্মীটী আমার ভিতরে যাও।

উমা। (স্বগত) ঠাকুর—ঠাকুর—মুখ তুলে চাও, আমার স্বামীকে রক্ষা কর।

কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান

ছিদাম। হয়েছিল কি?

উপা। আর ভাই বল কেন। জ্বালিয়ে মার্‌লে—জ্বালিয়ে মার্‌লে! সাধে কি এই প্রবীণ বয়সে বে' ক'র্‌তে চাই! এক মুহূর্ত্ত শান্তি নেই। (লম্বা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন) তারপর ওদিকে কতদূর?

ছিদাম। সব ঠিক—ঐ দেখ, ঐ সব আসছে! (স্বগত) সবাইকে ফাঁকি দিয়েছি, কেবল ঐ উপাধ্যায় ব্যাটা দশটা টাকা না নিয়ে ছাড়ল না। যাক্, তবু দু'শ নব্বই—তিন বছর পায়ের উপর পা দিয়ে কাটিয়ে দেব।

শান্তিরাম, তর্কচঞ্চু, উপাধ্যায়, স্মৃতিরত্ন প্রভৃতির প্রবেশ

উপা। এই যে, আসুন—আসুন—আসন গ্রহণ করুন।

সকলের উপবেশন

উপাধ্যায়। তারপর উপানন্দ, কি ব্যপদেশে আমরা সমবেত হয়েছি।

ছিদাম। উপাধ্যায়দা! তোমাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ত ভাঙ্গবে না—এদিকে সমাজ ধর্ম্মো যে সব যেতে ব'সেছে।

উপাধ্যায়। সমাজ ধর্ম্ম যেতে ব'সেছে! আমরা জীবিত থাকতে বল কি ছিদাম! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

ছিদাম। কেন, তোমরা কি শোন নি যে মোহনলালের ভগ্নী গৃহ ত্যাগ করেছে!

শান্তি। মিথ্যা কথা—তাকে বর্গীরা অপহরণ করেছে।

ছিদাম। কে রে তুই ছোঁড়া আমার কথার উপর কথা বলিস—এত বড় মাথা—

শান্তি। চক্রবর্ত্তীমশায়! স্থির হ'ন। এটা বিচার সভা। এখানে আমরা আপনার প্রলাপ শুন্‌তে আসি নি।

ছিদাম। শুনলে শুনলে সব—শুনলে উপাধ্যায়দা—কলি—সাক্ষাৎ কলি। এঁচোড়ে পাকা ছোঁড়ার বাপের বে' দিলুম সেদিন, আর ও কিনা আমায় বল্‌ছে পেরলেপ! নির্ব্বংশ হবি—গোর-গোষ্টি নিপাত যাবি যদি আমি বামুনের—

তর্কচঞ্চু। আহা হা লাও লাও ছিদাম, স্থিরোভব!

ছিদাম। কেমন ক'রে স্থিরোভব হ'ব মশাই! বিবেচনা করুন মশাই, গাঁয়ে এত মেয়ে থাকতে বর্গীরা বেছে বেছে ঐ মাধুরীকেই অপহরণ ক'রলে।

স্মৃতিরত্ন। বিচারের বিষয় বটে!

তর্কচঞ্চু। ওহে স্মৃতিরত্ন, এক টিপ লস্য দাও ত হে।

ছিদাম। তার উপর আরও বিবেচনা ক'রতে হবে যে, মোহনলাল বয়স্থা ভগ্নির বিবাহে কেন এত বিলম্ব ক'রছে।

শান্তি। বিলম্বের কারণ—সৎপাত্রের অভাব! জলে ভাসিয়ে দেবার জিনিস নয়।

উপাধ্যায়। যাই হ'ক মাধুরী যে গৃহত্যাগিনী, এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাস্তি।

তর্কচঞ্চু। নাস্তি কেন উপাধ্যায়? গৃহত্যাগিনী অর্থে গৃহত্যাগে অভিলাষিনী—অপহরণে অনিচ্ছা প্রকাশ পায়।

উপাধ্যায়। গৃহত্যাগ স্বীকার্য্য।

তর্কচঞ্চু। নিশ্চয় না।

উপাধ্যায়। নিশ্চয়!

স্মৃতিরত্ন। ওহে বৃথা তর্কে প্রয়োজন কি, স্মৃতিতে স্পষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে—

তর্কচঞ্চু। আরে নাও নাও—রেখে দাও তোমার স্মৃতি!

উপা। (জনান্তিকে) ও ছিদাম, একি?

ছিদাম। (জনান্তিকে) ও উপাধ্যায়দা, একি!

উপাধ্যায়। (জনান্তিকে) ওহে ছিদাম, মুদ্রা বে'র কর, তর্কচঞ্চু ও স্মৃতিরত্নের ব্যবস্থা কর।

ছিদাম। (স্বগত) হায় হায় আরও চায় যে। আমার বুকের রক্ত চুষে খেল। (জনান্তিকে) কত?

উপাধ্যায়। দশ দশ কুড়ি।

ছিদাম। (স্বগত) এ্যাঁ! আরও কুড়ি, তবে আর আমার রইল কি! (জনান্তিকে) বড় বেশী হয় যে—

উপাধ্যায়। (জনান্তিকে) কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনায় অধিক নয়। সত্বর ব্যবস্থা কর, নইলে সব পণ্ড হবে।

ছিদাম। (জনান্তিকে) এই নিন্, যা' হয় করুন।

স্মৃতিরত্ন। পরিস্কার স্মৃতিতে উক্ত হ'য়েছে, গৃহত্যাগিনী যোষিতা—

উপাধ্যায়। ওহে স্মৃতিরত্ন—ওহে তর্কচঞ্চু, এদিকে এস ত। গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা একটু অন্তরালে গিয়ে করাই কর্ত্তব্য।

স্মৃতিরত্ন। উত্তম।

তর্কচঞ্চু। ওহে স্মৃতিরত্ন এক টিপ নস্য দাও ত হে—

স্মৃতিরত্ন, উপাধ্যায় ও তর্কচঞ্চুর অন্তরালে প্রস্থান

শান্তিরাম। টাকা ঝন্‌ঝনানির শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে! আর কি? এইবার স্মৃতির চরম ব্যাখ্যা হবে।

উপাধ্যায়, স্মৃতিরত্ন ও তর্কচঞ্চুর পুনঃ প্রবেশ

তর্ক। স্মৃতিরত্নের ঐ গৃহত্যাগিলা যোষিতা বাক্যটি বড়ই সারগর্ভ। এর বিরুদ্ধে বলবার আর কিছুই নেই।

উপাধ্যায়। তা' হ'লে আপনারা একমত—মোহনলালকে সমাজে পতিত বলা যায়।

স্মৃতি। স্মৃতির ব্যবস্থায় তাই ব'ল্‌তে হবে বই কি।

তর্ক। এ বিষয়ে আর তর্ক করা চলে না।

উপাধ্যায়। তবে ছিদাম, আমরা সকলে একমত হ'য়েছি—আজ হ'তে মোহনলাল পতিত।

উপা। (স্বগত) দুর্গা—দুর্গা।

শান্তি। পণ্ডিতমশাইরা! সমাজের কর্ণধার আপনারা। আপনাদের মুখের একটী কথায় আপনারা একজনকে সমাজে তুলতে পারেন, নামাতে পারেন, এত অধিকার, এত ক্ষমতা সমাজ আপনাদের দিয়েছে। এক নিরীহ অবলার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ ক'রে, ব্যক্তি বিশেষের বাধ্য হ'য়ে তার বিদ্বেষের পোষকতা ক'রে নিরপরাধ মোহনলালকে সমাজচ্যুত ক'রবেন! এই কি আপনাদের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার!

উপাধ্যায়। তুমি কে হে যুবক?

তর্কচঞ্চু। উল্‌বাদ!

শান্তি। তর্কচঞ্চুমশাই, উল্‌বাদ আমি নই, উন্মাদ হয়েছেন আপনারা

—কয়েকখণ্ড মুদ্রার প্রলোভনে। মোহনলালকে অপদস্থ করতে চান, করুন। কিন্তু আমি বলে রাখছি, বর্গী যখন একবার এ দেশে এসেছে, তখন কেউ বাদ যাবেন না—স্ত্রী কন্যা সবারই আছে, বর্গীর শ্যেন দৃষ্টি থেকে কেউ উদ্ধার পাবেন না। আশা করি, তখন 'গৃহত্যাগিনা যোষিতা'র অন্য ব্যাখ্যা হবে না।

ছিদাম। এ বিচার সভায় এঁচোড়ে পাকা ছোঁড়া কেন এসেছে!

শান্তি। বৃদ্ধেরা বাহাত্তুরে হ'য়েছে তাই ছোঁড়াদের আস্‌তে হ'য়েছে।

স্মৃতিরত্ন। সাবধান যুবক! এরূপ অপমানসূচক বাক্য আমরা কখনও সহ্য ক'রব না।

শান্তি। মোল্লার দৌড় ত মসজিদ পর্য্যন্ত। আমায় একঘরে ক'র্‌বেন ক্ষমতা ত এইটুকু! আমার ঘরের মধ্যে এক বুড়ো মা—আমি ও স্মৃতি-ফ্‌তির তোয়াক্কা রাখি না। মা ম'র্‌লে দাহ ক'র্‌তে কেউ না আসে, ভগবান যে শক্তি দিয়েছেন, তাতে আমি একাই মায়ের হাড় ক'খানা শ্মশানে নিয়ে যেতে পার্‌ব।

উপাধ্যায়। যাও—যাও—এখান থেকে চলে যাও।

শান্তি। তা যাচ্ছি। ঠাকুরদা আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াবে না এ আমি বেশ জানি, যে সেই লোভে এখানে ব'সে থাকব। থাকুন আপনারা, তবে যাবার সময় বলে যাই, ও টিকিই নাড়ুন, আর স্মৃতিই আওড়ান, যদি ইজ্জত রাখতে চান, তবে মোহনলালকে অপমানিত ক'রে তাড়াবেন না। সে যদি গ্রাম পরিত্যাগ ক'রে চলে যায় তবে এবার যে দিন বর্গী আস্‌বে, সে দিন কার' অন্তঃপুর পবিত্র থাক্‌বে না!

প্রস্থান

ছিদাম। শুনলে ছোঁড়ার কথাগুলো।

উপাধ্যায়। কার ছেলে হে?

তর্ক। আরে লাও লাও, অমৃতং অমৃতং—

স্মৃতি। বাল'ভাষিতং।

তর্ক। ঠিক—ঠিক—তবে ওঠ হে। বেলাও হয়েছে তা হ'লে আসি উপানন্দ।

উপাধ্যায়। উপানন্দ একটী আদর্শ মানুষ।

উপা। আজ্ঞে পায়ে রাখবেন।

ছিদাম ও উপানন্দ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

উপা। ছিদেম! যা ক'রেছিস ভাই, তোর এ ঋণ জীবনে শোধ ক'রতে পারব না।

ছিদাম। কি বল দাদা! তোমার খেয়েই ত আছি! (স্বগত) ওঃ আঁটকুড়ির ব্যাটারা ৩০৲ টা টাকায় ভাগ বসাল, নইলে পুরোপুরি ৩০০৲ টাকাই থাকৃত!

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাটোয়ার সন্নিকট—মারাঠা শিবির

শিবিরের একাংশ

ভাস্কর পণ্ডিত ও তানোজীর প্রবেশ

তানোজী। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলেম যে নবাব সসৈন্যে রাজধানী পৌঁছেচেন।

ভাস্কর। তাতে আমি বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নই তানোজী। নবাব সন্ধি রক্ষা ক'র্লে আমাকে শুদ্ধ এক কোটী মুদ্রা নিয়ে দেশে ফির্তে হ'ত, কিন্তু এখন আমরা কঙ্কণে ফির্ব বাঙ্গালা জয়ের গৌরব নিয়ে! ভাব দেখি একবার তানোজী, যখন এই বাঙ্গালার মসনদ উপঢৌকন

নিয়ে আমরা মহান্ পেশোয়ারের সম্মুখীন হব, তখন তাঁর বদনমণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে কেমন উজ্জ্বল—কেমন প্রদীপ্ত হবে।

তানোজী। বাঙ্গালা জয় কি সহজসাধ্য হবে পণ্ডিতজী?

ভাস্কর। নিশ্চয়। চেয়ে দেখ একবার বাঙ্গালার মানচিত্রের দিকে, সুদূর গণ্ডগ্রাম থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অরক্ষিত—আমার মাউলি সৈন্যের গতিরোধ করবার মত একটী দুর্গও নেই। যে দিকে দৃষ্টি যাবে, দেখবে শুধু শ্যামল শস্যক্ষেত্র। যে মুহূর্ত্তে আমরা মুর্শিদা-বাদের সিংহদ্বার ঐ কাটোয়ার দুর্গ অধিকার ক'রব, সেই মুহূর্ত্তে তুমি নিশ্চিন্ত যেন তানোজী, এই বাঙ্গালার মস্নদ—

বেগে গৌরীর প্রবেশ

গৌরী। (উত্তেজিত স্বরে) বাবা—বাবা—

ভাস্কর। কে? গৌরী? কি মা!

গৌরী। বাবা, আমায় এখনই কঙ্কণে পাঠিয়ে দাও।

ভাস্কর। কেন মা?

গৌরী। আমি আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাক্‌তে পার্‌ব না।

ভাস্কর। কেন মা, কি হ'য়েছে?

গৌরী। রমণীর মর্ম্মপীড়া যেখানে পদাহত, রমণীর ধর্ম্ম যেখানে লুণ্ঠিত, রমণীর অশ্রুজল যেখানে উপেক্ষিত, সেখানে রমণী হ'য়ে আমি কেমন ক'রে থাকব। জান বাবা, সতীর এক ফোঁটা অশ্রুজল পড়্‌লে সে দেশ প্রলয়ের অনলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। বাবা—বাবা! তোমায় যে আমি দেবতার অধিক ভক্তি করি বাবা—(কাঁদিয়া ফেলিল)

ভাস্কর। কি হ'য়েছে মা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

গৌরী। তোমার সৈন্যেরা এক রমণীর উপর অত্যাচার ক'র্‌ছে।

ভাস্কর। এ্যাঁ, আমার সৈন্যেরা রমণীর উপর অত্যাচার ক'র্‌ছে অসম্ভব—অসম্ভব!

গৌরী। আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, তারা রমণীকে পীড়ন ক'র্‌ছে, আর সে হতভাগিনী কাতরে বিশ্বনাথকে ডেকে তোমায কঠোর অভিশাপ দিচ্ছে।

ভাস্কর। কোথায় ?

গৌরী। শিবিরের দক্ষিণ অংশে !

ভাস্কর। তানোজী—

তানোজী। আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না পণ্ডিতজী।

গৌরী। বাবা, যদি সে হতভাগিনীকে রক্ষা ক'র্‌তে চাও, তবে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব ক'র না—সত্বর এস—এস বাবা—

ভাস্করকে টানিয়া বেগে গৌরীর প্রস্থান

তানোজী তাহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইল

পট পরিবর্ত্তন—শিবিরের অপরাংশ

মাধুরী ও মারাঠা সৈনিকদ্বয়

১ম সৈ। আমি প্রথম দেখেছি।

২য় সৈ। আমি ঘোড়ায় তুলেছি।

১ম সৈ। শোন ভাই, এই সামান্য বিষয় নিয়ে বন্ধুবিচ্ছেদ হওয়া কি ভাল ?

২য় সৈ। ঠিক বলেছ, আমার এ পাকা আমটির উপর আর নজর দিও না।

১ম সৈ। না, এ ভাবে মীমাংসা হবে না। শোন ভাই, এক কাজ কর।

২য সৈ। কি—কি ?

১ম সৈ। সুন্দরী যাকে পছন্দ করে, সে-ই সুন্দরীকে পাবে। কেমন রাজী ?

২য় সৈ। বেশ, বেশ, খুব রাজী। বল সুন্দরী, আমাদের মধ্যে তুমি কাকে চাও? বল, বল—

মাধুরী। (স্বগত) কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য উপায় নেই। (প্রকাশ্যে) আমার চিরদিন ইচ্ছা যে, আমি শ্রেষ্ঠ বীরকে মাল্যদান ক'র্‌ব।

১ম সৈ। চমৎকার প্রস্তাব!

২য় সৈ। অতি সুবুদ্ধি!

১ম সৈ। তবে ভাই বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বৃথা আর কেন কালক্ষয় ক'র্‌ছ অন্যত্র চেষ্টা দেখ গে। এস সুন্দরী—

২য় সৈ। কেন আমিই যখন শ্রেষ্ঠ বীর, তখন এ সুন্দরী আমার।

১ম সৈ। মুখে অনেকেই বড়াই ক'রে থাকে, কিন্তু আমার তলোয়ারের সাম্‌নে সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার সাহস এ জগতে ক'জনের আছে?

২য় সৈ। তলোয়ার কোষবদ্ধ রেখে আস্ফালন করাটা খুব সহজ বটে।

মাধুরী। (স্বগত) ঠাকুর—ঠাকুর! মুখ তুলে চাও—রক্ষা কর।

১ম ও ২য় সৈনিক যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১ম সৈনিক ২য় সৈনিকের নাসিকা ও ২য় সৈনিক ১ম সৈনিকের একখানি ঠোঁট ছেদন করিল

১ম সৈ। ওরে বাপ্‌রে—গেছি রে।

২য় সৈ। আমার নাক গেছে।

১ম সৈ। আমার ঠোঁট গেছে।

২য় সৈ। হায় হায় হায়—আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে, আমি প্রিয়ার গায়ের খোস্‌বো শুঁক্‌বো কি ক'রে—হোঃ—হোঃ—(ক্রন্দন)

১ম সৈ। আমি পিয়ারীর মুখচুম্বন ক'র্‌ব কেমন ক'রে—হেঃ—হেঃ —হেঃ—(ক্রন্দন)

২য় সৈ। নিজেরা বিরোধ ক'রে আমাদের এই সর্ব্বনাশ হ'ল, আমরা কি বোকা!

১ম সৈ। ও হো হো আমরা কি বোকা! হায়—হায়—হায়—কথা যে বেরিয়ে যায়!

২য় সৈ। আয় ভাই, মিলে মিশে আমোদ আহ্লাদ করি। এস সুন্দরী!

মাধুরীর হাত ধরিয়া ফেলিল

মাধুরী। ছেড়ে দাও—তোমাদের পায়ে পড়ি। আমার সর্ব্বনাশ ক'র না—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—ঠাকুর—ঠাকুর! রক্ষা কর—মুখ তুলে চাও—

নেপথ্যে গৌরী। বাবা, ঐ শুনুন—ঐ শুনুন—হতভাগিনীর কাতর ক্রন্দন!

বেগে ভাস্কর পণ্ডিত, গৌরী ও তানোজীর প্রবেশ

ভাস্কর। নরাধম—

২য় সৈ। (মাধুরীর হস্তত্যাগ করিয়া স্বগত) এ্যাঁ, পণ্ডিতজী! সর্ব্বনাশ!

১ম সৈ। (স্বগত) আর রক্ষা নেই।

ভাস্কর। একি অবস্থা এদের!

তানোজী। বোধ হয়, এই রমণীর জন্য নিজেরা দ্বন্দ্ব ক'রেছে।

ভাস্কর। তানোজী, এই পশুগুলোকে আমার আদেশ জানিয়েছিলে যে কোন রমণীর বা শিশুর অঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'রলে তার শাস্তি মৃত্যু।

তানোজী। হাঁ পণ্ডিতজী—

ভাস্কর। উত্তম। এদের শ্রেণীবদ্ধ ক'রে দাঁড়া করাও, আমি স্বহস্তে এই দুর্ব্বৃত্তদের বধ ক'র্‌ব। ভাস্কর পণ্ডিতের আদেশ উন্মাদের প্রলাপ নয়।

তানোজী। সৈন্যগণ, দাঁড়াও—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও—

সৈন্যদ্বয়। ক্ষমা—প্রাণভিক্ষা—

ভাস্কর। দাঁড়া—সোজা হ'য়ে দাঁড়া—ভাস্কর পণ্ডিতের আদেশ লঙ্ঘন ছেলেখেলা নয়—

পিস্তল উদ্যত করিলেন—সৈনিকগণ কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল

গৌরী। বাবা, হতভাগ্যেরা সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারছে না—ঐ দেখুন কাঁপছে—বিশ্বনাথ এদের দণ্ড দিয়েছেন বাবা!

ভাস্কর। তা' হয় না গৌরী।

গৌরী। হত্যা ক'র্‌লে ত প্রায়শ্চিত্তের অবকাশ পাবে না, অনুতাপের সময় হবে না। পাপের উচ্ছেদ পাপীর হত্যায় হবে না বাবা, সংশোধনে হবে! এদের মার্জ্জনা করুন, জীবন ভিক্ষা দিন! নীরব রইলেন? বাবা, আমি নতজানু হ'য়ে করযোড়ে এই হতভাগ্যদের জীবন ভিক্ষা চাইছি। বাবা—

ভাস্কর। গৌরী! ওঠ মা, তোমার কাতরতায় ভাস্কর পণ্ডিত তার আদেশ অমান্যকারীকে জীবনে আজ প্রথম মার্জ্জনা ক'র্‌ল। যা—দুর্ব্বৃত্তগণ এই মুহূর্ত্তে আমার শিবির হ'তে দূর হ'—

সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান

গৌরী। আমায় তুমি এত ভালবাস বাবা, আজ দু' দু'টো প্রাণ আমায় ভিক্ষা দিলে। এমন বাবা যার নেই, তার মত দুঃখী এ জগতে আর কেউ নেই।

ভাস্কর। আর এমন মা-ও যার নেই, তার মত দুঃখীও এ জগতে কেউ নেই।

গৌরী। আমি ত তোমায় কিছু দিই নি বাবা।

ভাস্কর। দাও নি। তুমি আমায় আজ যা দিয়েছ মা, তা কেউ কাউকে দিতে পারে না! আজ যদি আমার সেনাবাসে আমার সৈন্যদের দ্বারা এই বালিকার উপর কোনরূপ অত্যাচার সংঘটিত হ'ত, তবে

বিশ্বনাথের কোপানলে মুহূর্ত্তে আমার ইহকাল পরকাল পুড়ে ছাই হ'য়ে যেত। তুমি আমার ইহকাল পরকাল রক্ষা করেছ মা!

গৌরী। (মাধুরীকে উদ্দেশ করিয়া) ভগ্নি! তুমি আমার বাবাকে রক্ষা কর। তাঁর কোন অপরাধ নেই। তাঁকে অভিশাপ দিও না!

মাধুরী। অভিশাপ দেব কি বোন। তিনি আজ আমার ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছেন। ঠাকুরের কাছে কায়মন-প্রাণে প্রার্থনা করি, তাঁর যশঃসৌরভে পৃথিবী আমোদিত হ'ক।

ভাস্কর। তোমার কি হবে মা? তোমার বাড়ী কোথায়?

মাধুরী। বীরগ্রাম।

ভাস্কর। তোমার কে আছেন?

মাধুরী। দাদা।

গৌরী। তোমার বাবা নেই?

মাধুরী। না বোন, আমার বাবা নেই। তবে আজ এক বাবা পেয়েছি। বাবা, আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দিন।

গৌরী। তুমি আমার বাবাকে বাবা বল্‌লে, তবে তুমি সত্যি আমার বোন! তবে কেন ভাই তুমি বাড়ী যেতে চাইছ? বাবার কাছে থাক না কেন? দু'জনে আমরা বাবার সেবা ক'র্‌ব, মালা গেঁথে বিশ্বনাথের পূজা ক'র্‌ব, আর্ত্তের শুশ্রূষা ক'র্‌ব।

মাধুরী। বাড়ীতে দাদা আমার জন্য বড়ই কাঁদ্‌ছে। আমার দাদার যে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

গৌরী। বাবা, তবে তুমি দিদিকে বাড়ী রেখে এস।

মাধুরী। বাবা!

ভাস্কর। (স্বগত) বিশ্বনাথ! এ আবার কি লীলা তোমার প্রভু! অজ্ঞাতকুলশীলা বালিকার এ পিতৃসম্বোধন কেন আমার শরীর কণ্টকিত ক'র্‌ছে।

গৌরী। বাবা! কি ভাবছ তুমি, দিদিকে রেখে এস।

ভাস্কর। আমাকেই যেতে হবে?

গৌরী। তা' নয় ত কি! কার সঙ্গে আবার দিদিকে পাঠাবে?

ভাস্কর। (স্বগত) বালিকাব এ দুর্দ্দশার জন্য আমি দায়ী। এই বালিকাকে এর গৃহে পৌঁছে দেওয়া—এর স্বজনের মধ্যে একে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা, আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—আমার যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত। (প্রকাশ্যে) উত্তম, চল মা। তানোজী, আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এইখানেই শিবির রাখ্‌বে।

ভাস্কর, গৌরী ও মাধুরীর প্রস্থান

তানোজী। পণ্ডিতজী একাকী গেলেন! শত্রুরাজ্যে পদে পদে বিঘ্ন হবার সম্ভাবনা, একথা একবারও চিন্তা ক'র্‌লেন না! আমি ত নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না, পঞ্চাশজন অনুচর নিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে আমি পণ্ডিতজীর অনুবর্ত্তী হব।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মোহনলালের গৃহ-প্রাঙ্গণ

মোহনলাল দণ্ডায়মান

মোহন। যা' কিছু ছিল তার, সব পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দিয়েছি। ঐ শেষ অগ্নিশিখার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত চিহ্ন এ জগৎ থেকে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হবে। স্থির জানি, মাতৃবক্ষে নিদ্রিত স্তন্যপায়ী শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক সে, তবু তাকে আমায় ভুল্‌তে হবে। তার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নেই। যদি সে জীবিত থাকে, তার সঙ্গে কখনও আমার দেখা হয়, শিশিরসিক্ত শেফালির মত পবিত্র হলেও আর তাকে

আমার ভগ্নী ব'লে সম্বোধন ক'র্‌বার অধিকার নেই। তাকে আদর ক'র্‌বার—তার চোখের এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু মুছিয়ে দেবার আর আমার অধিকার নেই। কঠোর দেশাচার, নির্ম্মম সামাজিক বিধান আজ পর্ব্বতের মত মাঝে দাঁড়িয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে বজ্রস্বরে বল্‌ছে যে, 'ভুলে যাও, তাকে ভুলে যাও, সে তোমার কেউ নয়।' ভুলে যাব, তাকে ভুলে যাব! কেমন ক'রে ভুলব! এক বৃন্তে দু'টি কুসুমের মত এক মাতৃগর্ভে জন্মেছি, একই মায়ের স্নেহসিক্ত নয়নের তলে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হ'য়েছি; তার ব্যথিত মাতৃহীন ক্ষুদ্র জীবনকে সুখী ক'র্‌তে তার শত স্নেহের অত্যাচার নীরবে হাসিমুখে সহ্য করেছি—কেমন ক'রে তাকে ভুল্‌ব! মাধুরী—মাধুরী—ছোট বোনটী আমার! আয়—ফিরে আয়—ফিরে আয়—বিশ্বসংসার যদি তোকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয়, তোর দাদা তোকে তেমনি ভালবাসবে—তেমনি আদর ক'র্‌বে। আয়—আয় মাধুরী, ফিরে আয়—ফিরে আয়!—কাঁদছি কেন? কেঁদে কি তাকে ফিরে পাব। পাই নি ত! কেঁদেছি, তিন তিন দিন দিবারাত্র কেঁদেছি, অশ্রু জলের দরিয়া হ'য়ে গেছে—কই তাকে পাই নি ত! তাকে খুঁজ্‌ব—সৃষ্টির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তার সন্ধান ক'র্‌ব। কোথায় লুকিয়ে রাথ্‌বে তাকে! এখনই যাব, সে কাঁদছে—বড় কাঁদছে—আমায় না দেখে আকুল হ'য়ে কাঁদছে। মাধুরী, মাধুরী—ভয় নেই—আমি যাচ্ছি।

বেগে প্রস্থানোদ্যত ও শান্তিরামের সম্মুখ হইতে প্রবেশ

শান্তি। কোথায় যাচ্ছ মোহনদা?

মোহন। মাধুরীর খোঁজে।

শান্তি। কোথায় খুঁজ্‌বে?

মোহন। জানি না, পথ ছাড়—সে বড় কাঁদছে।

শান্তি। কাঁদছে!

মোহন। হাঁ কাঁদছে, ঐ শোন—চীৎকার ক'রে 'দাদা—দাদা' বলে কাঁদছে। আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না, পথ ছাড়—পথ ছাড়—

শান্তি। তুমি কি পাগল হ'লে মোহনদা ?

মোহন। পাগল কি আমি এখনও হই নি! মাধুরীকে দস্যুতে অপহরণ ক'রেছে আর আমি এখনও পাগল হই নি! হৃদয়, এই তোর স্নেহ! চূর্ণ হ'য়ে যা—এখনই চূর্ণ হ'য়ে যা—

শান্তি। প্রকৃতিস্থ হও—প্রকৃতিস্থ হও মোহনদা—

মোহন। প্রকৃতিস্থ হব! এই হ'চ্ছি—

বেগে প্রস্থান

শান্তি। মোহনদা, মোহনদা—চলে গেল। শোকে একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে। একে আবার একঘরে করে। এই ত, এক মুহূর্ত্তে সংসার ত্যাগ ক'রে গেল! বীরগ্রাম আজ শ্মশান! মোহনদার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আনন্দ—সমস্ত উৎসব চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হ'ল।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ দরবারমণ্ডপ

মস্‌নদে আলিবর্দ্দি। মীরজাফর, মুস্তাফা, জানকীরাম ও অন্যান্য আমির ওমরাহ সভাসদ্‌গণ যথাযোগ্য আসনে আসীন

আলি। আবার মুর্শিদকুলীর জামাতা দুর্দ্দান্ত বাখর খাঁ বিদ্রোহের রক্তধ্বজা উত্তোলন ক'রেছে—মহানদীর উভয় তীর প্রকম্পিত ক'রে ভীমনাদে রণভেরী বাজিয়েছে—আমাদের প্রতিনিধি মাসুম খাঁকে বন্দী ক'রেছে। মারাঠার অত্যাচারে বাঙ্গলা শশব্যস্ত—রাজশক্তি জর্জ্জরিত। এবার বুঝি বাখর খাঁর এ বিদ্রোহ নিষ্ফল হবে না!

মুস্তাফা। গোলামের গোস্তাকি মাপ হয় মেহেরবান! জাঁহাপনার

আদেশ হ'লে এই মুহূর্ত্তে আমি সে মূষিক বাথর খাঁকে ধ্বংস ক'র্‌ব! সাধ্য কি তার, যে একজন আফগানও জীবিত থাক্‌তে সে বাঙ্গালার রাজশক্তিকে নমিত ক'রবে।

আলি। তা' সত্য মুস্তাফা; বাঙ্গালার মস্‌নদ এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত যে, একে চূর্ণ করা বাথর খাঁর ন্যায় মেষশাবকের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সেনাপতি, আজ এক মহাশঙ্কট উপস্থিত। মারাঠার যুদ্ধে শ্রান্ত আমরা, একদিনও তরবারি কোষবদ্ধ ক'র্‌তে পারি নি, উষ্ণীষ নামাতে পারি নি। মারাঠার শোষণে, মারাঠার লুণ্ঠনে, রাজ্যময় একটা মহা আতঙ্কের ছবি ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাথর খাঁ এই সুযোগের আশ্রয় নিয়েছে। আজ এক দিকে মারাঠাদস্যু আমাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস ক'র্‌তে রাক্ষসের মত বিরাট বদন ব্যাদান ক'রে ধেয়ে আস্‌ছে, অন্য দিকে শোণিত পিপাসী পিশাচের ন্যায় বিদ্রোহী বাথর খাঁ শাণিত কৃপাণ ধরে আমাদের পিছনে ছুটছে। কোন্ দিকে রক্ষা ক'র্‌বে মুস্তাফা!

মিরজাফর। এরূপ শঙ্কট সময়ে জাঁহাপনা, শক্তি বিভাগ ক'রে দুই শত্রুকেই প্রতিহত ক'র্‌বার প্রয়াস পাওয়াই রাজনীতি!

আলি। তা সত্য। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত শক্তি নিয়ে কার সম্মুখীন হবে মীরজাফর? কোন আততায়ীকেই ত তুচ্ছজ্ঞান ক'র্‌তে পারি না। মারাঠাকে প্রতিহত ক'র্‌তে আমাদের সমস্ত শক্তি আমরা নিয়োজিত ক'রেছি, কিন্তু কি ফল পেয়েছি! অবাধে তারা নিরীহ প্রজাপুঞ্জের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রেছে—গ্রামের পর গ্রাম অত্যাচারের করাল ভ্রূকুটীতে জনমানবশূন্য ক'র্‌ছে—অশ্বপদক্ষুরে শ্যামল শস্যক্ষেত্র সমভাবে মথিত হ'চ্ছে—কই, আমরা ত কোন দিকে তাদের গতিরোধ ক'র্‌তে পারি নি।

মুস্তাফা। ক্ষমা ক'র্‌বেন জাঁহাপনা, তার অন্য কারণ আছে। মারাঠাবাহিনী কখনও কি আমাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছে? তারা এসেছে এই বাঙ্গালায় শুধু অর্থ সংগ্রহের জন্য, তাই দলবদ্ধ হ'য়ে

শুধু ইতস্ততঃ লুণ্ঠন ক'রে বেড়াচ্ছে। একদল হয় ত যুদ্ধ ক'র্‌ছে, আমাদের নিযুক্ত রাখ্‌ছে, সেই অবসরে অন্য দল নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ ছারখার ক'র্‌ছে। যদি মারাঠারা একদিনও সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হ'তো, তবে দেখতেন জাঁহাপনা, এই মুস্তাফা খাঁ তার মুষ্টিমেয় আফগান সৈন্যের সাহায্যে মুহূর্ত্তে তাদের দ'লে পিষে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিত; কিন্তু কি ক'র্‌ব জাঁহাপনা, এই মুস্তাফা খাঁ সিংহশিকারে অভ্যস্ত—শৃগালের পশ্চাদ্ধাবন করা ত সে শিক্ষা করে নি।

মিরজাফর। আমার মনে হয় জাঁহাপনা, যে প্রকৃতিপুঞ্জ দলবদ্ধ হ'য়ে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে এই লুণ্ঠন নিবারণ ক'র্‌তে যতটা সক্ষম হবে, একটা বিরাট বাহিনী তার শতাংশের একাংশও হবে কি না সন্দেহ।

আলি। উত্তম, তাই যদি মনে কর তবে প্রকৃতিপুঞ্জকে অস্ত্র ব্যবহারের অবাধ অধিকার দেও। যথাসাধ্য শক্তি সংগ্রহ ক'রে তারা তাদের ধন মান প্রাণ রক্ষা করুক্।

জানকী। বান্দার গোস্তাকি মাপ হয় জনাব—

আলি। তুমি কি আমার আদেশের প্রতিবাদ ক'র্‌তে চাও জানকীরাম?

জানকী। জাঁহাপনার আদেশের প্রতিবাদ ক'রবার দুঃসাহস গোলামের নেই, তবে জাঁহাপনার অনুগ্রহে এ বান্দা আজ বাঙ্গালার সর্ব্বশক্তিমান নবাব বাহাদুরের উজীরের পদে প্রতিষ্ঠিত, তাই রাজ্যের কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ গোলামের গোলাম যা বুঝেছে, জাঁহাপনার অনুমতি হ'লে বান্দা তা' নিবেদন ক'র্‌তে পারে।

আলি। উত্তম, তোমার কি বক্তব্য আছে ব'ল্‌তে পার।

জানকী। আজ যদি প্রকৃতিপুঞ্জকে শক্তি সংগ্রহের ও ব্যবহারের অবাধ অধিকার দেওয়া হয়, তবে দূর ভবিষ্যতে তার কি বিষময় ফল ফল্‌বে তা' একবার বিবেচনা ক'রে দেখুন জাঁহাপনা। এই আদেশের সুযোগ

গ্রহণ ক'রে জমিদারগণ তা'দের সৈন্যদল বৃদ্ধি ক'র্‌বে—বৈদেশিক বণিকগণ বাণিজ্যস্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ ক'র্‌বে, গড় ও খাত খনন ক'রে তাকে সুদৃঢ় ক'র্‌বে, দুর্গ ক'র্‌বে, স্বদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ ক'র্‌বে, প্রাণপণে সৈন্য সমাবেশ ক'র্‌বে। এই আদেশ প্রচারিত হ'লে বর্গী দলন হ'ক্ বা না হ'ক্—আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখ্‌ছি জাঁহাপনা, বিদ্রোহ ও বিপ্লবে বাঙ্গালার মস্‌নদ ভেঙ্গে চূর্ণ হ'য়ে যাবে—মোসলেম শক্তি পদদলিত হবে।

মিরজাফর ও মুস্তাফার তরবারি কাঁপিয়া উঠিল। দরবারকক্ষ ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধ হইল। জানকীরাম পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

বাঙ্গালার উর্ব্বরতাই এর কাল হ'য়েছে, তাই আজ সমস্ত জগতের শ্যেনদৃষ্টি এই বাঙ্গালার উপর। নইলে প্রিয়জনের স্নেহবেষ্টনী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কি প্রয়োজন ছিল এই সমস্ত বৈদেশিক বণিকের চিরবিক্ষুব্ধ সাগরের ভৈরব গর্জ্জনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়বার—কি প্রয়োজনে কোন্ আকর্ষণে ছুটে এসেছে এরা, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির কোমল অঙ্ক থেকে যোজনের পর যোজনের পথ এই সুদূর বাঙ্গালা দেশে! এ কি শুধু বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে? না জাঁহাপনা, তা নয়। বাঙ্গালার এই চির-উর্ব্বরতার সৌরভে উদ্‌ভ্রান্ত এরা—তাই ছুটে এসেছে উন্মাদের মত। যদি এই আদেশের সুযোগ পেয়ে একবার তারা শক্তি-সঞ্চয়ের অবকাশ পায়—একবার তারা দুর্গ গ'ড়ে সুদৃঢ় হ'য়ে ব'স্‌তে পারে তবে তাদের দমন ক'র্‌তে—

আলি। বাঙ্গালার মস্‌নদের এক একটা স্তম্ভ ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাবে। জানি—সব জানি। জটিল রাজনীতিবিদ তুমি জানকীরাম, তোমার বাক্যের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম ক'রে যুগপৎ হর্ষে ও বিষাদে আমার প্রাণ আন্দোলিত হ'চ্ছে। হর্ষ এই জন্য, যে তোমার ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভবিষ্যৎদর্শী কূট রাজনীতিজ্ঞকে আমি আমার উজীর স্বরূপ পেয়েছি।

জানকী। বান্দাকে অপরাধী ক'র্‌বেন না মেহেরবান্।

আলি। আর আমার বিষাদ এই জন্য উজীর, যে আমি তোমায় পেয়েও তোমার সারগর্ভ মন্ত্রণাকে কার্য্যে পর্য্যবসিত ক'রতে পার্‌লেম না। এ আমার দুর্ভাগ্য—শুধু আমার কেন, বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য। তোমার মন্ত্রণামত যদি আমি সে দিন মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি ক'রতে পারতাম, তবে আজ আমরা মির খাঁর ন্যায় একজন প্রভুভক্ত ধার্ম্মিক খাঁটী মুসলমানকে হারাতেম না! সখা আমার, অভিমান ভরে আমাদের ত্যাগ ক'রে মক্কা চলে গেছে। তার অভাব আর পূর্ণ হবে না! দুর্ভাগ্য—বাঙ্গলার কঠোর দুর্ভাগ্য!

কয়েক মুহূর্ত্ত দরবার কক্ষ নীরব রহিল, আবার আলিবর্দ্দি
ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন

আজ আবার উড়িষ্যা-বিদ্রোহে জর্জ্জরিত হ'য়ে যে ঘোষণা দিতে বাধ্য হ'চ্ছি তার কি বিষময় পরিণাম হবে কে জানে! কিন্তু উজীর—ঘটনা চক্রের কঠোর নির্ম্মম নিষ্পেষণে এত জর্জ্জরিত আমি—যে আমার উপায় নেই। বুঝতে পার্‌ছি—সব বুঝতে পার্‌ছ—কিন্তু উপায় নেই। কোন্ দিক রক্ষা ক'র্‌ব—যাক্, আগামী কল্য প্রত্যূষে উড়িষ্যা দলনে মুস্তাফা খাঁ তার আফগান-বাহিনী নিয়ে আমার সমভিব্যাহারী হবে।

মুস্তাফা। যো হুকুম খোঁদাবন্দ।

আলি। আর আমার অনুপস্থিতকাল পর্য্যন্ত আমার প্রাণ-প্রতিম দৌহিত্র সিরাজ, প্রিয় সুহৃৎ মিরজাফরের সাহায্যে রাজকার্য্য পরিচালনা ক'র্‌বে।

মিরজাফর। যো হুকুম জনাব।

পঞ্চম দৃশ্য

মোহনলালের বাটীর সম্মুখস্থ গ্রাম্যপথ

ভাস্কর ও মাধুরীর প্রবেশ

ভাস্কর। তুমি ভুল ক'রেছ মা, এখানে যে কোন বাড়ী বা কোন গৃহের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই।

মাধুরী। কেমন ক'রে ভুল ক'রব! এই বীরগাঁয়ের প্রত্যেক বৃক্ষলতা প্রত্যেক ধূলিকণার সঙ্গে যে আমি সুপরিচিত। এক আধ দিন নয়, এখানেই যে আমি বার বৎসর কাটিয়েছি—লোকে দু'দশ দিন আত্মীয় স্বজনের গৃহে যায়—আমাদের আপনার ব'ল্‌তে এ জগতে কেউ ছিল না—তাই আমাদের তা'ও যেতে হয় নি। ঐ ঠাকুরদার চণ্ডীমণ্ডপ—এর পাশেই ত আমাদের বাড়ী—ঐ যে অশ্বত্থ গাছ—ঐ ত আমাদের কুলগাছ—ঐ গাছ থেকে কত আদরে দাদা আমায় কুল পেড়ে খাওয়াত, ঐ যে সেই বকুল গাছ, প্রতিদিন ভোরে উঠে আমি ঐ বকুল ফুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে ঠাকুরবাড়ী নিয়ে যেতেম—এই ত আমাদের বাড়ী!

ভাস্কর। এই তোমাদের বাড়ী! এ যে শস্যক্ষেত্র!

মাধুরী। আমার যে সব ভোজবাজীর মত বোধ হ'চ্ছে!

ভাস্কর। মা—

মাধুরী। কি বাবা—

ভাস্কর। তোমার বাড়ীতে তোমার আত্মীয় স্বজনের কাছে রেখে যেতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তেম, কিন্তু মা, আর ত বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না। একটা বিপুল সেনাদল আমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে ব'সে আছে—বিশেষ এই শত্রুরাজ্যে আমাদের পদে পদে বিপদ।

মাধুরী। বেশ আপনি ফিরে যান—আমি যখন গাঁয়ের মধ্যে

পৌঁছেছি, তখন আর আমি চিন্তা করি না। সবাই আমার পরিচিত। স্নেহের বোন গৌরীকে আমার ভালবাসা জানিয়ে ব'লবেন, যে যত সত্বর সম্ভব আমি তার সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব।

ভাস্কর। তোমায় যে সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয়টী দিয়েছি, ওটী যত্ন ক'রে রেখ। হারিও না। ঐ অঙ্গুরীয় তুমি যে কোন মারাঠাকে দেখাবে—এমন কি আমাকে দেখালেও—তোমার আদেশ অবনত মস্তকে পালন ক'র্‌তে আমিও বাধ্য হব! আর যদি কখনও কোন বিপদে পতিত হও, এই মারাঠা পণ্ডিতকে শরণ করো, জগতের চক্ষে সে যতই কঠোর হ'ক্, তোমার নিকট সে স্নেহময় পিতা। আমি চল্লেম—বিশ্বনাথ তোমার মঙ্গল করুন! জয় বিশ্বনাথকি জয়। প্রস্থান

মাধুরী। এমন স্নেহ-করুণ উদার হৃদয় যাঁর, তিনি কি মানুষ—না স্বর্গের দেবতা! মারাঠা-সর্দ্দার—পিতা! তোমার ঋণ এ জীবনে পরিশোধ ক'র্‌তে পারব না। সেই সব দেখ্‌ছি অথচ আমাদের একখানা গৃহের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। দাদাকেও ত দেখ্‌ছি না! দাদা—দাদা। একি, কোন সাড়া শব্দ নেই! তবে কি আমিই ভুল ক'রেছি! না—না ঐ ত, ঐ ত আমাদের সেই তুলসীমঞ্চ—মা আর আমি যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জেলে ঠাকুরের কাছে মঙ্গল কামনা ক'রতেম। কিন্তু এমন কি করে হ'ল! তবে কি দাদা আমার জন্য কেঁদে কেঁদে—ভেবে ভেবে—ঠাকুর ঠাকুর, আমার দাদাকে কুশলে রাখ। তাঁর যেন কোন বিপদ না হয়। দোহাই ঠাকুর, আমার দাদার হাসিমুখ যেন দেখ্‌তে পারি। ঐ কারা আস্‌ছে, ওদের জিজ্ঞাসা করি।

উপানন্দ ও ছিদামের প্রবেশ

উপা। বিয়েয় কিন্তু ছিদেম, কোন আমোদ আহ্লাদ হবে না, ও সব বাজী-বন্দুকে ব্যয়বাহুল্যও যেমন তার উপর এই প্রবীণ বয়সে বিয়ে ক'র্‌ছি, গাঁয়ে শত্রু ঢের—কে?

মাধুরী। ঠাকুরদা না! আমায় চিন্‌তে পার্‌ছেন না—আমি মাধুরী।

উপা। মা—মা—মাধুরী!

মাধুরী। হাঁ ঠাকুরদা, আমি মাধুরী! শিউরে উঠলেন যে! আমি মরে পেত্নী হই নি—ভয় নেই।

উপা। (জনান্তিকে) ও ছিদেম, আর রক্ষা নেই—এবার বর্গী লেলিয়ে দেবে।

মাধুরী। ঠাকুরদা—দাদা কোথায়? আমাদের বাড়ীবই বা এ অবস্থা কেন?

উপা। (জনান্তিকে) এইবার গেছি ছিদেম, আর নিস্তার নেই। সব শুনেছে—সব শুনেছে—এইবার বর্গী লেলিয়ে দেবে—

ছিদাম। (জনান্তিকে) অত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন! ব'সো জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে সব জেনে নি। পালিয়েও ত আস্‌তে পাবে!

উপা। (জনান্তিকে) আর জেনেছ! এইবার জন্মের মত গেছি।

ছিদাম। (জনান্তিকে) তুমি একটু থাম ত দাদা—(প্রকাশ্যে) তোমার সঙ্গের সেই এঁরা—সেই তাঁরা গেলেন কোথা?

মাধুরী। কারা ছিদেমদা?

ছিদাম। সেই যে, সেই তাঁরা—ঐ যাঁদের নাম ক'র্‌তে নেই—ঐ ঘোড়ায় চড়া—হাতে হাতিয়ার—

মাধুরী। বর্গীদের কথা ব'লছ ছিদেমদা—

ছিদাম। হাঁ—হাঁ তাদের কথাই ব'লছি।

মাধুরী। অন্য কেউ ত আমার সঙ্গে আসে নি—শুধু পণ্ডিতজী আমায় এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

ছিদাম। বেশ, বেশ, শুনে খুব খুসী হ'লেম। সেনা-টেনার চেয়ে সর্দ্দারের নজরে যে প'ড়েছ—সে তোমার সৌভাগ্য। বেশ—বেশ—তা তিনি কখন আস্‌ছেন?

মাধুরী। তিনি আসবেন না—আমিই তাঁর কাছে যাব। ছিদেমদা, দাদা কোথায়—আর আমাদের বাড়ীরই বা এ অবস্থা কেন ?

উপা। (জনান্তিকে) ও ছিদেম, আর রক্ষা নেই। যেই জানবে যে আমরাই চক্রান্ত ক'রে মোহনলালকে একঘরে ক'রে গাঁ থেকে তাড়িয়েছি, আমরাই ওদের ভিটে মাটী চ'ষে সব্জী ক্ষেত ক'রেছি, সেই ওর সর্দ্দারকে পাঠিয়ে দেবে—আর সে দস্যুটা এসে আমাদের আত্মশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ক'র্‌বে। মধুসূদন কি বিপদেই ফেল্‌লে বাবা—

ছিদাম। (জনান্তিকে) দেখ দাদা, ছুঁড়ী যখন সর্দ্দারের নজরে প'ড়েছে, তখন রাণীর হালে সেখানে ছিল ; শুদ্ধ মোহনলালের মায়ায় তাকে দেখতে ফিরে এসেছে। এখন যদি মোহনলালের মৃত্যু সংবাদ পায়, তবে জন্মের মত এ দেশ ত্যাগ ক'রে সর্দ্দারের কাছে ফিরে যাবে—আমরাও নিশ্চিন্ত হব।

উপা। (জনান্তিকে) এ কথা মন্দ বল নি ছিদেম ! খুব সদ্‌যুক্তি। তবে দেরী ক'র না—তাড়াতাড়ি শুভ সংবাদটা দিয়ে কারো সঙ্গে দেখা হ'বার পূর্ব্বে পাপ বিদায় কর।

মাধুরী। এ কি ছিদেমদা, তোমরা চুপ ক'রে রইলে কেন ! উত্তর দাও—বল—বল ছিদেমদা—আমার দাদা কোথায় ? আর আমায় উৎকণ্ঠিত রেখ না—তবু নীরব রইলে !—ঠাকুরদা, ছিদেমদা—তোমাদের পায়ে পড়ি—আমার দাদার সংবাদ দাও—আর আমায় উৎকণ্ঠিত রে'খ না—দোহাই তোমাদের—

ছিদাম। আ হা হা !

উপা। বড়ই দুঃখের কথা—

মাধুরী। এ্যাঁ—আছে ত—আমার দাদা বেঁচে আছে ত ?

ছিদাম। তা ভাই বোন কি আর কা'র চিরকাল থাকে বাছা। তোমায় সে বড্ড ভালবাসত কি না, তাই এ শোক আর সামলাতে পারে নি।

মাধুরী। দাদা নেই!

কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল

ছিদাম। সে কথা ভাবতেও বুক ফেটে যায়। বেচারা কেঁদে কেঁদে —ও হো হো—হাঁ, তবু বলি—একশবার ব'লব—মানুষ এ গাঁয়ে যদি কেউ থাকে ত এই উপানন্দদা! ছোঁড়াটার জন্য কি না ক'রেছে! ভগবানের মার, কে রাখ্‌বে বল।

মাধুরী। আমি সর্ব্বনাশী—আমিই দাদাকে মেরেছি। দাদা—দাদা —ও হো হো—

ছিদাম। কেঁদে আর কি ক'র্‌বে?

মাধুরী। না, কেঁদে আর কি ক'র্‌ব!

ছিদাম। এই রাস্তার মাঝে, বেলাও ক্রমে বাড়ছে—চড়া রোদে এর পর হাঁটতে কষ্ট হবে—তুমি বরং বাছা তোমার সর্দ্দারের কাছে ফিরে যাও—

মাধুরী। তোমরা যাও ছিদেমদা, আমি একটু একলা থাক্‌ব।

ছিদাম। (জনান্তিকে) পাপ বিদায় না ক'রে যাব—শেষটা যদি কারও সঙ্গে দেখা হয়—সব জান্‌তে পার্‌বে।

উপা। (জনান্তিকে) চল রাস্তার ত্ব'মোড়ে তুজনে দাঁড়িয়ে কেউ যাতে এদিকে না আসে, তার ব্যবস্থা করিগে'।

ছিদাম। তা'হলে আমরা আসিগে' বাছা। ওঃ—মোহনের মত ছেলে এ কলিকালে জন্মায় না।

ছিদাম ও উপানন্দের বিপরীত দিকে প্রস্থান

মাধুরী। ঠাকুর! তুমি না দয়াময়! এই কি তোমার বিচার! অসহায় অবলাকে এই তুস্তর সংসার সাগরে একলা ছেড়ে দিলে? কোথায় যাব? কার কাছে দাঁড়াব—

বেগে শান্তিরামের প্রবেশ

শান্তি। এই যে মাধুরী! কতক্ষণ এসেছিস্—কার সঙ্গে এসেছিস্?

মাধুরী। কে? শান্তিদা, শান্তিদা, শান্তিদা, আমার দাদাকে কোথায় রেখে এসেছ! আমিই রাক্ষসী তার মৃত্যুর কারণ।

শান্তি। মৃত্যুর কারণ! তুই বল্‌ছিস্ কিরে! মর্‌লো কে?

মাধুরী। কেন আর গোপন ক'র্‌ছ—আমি সবই শুনেছি—

শান্তি। আমি গোপন ক'র্‌ছি! কার কাছে কি শুনেছিস মাধুরী?

মাধুরী। ঠাকুরদা আর ছিদেমদা আমায় সব ব'লেছে!

শান্তি। তারা কি ব'লেছে যে মোহনদা মারা গেছে?

মাধুরী। হাঁ।

শান্তি। এত ক'রেও পাজী ব্যাটাদের তৃপ্তি হ'ল না! মাধুরী, আমায় বিশ্বাস কর—সব মিথ্যা কথা; মোহনদা তোকে খুঁজতে গেছে।

মাধুরী। এঁ্যা—তবে দাদা আছে?

শান্তি। হাঁ, আমি ব'ল্‌ছি বেঁচে আছে—তুমি আমি যেমন বেঁচে আছি, সেও ঠিক তেম্‌নি বেঁচে আছে।

মাধুরী। তবে ছিদেমদা আর ঠাকুরদা ও কথা বল্‌লেন কেন?

শান্তি। ওদের কথা আর বলিস্ নে মাধুরী, ওদের অসাধ্য কিছু নেই। মোহনদা রাত্রে চলে গেল, পরদিন সকালে ওরা ঘর দরজা ভেঙে চুরে চষে ড'লে এখানে এই দেখ শজীক্ষেত ক'রেছে। ব'লব কি মাধুরী, ব'ল্‌তে গেলে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ ছুটে যায়—ওরা দু'জনে চক্রান্ত ক'রে উৎকোচে সবাইকে বশীভূত ক'রে মোহনদাকে একঘরে ক'রেছে।

মাধুরী। কেন, আমাদের অপরাধ?

শান্তি। সে অনেক কথা। তুই আমার বাড়ী চল। দু'চার দিনের মধ্যে মোহনদা ঘরে ফিরে আস্‌বে—তারপর দেখ্‌ব একবার ঐ দু'টো শয়তানকে।

মাধুরী। কেন এরা আমাদের নির্য্যাতন ক'র্‌ছে ?

শান্তি। সে কথা পরে ব'লব। তুই চল—মা তোকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছেন—ছিরে ধোপার কাছে সংবাদ পেয়ে আমি দৌড়ে এসেছি। হ্যাঁ রে মাধুরী, কেমন করে তুই পালিয়ে এলি—কার সঙ্গে এসেছিস ?

মাধুরী। মারাঠা-সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত আমাকে সেই সৈন্যদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে এখানে রেখে গেছেন। শান্তিদা, বল আমায়, কেন আমরা একঘরে হয়েছি ?

শান্তি। সে কথা পরে ব'লব—বেলা অনেক হ'য়েছে—তুই চল।

মাধুরী। না বল্‌লে আমি কিছুতেই যাব না।

শান্তি। তোর ছেলেবেলার সে একগুঁয়ে স্বভাবটা আজও শোধরাল না।

মাধুরী। বল শান্তিদা—

শান্তি। একান্তই শুন্‌বি ?

মাধুরী। নিশ্চয়।

শান্তি। ঠাকুরদা তোকে বিবাহ ক'র্‌বার প্রস্তাব করে, কিন্তু মোহনদা রাজী হয় নি—এই ওদের রাগের কারণ। এখন শুনলি ত, এইবার চল।

মাধুরী। আমাদের একঘরে ক'র্‌লে কে ?

শান্তি। গাঁয়ের সবাই।

মাধুরী। কি অপরাধে ?

শান্তি। সে অতি কুৎসিত কথা।

মাধুরী। হ'ক কুৎসিত—তবু আমায় শুন্‌তে হবে।

শান্তি। তুমি বর্গীদের সঙ্গে গৃহত্যাগ ক'রেছ—এই অপরাধ।

মাধুরী। গৃহত্যাগ ক'রেছি। এ কথা সবাই বিশ্বাস ক'র্‌লে ?

শান্তি। ঠাকুরদার অর্থের অভাব নেই—বিশ্বাস ক'র্‌বে না কেন !

মাধুরী। আর আমরা নিরপরাধে সমাজ থেকে বিতাড়িত হ'লেম! বাঃ রে সমাজ! যাক্ আমাদের বাড়ীঘরের এ দশা ক'র্‌লে কে?

শান্তি। ঠাকুরদা। চল মাধুরী, বেলা অনেক হ'য়ে গেল।

মাধুরী। আমায় তোমার বাড়ী নিলে তোমার জাত যাবে না?

শান্তি। সে আমি বুঝব—তুই চল।

মাধুরী। শান্তিদা, তুমি বাড়ী ফিরে যাও।

শান্তি। আর তুই?

মাধুরী। আমি চললেম?

শান্তি। কোথায়?

মাধুরী। কোথায় তা জানি না—তবে যাব, কারণ এখানে আর আমার স্থান নেই। শোন শান্তিদা, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক আমি—তবু আমি সমাজে পতিতা! বর্গীদের দ্বারা অপহৃতা হয়েছিলেম—সমাজ—না জেনে—না শুনে—আমার পূত-চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ ক'র্‌তেও দ্বিধা বোধ করে নি। দেখ্‌ব একবার যে বিধাতার অভিশাপ, এই পাপ ঘৃণ্য সমাজ কেমন ক'রে তার কল্পিত পবিত্রতা রক্ষা করে, দেখ্‌ব একবার যে এই কঙ্কালসার স্থবির সমাজের কোন মেরুদণ্ড তার উচ্চশির সদর্পে খাড়া রাখ্‌তে পারে। আমাদের গৃহদ্বার ভেঙ্গে চুরে চ'ষে সমভূমি ক'রে এরা শস্য ক্ষেত্রে পরিণত ক'রেছে—আমিও এই বীরগ্রামটাকে ভেঙ্গে চুরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এখানে একটা বিরাট ধূমায়মান মহাশ্মশান প্রতিষ্ঠা ক'র্‌ব—এই আমার প্রতিজ্ঞা—এই আমার সাধনা—

প্রস্থানোদ্যত

শান্তি। মাধুরী—মাধুরী কোথায় যাস্?

মাধুরী। খবরদার! আমার সঙ্গে এস না—

প্রস্থান

শান্তি। এটাও কি পাগল হ'ল! মাধুরী—মাধুরী—

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

হীরাঝিলের প্রমোদ কক্ষ

সিরাজ তন্দ্রামগ্ন—মেহেদি সুরাপান করিতেছে ও নর্ত্তকীগণের
নৃত্যগীতে মধ্যে মধ্যে বাহবা দিতেছে

নর্ত্তকীগণের গীত

কেন হেন বঁধু মলিন বদন !
ঝরে গেছে যেই ; আর সে ত নেই
তার তরে কেন ভাসে দু'নয়নে ?
গেছে যে যাক চেও না ফিরিয়া,
বসে থাকা মিছে বুকে স্মৃতি নিয়া,
এস গো ছুটিয়া, যায় যে বহিয়া,
সাধের তব রঙিন যৌবন।

গীত চলিতেছে হঠাৎ সিরাজ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—
"গেঁথে ফেল—এখনই প্রাচীরে গেঁথে ফেল"

মেহেদী। সাহাজাদা—সাহাজাদা—

সিরাজ। (চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) না, একি ভ্রম !

সিরাজ ক্ষণেক উন্মাদের ন্যায় পাদচারণা করিলেন ও বলিলেন—

কোতল ক'র্‌ব—প্রাচীরে গাঁথব—অবিশ্বাসিনী স্ত্রীজাতিকে পৃথিবী থেকে লুপ্ত ক'র্‌ব—মেহেদী—

মেহেদী। খোদাবন্দ্ !

সিরাজ। এই মুহূর্ত্তে এদের প্রাচীরে গেঁথে ফেলে—জীবন্ত গেঁথে ফেল—

মেহেদী। যো হুকুম জনাব। এই চল্ সব।

সিরাজ। না—না—অভিশাপ দেবে—অভিশাপ দেবে—ভয়ঙ্কর—অতি ভয়ঙ্কর ! (শিহরিয়া উঠিলেন)।

মেহেদী। খোদাবন্দ (সুরাপাত্র সম্মুখে ধরিল) !

সিরাজ। হাঁ, সুরা ভাল—বিস্মৃতি দেয়। (ঢক্ ঢক্ করিয়া একপাত্র সুরা গিলিয়া ফেলিলেন) কিন্তু মাঝে মাঝে তন্দ্রার সৃষ্টি করে—তন্দ্রা স্বপ্ন আনে—বিকট বিভীষিকা চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়।

মেহেদী। এই সব নাচ গাও—সাহাজাদাকে আমোদে রাখ!

সিরাজ। কালনাগিনী, শিরিষ-কোমল তরুণ বক্ষ পেয়ে এমন দংশন ক'রেছিস্—এত বিষ ঢেলেচিস্—ওঃ—

পুনরায় ক্ষণেক উন্মাদের ন্যায় পাদচারণা করিলেন

মেহেদী। (নিম্নস্বরে) নাচ গাও।

নর্ত্তকীগণের গীত

হের অমিয় মোদের হসিত আননে,
শর শর হানে চপল নয়নে!
ফুল্ল উরস—নিবিড় পরশ
পুলকে লোটাবে চরণে নন্দন।

সিরাজ। বিষ সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে—এতে শুধু আমি জর্জ্জরিত হ'ব না, মেহেদী—

মেহেদী। হুজুর!

সিরাজ। বিশ্বাস নেই—এদের বিশ্বাস নেই—কে জানে কবে দংশন ক'র্বে! শোন মেহেদী, হীরাঝিলের প্রমোদ-কুঞ্জ প্রত্যহ উৎসবের কলহাস্যে মুখরিত হবে—আর সে উৎসবের রাণী হবে নিত্য নূতন সুন্দরী ষোড়শী। বুঝলে?

মেহেদী। হাঁ খোদাবন্দ্।

সিরাজ। পার্‌বে?

মেহেদী। নিশ্চয় পার্‌ব। হুজুরের অনুমতি হ'লে আসমানের চাঁদ ধ'রে আন্‌তে পারি, আর এ ত সোজা কাজ! প্রত্যহ এক একটি সুন্দরী চাই, এই ত জনাব?

সিরাজ। হাঁ—আর নিশাবশানে বিগত-সৌরভ কুসুমের মত তাকে পদদলিত ক'র্‌ব !—তাহ'লে আর দংশনের সুযোগ পাবে না। (ম্লান হাসি হাসিয়া) এইবার হ'য়েছে—ঠিক হয়েছে !

প্রহরীর প্রবেশ

মেহেদী। কি চাই ?

প্রহরী। একজন হিন্দু সাহাজাদার দর্শনপ্রার্থী।

মেহেদী। যাও যাও—এখন ও হিন্দু ফিন্দুর সঙ্গে দেখা ক'র্‌বার ফুরসুৎ নেই—(প্রহরী প্রস্থানোদ্যত)

সিরাজ। এই, তাকে নিয়ে এস—(প্রহরীর প্রস্থান) কে জানে কোন্ মনস্তাপের তীব্র তাড়নায় ক্ষিপ্ত হযে সে আমার শরণাপন্ন হ'তে ছুটে এসেছে।

মোহনলালের প্রবেশ

সিরাজ। কে তুমি ?

মোহন। আমি সাহাজাদার দর্শনপ্রার্থী।

মেহেদী। হুঁসিয়ার হিন্দু, তোমার সম্মুখে সাহাজাদা।

মোহন। এই সাহাজাদা ! এই বাঙ্গালার নবাবের প্রতিনিধি ! আমাদের দণ্ডমুণ্ডের বর্ত্তমান মালিক !—দুর্ভাগ্য—বাঙ্গালার চরম দুর্ভাগ্য !

মেহেদী। চোপরাও কম্‌বক্ত !

সিরাজ। (ইঙ্গিতে মেহেদীকে স্তব্ধ করাইয়া) কি চাই তোমার ?

মোহন। আমি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাকে চাই !

সিরাজ। আমাকে পছন্দ হ'চ্ছে না ?

মোহন। না।

সিরাজ। কেন্ ?

মোহন। যে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী বৈদেশিক উৎপীড়নে শশব্যস্ত

হ'য়ে কাতর আর্ত্তনাদে গগনমণ্ডল কম্পিত ক'র্‌ছে, সে দেশের রাজশক্তির পক্ষে নর্ত্তকীর অঞ্চলাশ্রয়ে—প্রমোদের পল্বলপঙ্কে নিমজ্জিত থাকা সম্ভব বটে !

সিরাজ। হুঁ ! তোমার নাম ?

মোহন। মোহনলাল।

সিরাজ। বাড়ী ?

মোহন। বীরগ্রাম।

সিরাজ। মেহেদী !

মেহেদী। উল্লুকটাকে গলা ধ'রে এখান থেকে বের ক'রে দেব জনাব ? এই, বেরো—

সিরাজ। (বজ্রস্বরে) মেহেদী, এদের নিয়ে এস্থান ত্যাগ কর !

মেহেদী। সাহাজাদা—

সিরাজ। বিনা বাক্যব্যয়ে—এই মুহূর্ত্তে।

মেহেদী। জাহান্নামে যাবে—হিন্দু জাহান্নামে যাবে।

আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে নর্ত্তকীসহ প্রস্থান

সিরাজ। মোহনলাল—এইবার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা তোমার সম্মুখে ! বল, কি জন্য তার দর্শনপ্রার্থী হ'য়েছ ?

মোহন। বান্দার গোস্তাকি মাপ হয় সাহাজাদা—

নতজানু হইলেন

সিরাজ। না—না—মোহনলাল, যেমন আছ—ঠিক তেমনি থাক। তুমি আজ আমার চোখের সামনে এক নূতন দৃশ্য তুলে ধ'রেছ। কিন্তু নেমে যেও না। উদ্যত বেত্রের মত, আরক্ত নেত্রের মত আমার সামনে জেগে থাক। পদলেহন আর চাটুবচন বড় একঘেয়ে হ'য়ে গেছে—তাতে আর কোন নূতনত্ব নেই ! তোমার শ্লেষ আজ আমি বড় উপভোগ ক'রেছি—তোমার তিরস্কারে আমি নূতন অভিজ্ঞতা পেয়েছি। বল এখন কি চাও ?

মোহন। সাহাজাদা! আমি বড় বিপন্ন। বর্গীরা আমার ভগ্নীকে অপহরণ ক'রেছে।

সিরাজ। তারপর?

মোহন। তাকে উদ্ধার কর্‌তে আমি সাহাজাদার সাহায্য প্রার্থনা করি।

সিরাজ। মারাঠাদের সঙ্গে আজও ত আমাদের যুদ্ধ শেষ হয় নি, আমি তোমাকে কি সাহায্য ক'রতে পারি?

মোহন। আমি একবার মারাঠাশিবির অন্বেষণ ক'রতে চাই এবং সেই জন্য সাহাজাদার নিকট কিছু সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করি।

সিরাজ। কত সৈন্য চাও?

মোহন। নির্ভীক এক শত সৈন্যই আমার কার্য্যে যথেষ্ট হবে।

সিরাজ। একশত সৈন্য!

মোহন। হাঁ জনাব।

সিরাজ। সহস্র সহস্র সৈন্য যাদের গতিরোধ ক'র্‌তে পারে নি, তাদের শিবির থেকে—তাদের কবল থেকে—মাত্র একশত সৈন্য নিয়ে কেমন ক'রে তোমার ভগ্নীকে ছিনিয়ে আন্‌বে হিন্দু! এ যে উন্মাদের কল্পনা মোহনলাল!

মোহন। ক্ষমা ক'র্‌বেন সাহাজাদা—আমি ত পুরস্কার বা উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষায় যাচ্ছি না—আমি যাচ্ছি মারাঠা ছাউনিতে জীবন পণ ক'রে কর্ত্তব্যের আহ্বানে—স্নেহের আকর্ষণে। উল্কা অপেক্ষা ক্ষিপ্র—প্রলয়ের চেয়ে প্রচণ্ড আমার গতি।

সিরাজ। উত্তম। কৈ হ্যায়—

প্রহরীর প্রবেশ

এক শত সুশিক্ষিত সৈন্য এখনই এই হিন্দুবীরের সঙ্গে যাক্।

প্রহরী। যো হুকুম খোদাবন্দ।

সিরাজ। তোমার জন্য আর কি ক'রতে পারি মোহনলাল?

মোহন। আমার প্রার্থনা ত সাহাজাদা আশাতীত ভাবে পূরণ ক'রেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সাহাজাদা দীর্ঘজীবন লাভ ক'রে এমনি ভাবে প্রজারঞ্জন করুন—তাদের ভক্তিভাজন হউন।

প্রহরীর সহিত মোহনলালের প্রস্থান

সিরাজ। অদ্ভুত এই হিন্দু! পদে পদে এর বিশেষত্ব আমায় চমৎকৃত ক'রেছে। জীবনে আজ প্রথম জানলেম যে, আমাকে চোখ রাঙিয়ে শাসন ক'র্‌বার লোকও এ জগতে আছে—আজ প্রথম বুঝলেম যে, রাজাকেও প্রজার হুকুম মেনে চল্‌তে হয়।

সপ্তম দৃশ্য

মারাঠা-শিবির নিকটস্থ উপবন

সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ—প্রথম নাসিকাবিহীন,
দ্বিতীয় অধরবিহীন

১ম সৈ। ভারী সুযোগ রে ভাই—ভারী সুযোগ।

২য় সৈ। মেয়েটার ভাই এসেছে তো?

১ম সৈ। হাঁ রে হাঁ! তবে আর ব'লছি কি—আমি সব সংবাদ জেনে নিয়েছি। বোনের খোঁজে নবাবী ফৌজ নিয়ে এসেছে। পণ্ডিতজী অনুপস্থিত, সর্দ্দার তানোজীও শিবিরে নেই, এই সুযোগে সেই ভেঁপো মেয়েটাকে ধরিয়ে দিতে হবে।

২য় সৈ। পণ্ডিতজীকে ডেকে এনে হাতে হাতে ধরিয়ে দিয়ে আমাদের কি সর্ব্বনাশই ক'রেছে রে ভাই।

১ম সৈ। দেখ ভাই, নবাবী ফৌজ নিয়ে ধরিয়ে দিলে ছুঁড়ী ঠিক সেই নবাবের মাতাল নাতীটার হাতে গিয়ে প'ড়বে—সতীগিরি বের হবে।

মোহনলালের প্রবেশ

ওরে, ঐ সে ভাইটা আসছে।

মোহন। (স্বগত) এই ত তারা—একটী নাসিকাবিহীন, অপরটী অধরবিহীন! (প্রকাশ্যে) শুনলেম, আমার উদ্দেশ্য সাধনে তোমরা সাহায্য ক'র্‌বে?

১ম সৈ। ক'র্‌তে পারি।

২য় সৈ। আপনার উদ্দেশ্যটী কি মশাই?

মোহন। বর্গীরা বীরগ্রাম থেকে আমার ভগ্নীকে হরণ ক'রেছে, আমি এসেছি তা'কে উদ্ধার ক'রতে।

১ম সৈ। সে মেয়েটি কি আপনার ভগ্না?

২য় সৈ। আহা খাসা মেয়েটী!

মোহন। তোমরা কি তাকে চেন?

১ম সৈ। চিনি না! তার জন্যই ত আমাদের আজ এ অবস্থা।

মোহন। তার জন্য তোমাদের এ অবস্থা?

১ম সৈ। আমরা কি চিরকাল এই রকম ছিলেম মশাই, আমারও বাঁশীর মত নাক ছিল!

২য় সৈ। আমারও—আমারও—আমারও—(স্বগত) কি বলি ছাই—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ'য়েছে (প্রকাশ্যে) আমারও এই বেহালার মত ঠোঁট ছিল মশাই।

মোহন। তারপর?

১ম সৈ। দাদা বল ত—বল ত—সে অত্যাচারের কথাটা—

২য় সৈ। তুই বল্ ভাই, আমার ঠোঁট দিয়ে আধখানা কথা যে বেরিয়ে যায়।

মোহন। অত্যাচার, কার উপর অত্যাচার?

১ম সৈ। শুনুন তবে মশাই—সেনাগুলা যেমন আপনার ভগ্নীকে

নিয়ে শিবিরে প্রবেশ ক'রেছে, অমনি পণ্ডিতজী এক ছোবলে তাদের হাত থেকে মেয়েটীকে নিয়ে শয়নাগারে ঢুক্‌লো !

মোহন। তারপর—তারপর—

১ম সৈ। মেয়েটী ত চীৎকার ক'র্‌তে লাগ্‌ল—'দাদা' 'দাদা' ব'লে তার সে কি কান্না !

মোহন। ওঃ—

১ম সৈ। ওঃ—সে কি কান্না মশাই !

২য় সৈ। আহা হা—পাষাণ ফেটে বরফ গলে !

মোহন। তারপর—তারপর—

১ম সৈ। স্থির থাক্‌তে পার্‌লেম না মশাই ; রক্তমাংসের শরীর ত ! —দাদা আর আমি দরজা ভেঙ্গে পণ্ডিতজীর ঘরে ঢুকে প'ড়লেম।

মোহন। তারপর—তারপর কি দেখ্‌লে ?

১ম সৈ। সে কথা আপনি নাই শুন্‌লেন। বীভৎস ব্যাপার ! পণ্ডিতজী ত রেগে মেগে অস্থির ; শেষটা আমাদের এই দশা করে তাড়িয়ে দিলে।

মোহন। আর—আর সে হতভাগিনীর কি দশা হ'ল ?

১ম সৈ। ঘৃণায় লজ্জায় মেয়েটী আত্মঘাতী হ'ল।

মোহন। এ্যাঁ—

১ম সৈ। বড় লক্ষ্মী মেয়ে !

মোহন। যাক্‌ এতক্ষণে নিশ্চিন্ত ! মাধুরী—মাধুরী—শেষে এই তোর পরিণাম হ'ল—ওহো—হোঃ—

১ম সৈ। কেঁদে আর কি ক'র্‌বেন মশাই—কাঁদলে ত আর তাকে ফিরে পাবেন না।

মোহন। তা পাব না সত্য, কিন্তু আমার দুঃখ কি জান ভাই—

১ম সৈ। দুঃখ ক'র্‌বার সময় ঢের ঢের পাবেন—প্রতিশোধ নিন্‌ মশাই, প্রতিশোধ নিন্‌।

মোহন। সে কথা কি তোমাদের শিখিয়ে দিতে হবে সৈনিক! বুকের ভিতর যে আগুন জ্বল্‌ছে—

১ম সৈ। ব্যস্, এই ত মরদের মত কথা ব'লেছ বাবা!

দূরে গৌরীর গীত শোনা গেল

দাদা, ঐ না?

২য় সৈ। হাঁ হাঁ, ঐ তার বদমায়েসীর আড্ডা—আর্ত্ত আশ্রম থেকে ফির্‌ছে।

মোহন। কে গান গাইছে?

১ম সৈ। ঐ সেই পণ্ডিতজীর মেয়ে—ওকে ধ'রে নিয়ে যাও!

মোহন। কেন? তার অপরাধ কি! সে ত রমণী!

১ম সৈ। আর তোমার বোনই বা কোন্ মরদ ছিল?

মোহন। রমণী পীড়ন ক'র্‌ব!

১ম সৈ। না, তা ক'র্‌বে কেন! শুনবে—শুনবে তবে সে পীড়নের কথা। তোমার ভগ্নী সেই অসহায়া অবলা—'দাদা' 'দাদা' ব'লে চীৎকার ক'র্‌তে ক'র্‌তে মূর্চ্ছিতা—অসহায়া—একেবারে অসহায়া—তার উপর অত্যাচার—পৈশাচিক অত্যাচার!

মোহন। না—না—আর শুনতে পারি না—আর শুনতে চাই না—উন্মাদ হ'ব—ক্ষেপে যাব। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

১ম সৈ। এই ত চাই—এস তবে অন্তরালে।

মোহনলালকে একরূপ টানিয়া লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান

গীত গাহিতে গাহিতে গৌরীর প্রবেশ

গীত

আমার আঁখিতে মিলাও আঁখি
আমি সব তেয়াগিয়া পরাণ ভরিয়া
বারেক তোমারে দেখি॥

তুমি অনাথের চিরসখা
তাই অনাথেরে ভালবাসি ;
তোমার সেবা অনাথ সেবায়, সেবি তাই দিবানিশি ;
(তাদের) আঁখিতে তোমারে নেহারি
বিভোর হইয়া থাকি
তোমারই কাজে স'পেছি এ দেহ তোমারে হৃদয়ে রাখি ॥

হঠাৎ কয়েকজন নবাব-সৈন্য পশ্চাদ্দিক হইতে প্রবেশ করিল ও
গৌরীর মুখ বাঁধিয়া ফেলিল

গৌরীকে লইয়া নবাব-সৈন্যগণের প্রস্থান

গৌরী। কে—কে তোরা ?

মারাঠা সৈনিকদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ

১ম সৈ। হাঃ হাঃ হাঃ—কেমন প্রতিশোধ !

২য় সৈ। চমৎকার ! এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছি—পণ্ডিতজী এইবারে মেয়ের শোকে বুক ফেটে মারা যাবে !

১ম সৈ। চল দাদা, শিবিরে সুখবরটা দিয়ে দেশে যাত্রা করি।

অষ্টম দৃশ্য

মারাঠা-শিবির

এক পার্শ্বে ভাস্কর পণ্ডিত, অপর পার্শ্বে তানোজী ও
সৈন্যগণ নত-মস্তকে দণ্ডায়মান

ভাস্কর। তোমার উপর না এই বিপুল সেনাদলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমি বীরগ্রাম যাত্রা ক'রেছিলাম—মারাঠা জাতির সুনাম, গৌরব, কীর্ত্তি—তুমি না সে-সবার রক্ষক ছিলে ! অপদার্থ মূর্খ ! উত্তাল তরঙ্গের মাঝে কর্ণধারবিহীন তরীর ন্যায় নায়ক-

শূন্য উচ্ছৃঙ্খল লুণ্ঠনপরায়ণ একদল সৈন্যকে শিবিরে ফেলে কি প্রয়োজনে তুমি আমার অনুবর্ত্তী হ'য়েছিলে! উঃ—আমার শিবির থেকে আমার কন্যা অপহৃতা হ'ল! কেন আমায় তার মৃত্যু সংবাদ শোনালে না—সেও ছিল ভাল—সে শোকও অনায়াসে আমি সহ্য ক'রতে পারতেম! কিন্তু এ যে শেলের মত মর্ম্মে বিঁধেছে! ছিনিয়ে নিয়ে গেল—ছিনিয়ে নিয়ে গেল—সিংহের বুক থেকে তার শাবককে ছিনিয়ে নিয়ে গেল! এ সংবাদ শুনবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হয় নি কেন?

তানোজী। আমরা অপরাধী—

ভাস্কর। অপরাধী! তোমাদের কি ক'রব জান? এক এক ক'রে তোদের আমি গুলি ক'রে পশুর মত মারব! লুণ্ঠনে ব্যাপৃত না থেকে কেন দুই শত সৈন্য রক্ষী নিয়ে আমার কন্যার সঙ্গে তার আর্ত্ত-আশ্রমে যাস্ নি। তোরা সবাই ষড়যন্ত্র ক'রেছিস্—নবাবের উৎকোচে বশীভূত হ'য়েছিস্।

তানোজী। পণ্ডিতজী, আমাদের হত্যা করুন—আমরা বুক পেতে দিচ্ছি—আমাদের হত্যা করুন—আর আমাদের তিরস্কার ক'রবেন না।

ভাস্কর। যাও সব, আমার সম্মুখ থেকে দূর হও!

তানোজী। এখনও কি—

ভাস্কর। কোন কথা শুনতে চাই না—যাও, চলে যাও।

তানোজী ও সৈন্যগণ নতমস্তকে প্রস্থান করিল। ভাস্কর অন্যদিকে চাহিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে বলিতে লাগিলেন—

শূন্য—একেবারে শূন্য!—বিশ্বনাথ। নিবিয়ে দিলে—একেবারে নিবিয়ে দিলে! আমার ব'লতে আর কেউ নেই—কেউ নেই! এ বিশাল জগতে আমি একা—আমার আর কেউ নেই! গৌরী—গৌরী—মা আমার! ও হো হো—না জানি মা আমার কত উৎপীড়ন সহ্য ক'রছে—আকুল হ'য়ে 'বাবা' 'বাবা' ব'লে কত কাঁদছে! বিশ্বনাথ—

বিশ্বনাথ! যদি বজ্র হেনেছ, আমায় সইবার শক্তি দাও—আমায় বিস্মৃতি দাও—নইলে যে আমি পাগল হ'য়ে যাব—

বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল

ধীরে ধীরে তানোজী প্রবেশ করিল

তানোজী। পণ্ডিতজী—

ভাস্কর। কেউ নেই—কেউ নেই তানোজী—একবার 'বাবা' ব'লে ডাক্‌বার—একবার এই কর্ম্মক্লান্ত অবসন্ন দেহকে স্নেহস্পর্শে শীতল ক'রবার আমার কেউ নেই—ও হোঃ হোঃ—

তানোজী। চেষ্টা ক'র্‌লে—বোধ হয় এখনও উদ্ধার করা যায়—

ভাস্কর। মূর্খ, এতক্ষণে সে মুর্শিদাবাদে—সিরাজের প্রমোদকুঞ্জে।

তানোজী। তবে আদেশ করুন, আমি হীরাঝিল আক্রমণ করি—

ভাস্কর। কোন ফল নেই—কীটদষ্ট কুসুমের কোন মূল্য নেই—

তানোজী। তবে প্রতিশোধ—

ভাস্কর। হাঁ, প্রতিশোধ—সত্য ব'লেছ, প্রতিশোধ! ভাস্কর পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে গেছে—মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে—মানুষ ভাস্কর ম'রে গিয়ে প্রেত-ভাস্করে পরিণত হ'য়েছে। এতদিন বাঙ্গালার উপর দিয়ে মানুষ-ভাস্কর বিচরণ ক'রেছে—তাই রমণীর সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল—আজ গৌরীর শ্মশানের উপর প্রেত-ভাস্কর নৃত্য ক'র্‌বে। শোন তানোজী, আর স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ নেই—শিশু বৃদ্ধের বিচার নেই—যথেচ্ছ অত্যাচার কর—হত্যা কর—ধ্বংস কর—জীবন্ত বিভীষিকার ন্যায় বাঙ্গালার বুকের উপর দিয়ে প্লাবন প্রবাহে ছুটে চলে যাও। প্রতিপদক্ষেপ হত্যার রঙিন্ দীপ্তিতে রঞ্জিত হয়ে যাক—হাহাকারের বজ্রধ্বনিতে বিজয় দুন্দুভি ঘন নাদে বেজে উঠুক—বাঙ্গালার প্রজ্বলিত শ্মশানে তপ্ত ভস্মরাশি গগন পথে বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিক্—আর—আর—জীবন্ত—জাগ্রত

প্রেতের মত এই মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে শকুনি গৃধিনীর সঙ্গে একতানে, বুক ফাটা তৃপ্তির অট্টহাসি হেসে আমি একটা মহাপ্রলয় বিঘোষিত করি—

উভয়ের প্রস্থান

নবম দৃশ্য

উপানন্দের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ—এক পার্শ্বে শিবমন্দির

উপানন্দ ও উমাতারা

উপা। এখনই তোর কাশী যেতে হবে।

উমা। কেন আমায় তাড়াবে—আমি ত কোন অপরাধ করি নি—

উপা। হাজার বার অপরাধ ক'রেছিস! তোর মত অলক্ষুণে অযাত্রা বাড়ীতে থাকতে, সতীনের ঘরে কেউ মেয়ে দিতে রাজী হ'চ্ছে না। তৈরী বে'টা আমার ফস্‌কে গেল! তোকে আজ কাশী পাঠিয়ে তবে আমি জলগ্রহণ ক'র্‌ব—এই আমার প্রতিজ্ঞা! এখন ভালয় ভালয় যাবি কিনা বল্‌?

উমা। আমার এ নারীজন্মের একমাত্র কর্ত্তব্য তোমাকে সুখী করা! আমি কাশী গেলে যদি তুমি সুখী হও—আমি যাব।

উপা। ও সব চালাকীতে আর আমি ভুল্‌ছি না; যাব ব'লে ভবিষ্যতের দোহাই দিলে চ'লবে না চাঁদ, এক্ষুনি যেতে হবে।

উমা। এক্ষুনি?

উমা। তুমি ইষ্টদেবতা—এই আমি তোমার পা ছুঁয়ে শপথ ক'র্‌ছি, যখন আমি তোমার ভালবাসা হারিয়েছি, তখন তোমার অশান্তি বৃদ্ধি ক'রতে আমি এখানে থাক্‌ব না। কিন্তু আমায় একটু সময় দাও—জন্মের মত যাচ্ছি আর হয় ত তোমায় দেখ্‌তে পাব না—আর হয় ত ইহজন্মে তোমার পা দু'খানি পূজা করা আমার অদৃষ্টে ঘট্‌বে না—আর হয় ত নিজে রেঁধে তোমার সম্মুখে অন্ন দিতে পার্‌ব না—আমায় একটু

সময় দাও, আজ আমি মনের সাধ মিটিয়ে তোমার পা দু'খানি পূজা ক'র্‌ব—নিজে রেঁধে পাশে ব'সে তোমায় খাওয়াব—

উপা। ওঃ—কি আমার রাঁধুনীর বেটি রাঁধুনী রে! কত ঢংই যে দেখলাম! প্রেম যে একেবারে থৈ থৈ ক'রে উথলে উঠ্‌ছে!

উমা। তোমার পক্ষে উপহাসের হ'তে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে এটা কঠোর সত্য। এ জীবনের সাধ, আহ্লাদ—আশা, আকাঙ্ক্ষা—তৃপ্তি, আনন্দ—সব জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়ে আমি চ'লেছি—তাই আজকের দিনের একটা মধুর স্মৃতি সম্বল ক'রে আমি যেতে চাই—শুধু এইটুকু। একদিন আমায়ও ভালবাসতে—একদিন আমায়ও দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষী ক'রে গ্রহণ ক'রেছিলে—কেবল একটী অধিকার চাই—কেবল একটী ভিক্ষা ক'র্‌ছি—আমায় বঞ্চিত ক'র না—দোহাই তোমার, আমায় একেবারে অনাথা—একেবারে নিঃসম্বল ক'রে তাড়িয়ে দিও না—আমায় একটু সময় দাও—

উপা। একটুও না—এখনই তোর যেতে হবে। আচ্ছা, এই আমি আমার শ্রীচরণ এগিয়ে দিচ্ছি—কর্—পূজা কর্। আর তোর হাতে খাওয়া ত আমি ছেড়েই দিয়েছি, কাজেই তোর রাঁধবার দরকার নেই।

উমা। আমি যাব না। কেন যাব? অগ্নি সাক্ষী ক'রে—নারায়ণ সাক্ষী ক'রে আমায় গ্রহণ ক'রেছ—তোমার স্বর্গগতা জননী আমায় বরণ ক'রে ঘরে তুলেছেন,—কি অধিকার আছে তোমার আমায় কুকুরের মত তাড়িয়ে দেবার!

উপা। কি অধিকার আছে আমার! তবে রে হারামজাদী—আবার বজ্জাতি—বেরো আমার বাড়া থেকে—

গলাধাক্কা দিতে লাগিলেন

উমা। মার—কাট—খুন কর—আমি কিছুতেই যাব না—

উপা। আলবৎ যাবি—বাপের সঙ্গে সুপুত্তুর হ'য়ে যাবি—

প্রহার করিতে লাগিলেন—ঠিক সেই সময়ে ছিদামের প্রবেশ

ছিদাম। দাদা—দাদা—সর্ব্বনাশ! এ কি—ক'রছ কি! ছাড়—ছাড়—

উপা। দেখ্‌ছ শালীর আক্কেল—এতদিন আজ যাব কাল যাব ব'লে আমায় আশায় আশায় ঘুরিয়ে, কাল বিয়ে—আজ শালী যেতে অস্বীকার ক'র্‌ছে!

ছিদাম। আর বিয়ে! এ দিকে যে নিকে ক'র্‌তে আস্‌ছে। নন্দীগ্রাম ছারখার করে বর্গীরা নদী পার হ'য়েছে।

উপা। এ্যাঁ।

ছিদাম। আর এ্যাঁ। গহনা গাটী টাকা কড়ি যা আছে শীগগির নিয়ে এস—এসে পড়ল ব'লে।

উপা। তবে ভাই আমার সঙ্গে এ দিকে আয়—

ছিদাম ও উপানন্দের প্রস্থান

উমা। (শিবমন্দির সম্মুখে নতজানু হইয়া) ঠাকুর—ঠাকুর, এ আবার কি নূতন বিপদে ফেল্লে! দোহাই দেবতা—আমার স্বামীকে রক্ষা কর—আমার স্বামীকে নিরাপদে রাখ—যত বিপদ, যত দুঃখ, যত অশান্তি সব আমায় দাও—তাঁকে সুখে রাখ—

উপানন্দের পুনঃ প্রবেশ

উপা। ব্যস! কতকটা নিশ্চিন্ত—টাকাকড়ি মোহর জহরৎ যা কিছু ছিল, সব ছিদামের কাছে দিয়েছি—এতক্ষণ মাটির ভেতর। এখন গিন্নীর গায়ের গহনা ক'খানা নিয়ে লুকুতে পারলে আর আমায় পায় কে! আজও পগারপার—কালও পগারপার! আমার টিকিও আর দেখ্‌তে হবে না।—ওগো, শুনছ?

উমা। কি?

উপা। গহনাগুলো খুলে দাও ত।

উমা। সব দেব ?

উপা। সব দেবে না ত একখানা রাখবে আবার কার জন্য ?

উমা এক একখানা করিয়া গহনা খুলিয়া দিতে লাগিলেন

(স্বগত) ভালয় ভালয় গহনাগুলো খুলে দিলে দেখ্‌ছি। আর মার ধ'র ক'রতে হ'ল না ! (প্রকাশ্যে) হাঁ—মায়ের গলার সে হাজার টাকার রত্নহারটা কোথায় ?

উমা। ঠাকুরের গলায়।

উপা। ঠাকুরের গলায় ! (অগ্রসর হইয়া শিবমন্দিরের দ্বার খুলিয়া) ওঃ বাবা—আমায় সেরেছিল আর কি ! নবাবের ব্যাটা শ্মশানে শ্মশানে ছাই ভস্ম মেখে বেড়ায়, আর আমার বাড়ীতে হাজার হাজার টাকার রত্নহার প'রে ব'সে আছে। নিয়ে আসি হারগাছটা—

অগ্রসর হইলেন

উমা। ও কি ! কর কি—কর কি ! ছুঁয়ো না—দোহাই তোমার —সরে এস—

উপা। বেশ, আসছি। তোমার শিবঠাকুরের গলার ঐ হারগাছটা খুলে দাও—

উমা। সে কি ! ঠাকুরের গলা থেকে কেমন ক'রে খুলে আনব !

উপা। কেন ? হাত দিয়ে।

উমা। এ কি বলছ তুমি—তুমি হিন্দু না !

উপা। আরে রেখে দে তোর হিন্দু ! হাজার টাকার হারছড়াটা আমি বাইরে ফেলে রাখি আর বর্গী-ব্যাটারা এসে লুটে নিক—আমায় তেমনি বোকাই পেয়েছিস আর কি ! দিবি ত দে—নইলে আমি নিজেই নিয়ে আসব।

উমা। তোমার পায়ে পড়ি, ঠাকুরের গলার হারটী আমায় ভিক্ষা দাও—আমার গায়ে যা' কিছু ছিল সবই ত তোমাকে খুলে দিয়েছি—শুধু ঐ হারটি আমায় ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—(পদতলে পড়িল)

উপা। মায়া কান্না শুন্‌তে আমি আসি নি—দিবি কি না ?

উমা। আমায় না মেরে ফেলে ও-হারে তুমি হাত দিতে পার্‌বে না—

উপা। তবে রে শালী—ঢং ক'র্‌তে এসেছ !

উমাকে পদাঘাতে সরাইয়া দিয়া অগ্রসর হইল। ভূলুণ্ঠিতা উমা ত্বরিতে উঠিয়া তাহাকে বাধা দিলেন

উমা। সর্ব্বনাশ ক'র না—সর্ব্বনাশ ক'র না—দোহাই তোমার ফিরে এস দেবতার গলার হার—দোহাই তোমার—

উপা। রেখে দে তোর দেবতা—

উপানন্দ উমাকে ঠেলিয়া দিয়া হার আনিলেন ঠিক সেই সময় নেপথ্যে গুড়ুম করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল

উমা। এঁ্যা ক'রলে কি ! সত্যই আন্‌লে !

উমা শিবলিঙ্গের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন

উপা। যা শালী, এখন যত পারিস্ ঢং কর্ গে,

নেপথ্যে পুনরায় বন্দুকের শব্দ

উপা। এ কি, এত নিকটে ! পালাবার সময় পাব ত ? এ দিকে শব্দ—ঐ দিকে পালাই—

ঠিক সেই সময়ে একজন মারাঠা সৈনিকের প্রবেশ। মুহূর্ত্তে সৈনিক উপানন্দের গলা চাপিয়া ধরিল

সৈনিক। কোথায় পালাবে সোনার চাঁদ—আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে কোথায় পালাবে ?

উপা। ওরে বাবা রে—ধ'রেছে রে—গেছি রে বাবা, একবারে গেছি।

উমা। ঠাকুর ঠাকুর আমার স্বামীকে রক্ষা কর।

তানোজী ও কয়েকজন মারাঠা সৈনিকের প্রবেশ

১ম সৈ। সর্দ্দার, এই লোকটা ঐ গহনাগুলো নিয়ে পালাচ্ছিল।

তানোজী। বটে! সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে দুরাত্মাকে নৃশংস ভাবে হত্যা কর।

উমা। ঠাকুর—ঠাকুর! মুখ তুলে চাও—আমার অজ্ঞান স্বামীকে ক্ষমা কর।

তানোজী। কার স্বর? সৈন্যগণ। চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ কর—দেখ কে কোথায় লুকিয়ে আছে।

২য় সৈ। সর্দ্দার—সর্দ্দার! একটা স্ত্রীলোক ওখানে পড়ে আছে।

তানোজী। স্ত্রীলোক। উত্তম—ধ'রে আন।

সৈনিক মন্দির মধ্যে হইতে হাত ধরিয়া উমাকে টানিয়া আনিল। তাহার বক্ষঃস্থলে দুই হস্তে শিবলিঙ্গ ধৃত—ললাট হইতে অবিরল শোণিত-পাতে গণ্ড ও বস্ত্র প্লাবিত

উমা। মহেশ্বর! মহেশ্বর!

সৈনিক সভয়ে তাহার হস্ত ত্যাগ করিয়া পেছনে হাঁটিয়া আসিল ও বলিল

সৈনিক। এ কি! বিশ্বনাথজী।

তানোজী। বিশ্বনাথজী!

২য় সৈ। দেখছ না সর্দ্দার! মায়ের বুকে বিশ্বনাথজী! জয় বিশ্বনাথ কি জয়—বিশ্বনাথ কি জয়—

সৈন্যগণ। (নতজানু হইয়া) মা—মা—ক্ষমা কর! সর্দ্দার! এখানে আর না—ফিরে চল—ফিরে চল—

উপা। (স্বগত) দুর্গা—দুর্গা—মাগী খুব ভেল্কী খেলেছে যা হ'ক।

সৈন্যগণ প্রস্থানোদ্যত ও ঠিক সেই সময়ে মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। কোথায় পালাও সৈন্যগণ—লুণ্ঠন কর—পাপিষ্ঠ উপানন্দের সর্ব্বস্ব কেড়ে নাও, চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে দাও, এই অট্টালিকা চূর্ণ ক'রে একে শস্যক্ষেত্রে পরিণত কর—আর—আর—ঐ রমণীর উপর যথেচ্ছ অত্যাচার ক'রে সমাজের মেরুদণ্ড ঐ ভণ্ড উপানন্দের ললাটে গাঢ় কলঙ্কের দুরপনেয় সুস্পষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত কর।

তানোজী। কে তুমি রমণী?

মাধুরী। আমি যেই হই, এই অঙ্গুরীয় দেখিয়ে আমি তোমাদের আদেশ ক'র্‌ছি—

তানোজী। এ কি! এ যে পেশোয়ারের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়! এ তুমি কোথায় পেলে?

মাধুরী। যেখানেই পাই, শোন সর্দ্দার, এই অঙ্গুরীয় দেখিয়ে আমি তোমাদের আদেশ ক'র্‌ছি—আমি শুদ্ধ জানতে চাই আমার আদেশ পালিত হবে কি না?

তানোজী। নিশ্চয় হবে, তুমি যেই হও এবং যে উপায়েই ও সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় সংগ্রহ ক'রে থাক, যতক্ষণ তোমার হস্তে মহান্ পেশোয়ারের মোহরাঙ্কিত ঐ অঙ্গুরীয় থাক্‌বে ততক্ষণ প্রত্যেক মারাঠাবীর তোমার আদেশ স্বয়ং পেশোয়ার আদেশের মত অবনত মস্তকে পালন ক'র্‌বে!

মাধুরী। তবে সৈন্যগণ, যেমন ঐ দুরাত্মা আমাদের বাড়ীঘর ভেঙ্গে চুরে চষে সেখানে শস্যক্ষেত্র নির্ম্মাণ ক'রেছে—আমাদের পথের ভিক্ষুক ক'রেছে—মুহূর্ত্তে তোমরা ওর বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভেঙ্গে ডলে সমভূমি ক'রে তাকে শস্যক্ষেত্রে পরিণত কর—ওর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন কর—আর—আর—সর্দ্দার! যেমন ঐ ভণ্ড উপানন্দ আমার মিথ্যা কলঙ্ক রটনা ক'রেছে—বিনা অপরাধে আমাদের সমাজচ্যুত ক'রেচে—ওর সম্মুখে ওর স্ত্রীকে হত্যা কর—

বেগে ভাস্কর পণ্ডিতের প্রবেশ

ভাস্কর। খবরদার তানোজী, আর একপদ অগ্রসর হ'লে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। মা—মা—আদেশ প্রত্যাহার কর—আদেশ প্রত্যাহার কর—নইলে, তোর প্রতিহিংসানলে যে একটা জাতির অস্তিত্ব—একটা জাতির ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্তে কয়েক মুষ্টি ভস্মে পরিণত হবে।

মাধুরী। কেন আমি আদেশ প্রত্যাহার ক'রব পণ্ডিতজী—নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক হয়েও এই রমণীর স্বামীর চক্রান্তে আমি জগতের চক্ষে ভ্রষ্টা—সমাজে পতিতা; এরই স্বামীর নির্য্যাতনে আমার ভ্রাতা নিরুদ্দিষ্ট, আমার পৈত্রিক ভিটা শস্যক্ষেত্রে পরিণত—আমি আশ্রয়হীনা পথের কুকুরী! না—না—হবে না—আমি আদেশ প্রত্যাহার ক'রব না—আমি যে সমাজের আবর্জ্জনা—কুলটা—ভ্রষ্টা! আমার হৃদয়ে দয়া নেই—মায়া নেই—অনুকম্পা নেই—আছে শুধু বিশ্বগ্রাসী এক প্রতিহিংসার তীব্র অনল—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা!!!

ভাস্কর। আমার দিকে একবার তাকা দেখি মা—এই শতধাদীর্ণ বুকখানায় একবার হাত দিয়ে দেখ্‌ দেখি—দেখ্‌, কি ভীষণ নরকাগ্নি সেখানে জ্বলছে—কি প্রচণ্ড প্রলয়ের ঝঞ্ঝা সেখানে বইছে। সুদূর কঙ্কণ থেকে একটা বিরাট বাহিনী এই বাঙ্গলার সীমান্তে চালিয়ে নিয়ে এসেছি—নিয়তির মতো কঠোর হস্তে মাতৃজ্ঞানে রমণীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছি—আর তার প্রতিদানে এই বাঙ্গালার কাছে কি পেয়েছি জানিস! আমার কন্যা অপহৃতা—পবিত্র বংশ কলঙ্কিত!

মাধুরী। তবে কেন নিষেধ ক'রছ পণ্ডিতজী—কেন আমার আদেশ প্রত্যাহার ক'রতে করুণ মিনতি ক'রছ? পদাহত একটা পিপীলিকাও আততায়ীকে দংশন ক'রতে সমস্ত শক্তি নিয়ে ছুটে যায়, আর প্রপীড়িত আমরা—কেন আমরা নীরবে এই বুকভাঙ্গা অত্যাচার সহ্য ক'রব? এস

পিতা, আজ পিতাপুত্রীতে মিলে এদের ঋণ সুদ সমেত ফিরিয়ে দিয়ে যাই —সৈন্যগণ—অগ্রসর হও—

সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন

উমা। ঠাকুর—ঠাকুর—মহেশ্বর!

ভাস্কর। না—না—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও! একি, একি! পৃথিবী কেঁপে উঠছে কেন? চারিদিকে উল্কাপাত—চারিদিকে অগ্নিবৃষ্টি—মুহুর্মুহুঃ বজ্রধ্বনি—এ যে প্রলয় গর্জ্জন! মা, মা, এখনও ক্ষান্ত হ'—এখনও ক্ষান্ত হ'—ঐ দেখ্ জাগ্রত মহেশ্বরের রোষবহ্নি মারাঠাজাতিকে ভস্ম ক'র্‌তে ছুটে আসছে—মা—মা—রক্ষা কর্—রক্ষা কর্—(নতজানু হইয়া) আমি তোর নারীত্বের—মাতৃত্বের দ্বারে ভিখারী—যদি এ মারাঠাজাতিকে একদিন ভালবেসে থাকিস্—নিজ হাতে তাদের ধ্বংস করিস্ না—ছত্রপতির জীবনব্যাপী সাধনাকে একটা বিরাট ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করিস্ না—

মাধুরী। বাবা—বাবা, তোমার মহত্ত্বের সংস্পর্শে শয়তান আমায় ত্যাগ ক'রেছে। আমায় তোমার পায়ের ধূলো দাও—ঠান্‌দি—আমায় ক্ষমা কর—

উমার পদতলে পড়িলেন। উমা তাহাকে
বক্ষে তুলিয়া লইলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হীরাঝিল—কক্ষ

বাঁদী বেশে মাধুরী

মাধুরী। এই সেই হীরাঝিল—যেখানে গৌরী আবদ্ধ। ঠাকুর যেমন আমায় চালিয়ে নিয়ে এসেছ তেমনি হাত ধ'রে আমায় সফলতার কূলে পৌঁছে দাও—শত বিপদ—শত বাধা তুচ্ছ ক'রে আমি যেন গৌরীকে উদ্ধার ক'র্‌তে পারি। মারাঠা পণ্ডিত একটা বিরাট ব্যর্থতার হাত থেকে আমার জীবনটাকে রক্ষা ক'রেছেন, পিতৃস্নেহে আমার এই ক্ষুধার্ত্ত হৃদয়টাকে তৃপ্ত ক'রেছেন—ঠাকুর! আমায় শক্তি দাও, আমি তাঁর কন্যাকে উদ্ধার ক'রে তাঁর মুখের সেই লুপ্ত হাসি আবার যেন ফিরিয়ে আন্‌তে পারি—তুচ্ছ বাঁদী হ'লেও সে নারী—তাই নারীর মর্ম্মব্যথায় তার প্রাণ কেঁদে উঠেছে—তাই সে আমায় গৌরীর সন্ধান দিয়েছে—এই বাঁদীর পরিচ্ছদ পরিয়ে দিয়ে তার নাম ব্যবহারেরও অধিকার দিয়েছে! তার নামটি যেন কি ব'লেছিল! কি সর্ব্বনাশ! এর মধ্যে ভুলে গেলেম। এখন উপায়? আর এত কটমটও এদের নাম! হ'য়েছে—মনে হ'য়েছে—"লুৎফা"! তার নাম ব'লে দিয়েছে লুৎফা! লুৎফা—না, এবার আর ভুল্‌ছি না। ঐ প্রমোদ কক্ষে একতানে সহস্র নূপুর বেজে উঠ্‌ল—সবাই এখন প্রমোদে মত্ত হবে—লুৎফা ত এই অবসরের কথাই ব'লে দিয়েছে। ঠাকুরের নাম নিয়ে লুৎফার নির্দ্দেশ মত এইবার গৌরীর খোঁজে যাই।

প্রস্থান

বিপরীত দিক হইতে মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। মাধুরীর শোচনীয় বীভৎস মৃত্যু—আমার এই লক্ষ্যহীন ব্যর্থ উদাস জীবন—হ'তে পারে মারাঠারাই সকল অনর্থের কারণ। কিন্তু দেবতার নির্ম্মাল্যের মত নিষ্কলঙ্ক ঐ মারাঠাবালিকার কি অপরাধ! মুহূর্ত্তের একটা দুর্ব্বলতা আমার জীবনের সাধনা নিষ্ফল ক'রে দিল! ব্যভিচারের ইন্ধন যোগাব বলে কি এতকাল প্রাণপণে শক্তির উপাসনা ক'রেছি! অবলার পলায়নদ্বার রোধ ক'রে আজ আমি দাঁড়িয়ে—বিনিদ্র হ'য়ে তাকে পাহারা দিচ্ছি—আর তলব মত এই শিশিরসিক্ত শুভ্র শোফালিকাটীর নির্ম্মল পবিত্রতাকে কামাসক্ত প্রভুর লালসানলে আহুতি দেব! এই আমার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য। চমৎকার! এই সারা দুনিয়ায় যার কোন আকর্ষণ নেই—কোন আশক্তি নেই—বুঝতে পার্‌ছি না, কোন্ মহা আকর্ষণের টানে আজও এই ঘৃণ্য বৃত্তিকে যেচে বেছে বরণ করে নিয়েছ। এত বড় একটা ভুলও মানুষের হয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

হীরাঝিল—কক্ষ

নতজানু হইয়া গৌরী গীত গাহিতেছে

দুঃখ দেছ যদি, তাহে নাহি ক্ষতি
দুঃখ সহিবারে দেহ শকতি।
তোমার দান এ কারা যদি,
আমি চাহি না লভিতে মুকতি॥
তোমার করুণা নিখিল জগতে,
কোন্ পথে চলে কে পারে বলিতে,
কোমল কঠিন মুরতি॥

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। পৃথিবী পবিত্র হ'ল।

গৌরী। কে ?

মাধুরী। দুরদৃষ্ট আমার যে এই পবিত্রতার ছবি প্রাণ ভ'রে দেখ্‌বারও অবকাশ নেই। গৌরী! আমায় চিনতে পারছ না বোন ?

গৌরী। এঁ্যা তুমি—আমার দিদি! এখানে! এ বেশে! এ কি স্বপ্ন না সত্য !

মাধুরী। স্বপ্ন নয় বোন—সত্যই আমি।

গৌরী। তবে কি তুমিও আমারই মত—

মাধুরী। না বোন আমি বন্দিনী নই। আমি এসেছি তোমায় উদ্ধার করতে, তাই আমার এই বাঁদীর বেশ !

গৌরী। তুমি কি ক'রে জানলে দিদি যে আমি বন্দিনী ?

মাধুরী। বাবার কাছে শুনেছি।

গৌরী। এঁ্যা! বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হ'য়েছিল ? কোথায় দেখা হ'ল—কেমন আছেন তিনি—আমার জন্য—

মাধুরী। পায়ের শব্দ না ? গৌরী! আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র না—নিঃশব্দে আমার সঙ্গে এস।

উভয়ে প্রস্থানোদ্যতা ও সম্মুখ হইতে মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। কে তুমি নারী—এ বন্দিনীকে নিয়ে পলায়ন ক'রছ।

গৌরী। (জনান্তিকে) দিদি, এখন উপায়! আমি ত ম'রেছি তুমি কেন যেচে এ বিপদকে আলিঙ্গন ক'রলে !

মাধুরী। আমার জন্য আমি কোন চিন্তা করি না, কিন্তু তোকে যে—ওঃ সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল !

মোহন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমায় তোমাদের সাহাজাদার নিকট নিয়ে যেতে হবে।

মাধুরী। কেন?

মোহন। ব'লেছি ত কর্ত্তব্যের অনুরোধে!

মাধুরী। সাহাজাদার নিকট নিয়ে গেলে আমাদের কি অবস্থা হবে একবার ভেবেছেন কি? ধর্ম্ম লুণ্ঠিত হবে—মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে—একটা জন্ম ব্যর্থ হবে—অথচ আমরা অসহায়া—অনাথা—কোন দোষে দোষী নই। ভদ্র! কি আপনার কর্ত্তব্য? আর্ত্তকে, বিপন্নকে, অসহায়াকে রক্ষা করা—না, তাদের পীড়কের হাতে—পিশাচের হাতে—দস্যুর কবলে তুলে দেওয়া; কি আপনার কর্ত্তব্য বীর? নারীর মর্য্যাদা, নারীর ধর্ম্ম, নারীর নারীত্ব রক্ষা করা—না, তাকে কামান্ধের কামযজ্ঞে আহুতি দেওয়া? বলুন, কি আপনার কর্ত্তব্য?

মোহন। (স্বগত) বুকের মাঝে এ কি ঝড়—এ কি তরঙ্গ! কি আমার কর্ত্তব্য।

মাধুরী। নীরব রইলেন! বুঝেছি বিবেক বিদ্রোহী হ'য়ে আপনার বুকের ভিতরে জেগে ব'সেছে! তবে ভদ্র—আমাদের পথ ছেড়ে দিন—ভগবান আপনার মঙ্গল ক'র্‌বেন!

মোহন। (স্বগত) স্বজাতি, সমাজ, স্বজন—এ প্রাণের গূঢ়-মর্ম্ম-ব্যথা কারও বুকে ত একটুও বাজে নি—পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আমার ক্ষুধিত বদনে এক মুষ্টি ভস্ম পুরে দিয়ে ঘৃণিত কুক্কুরের মত আমায় পদাঘাত করে তারা তাড়িয়ে দিয়েছিল—আবার এই সিরাজ তার করুণার কোলে আমায় আশ্রয় দিয়েছে, আমার কাতর অশ্রুজলের মর্ম্ম বুঝেছে—এই বুকের বেদনার শিহরণ তার বুকে প্রতিধ্বনিত হ'য়েছে। কেউ যা দেয় নি—একদিন তার কাছে তাই পেয়েছি। আমি ঋণী—সিরাজের নিকট আমি জীবনে মরণে ঋণী। আমার কর্ত্তব্য, অন্ধের মত

মন্ত্রমুগ্ধের মত—ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে তার আদেশ পালন করা—(প্রকাশ্যে) চ'লে এস নারী—

মাধুরী। এ কি ব'ল্ছেন আপনি? এই কি আপনার বিবেকের প্রেরণা?

মোহন। হ্যাঁ নারী, এই আমার বিবেকের প্রেরণা।

মাধুরী। মিথ্যা কথা—এ শয়তানের মন্ত্রণা। যে ভারতে এক দিন লাঞ্ছিতা—মর্ম্মপীড়িতা—উপেক্ষিতা—অসহায়া সতীর রক্ষার্থে স্বয়ং ভগবানকে ছুটে আসতে হ'য়েছিল—যে ভারতে সতীর একফোঁটা তপ্ত অশ্রুর জন্য, এমন এক একটা প্রলয় সংঘটিত হ'য়েছে, যার সংঘাতে লক্ষ লক্ষ মুকুট চূর্ণ হ'য়ে গেছে—যে ভারতে রমণীর মর্য্যাদা রক্ষা করতে চির-বৈরী সব, হিংসা দ্বেষ বিরোধ বিস্মৃত হ'য়ে গলাগলি ধ'রে এক পতাকার মূলে দাঁড়িয়ে পাপের সঙ্গে লড়েছে—দৃপ্তশির উন্নত ক'রে হাসতে হাসতে অম্লান বদনে মরণকে আলিঙ্গন ক'রে অমর হ'য়েছে—যে নিঃস্ব ভারত আজ তার গৌরবের যা কিছু সমস্ত অতীতের বুকে বিসর্জ্জন দিয়ে শুধু সতীর মহিমার পতাকা উড়িয়ে সতীর মহিমার ডঙ্কা বাজিয়ে আজও জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রছে—জগতের মাঝে তার অস্তিত্ব, তার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে—তুমি না—তুমি না—সেই ভারতবাসী? ভদ্র—ভদ্র! ভারতে দাঁড়িয়ে—ভারতের বুকে জন্মে—ভারতের জলে বাতাসে ফলে ফুলে বর্দ্ধিত হয়ে তোমার বিবেক কি ক'রে এত কলুষিত হবে আজ, যে তুমি—এ কি! কে—কে—কে তুমি?

মোহন। এঁ্যা! কে—কে তুমি? কে তুমি? ভগবান—ভগবান! এ যদি স্বপ্ন হয়, এ স্বপ্ন যেন আমার আর না ভাঙ্গে। বল—বল, তুমি কে?

মাধুরী। আমি মাধুরী। তুমি—তুমি—

মোহন। মাধুরী! মাধুরী! কোন্ মাধুরী তুমি? কার ভগ্নী তুমি? কোথায় নিবাস তোমার?

মাধুরী। তবে কি—তবে কি যা ভেবেছি তাই! দাদা—দাদা—

মোহন। না—না—এ স্বপ্ন—সে ম'রে গেছে—সে আর নেই।

মাধুরী। না দাদা—স্বপ্ন নয়—সত্যই আমি—তোমার অভাগিনী ভগ্নী মাধুরী।

মোহন। তবে—তবে—

মাধুরী। বেঁচে আছি, এখনও বেঁচে আছি—

মোহন। বেঁচে আছিস্! কেমন ক'রে বেঁচে আছিস্—কেমন করে ফিরে এলি? বল্—বল্ মাধুরী—

মাধুরী। দাদা, যাকে আমি এই নরক থেকে উদ্ধার ক'রতে যেচে এই সর্পের বিবরে প্রবেশ ক'রেছি—এই দেবী এবং এঁর দেবতা পিতা আমাকে সে পাপিষ্ঠের কবল থেকে উদ্ধার করেন। শুদ্ধ তাই নয় দাদা, পণ্ডিতজী স্বয়ং রক্ষী হ'য়ে আমায় বাড়ী পৌঁছে দেন।

মোহন। এ্যা—

মাধুরী। আমায় বীরগ্রামে রেখে আস্তে তিনি শিবির ত্যাগ ক'রেছিলেন, সেই অবসরে নবাবী ফৌজ আমার ভগ্নীকে ধ'রে এনেছে।

মোহন। মাধুরী—মাধুরী—এ কি শোনালি! এক কথায় এ ঈপ্সিত মিলনের সমস্ত আনন্দ মুহূর্ত্তে চূর্ণ ক'রে দিলি! নবাবী-ফৌজ উপলক্ষ মাত্র, আমিই যে তোর রক্ষাকর্ত্রীকে বলি দিতে বেঁধে এনেছি।

মাধুরী। এ যে অসম্ভব দাদা—অন্যে না জানুক, আমি ত তোমায় বেশ জানি!

মোহন। প্রতারিত হ'য়েছি—সেই অঙ্গহীন সৈনিকেরা মিথ্যা সংবাদে আমায় প্রতারিত করেছে—আমায় ভুল বুঝিয়েছে। মাধুরী, মাধুরী, আমি কি ক'রেছি—কি ক'রেছি—মারাঠা পণ্ডিত আমার ভগ্নীকে দুর্ব্বৃত্তদের কবল থেকে রক্ষা ক'রে গৃহে রেখে এসেছেন, আর আমি তাঁর কন্যাকে তাঁর বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছি—তিনি আমার বংশের পবিত্রতা

রক্ষা করেছেন, আর আমি তাঁর পবিত্র বংশ কলঙ্কিত ক'রেছি। খুব প্রতিদান দিয়েছি—খুব কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছি! জ্বলে যাচ্ছে—অনুতাপের তুষানলে বুকখানা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে! অসহ্য—অসহ্য! আমি কি ক'রেছি—কি ক'রেছি—ও হো হোঃ—

গবাক্ষ পথে মেহেদী

মেহেদী। ওঃ বাবা—এর ভিতর এত? এইবার পেয়েছি তোমায় সোনারচাঁদ! আমার সঙ্গে লাগা—আমার নামে সাহাজাদার কাছে বিশটা সেকায়েত না করে জলগ্রহণ কর না—এইবার দেখাচ্ছি মজা!

প্রস্থান

মোহন। মাধুরী—মাধুরী, কেন ফিরে এলি—আমায় এ যম যন্ত্রণা দিতে কেন তুই বেঁচে এলি! এর চেয়ে যে তোর মৃত্যু ছিল ভাল! নিজের বুকে আমি নিজে কুঠার হেনেছি—ও হোঃ হোঃ—

গৌরী। দাদা—দাদা! কেন দিদিকে তিরস্কার করছ? সে তোমাকে কত ভালবাসে—তোমার জন্য কত কেঁদেছে—হারাণ মাণিক ফিরে পেয়েছ—তাকে বুকে তুলে নাও দাদা!

মাধুরী। দাদা, যা হবার হয়ে গেছে, এখন সত্বর আমাদের নিয়ে এখান থেকে চল।

মোহন। বজ্র! নীরব রইলে কেন—আমার এ বুকখানা এক আঘাতে চূর্ণ ক'রে দাও! ওঃ কি করেচি—কি করেচি।

মাধুরী। চল দাদা, সত্বর চল।

মোহন। এই দোরগোড়ায় সিরাজ যে লোহার চেয়ে শক্ত বাঁধনে আমায় বেঁধেছে—আমি কেমন ক'রে যাব মাধুরী!

মাধুরী। বিলম্বে হয় ত সর্ব্বনাশ হবে—সত্বর চল দাদা।

হাত ধরিল

মোহন। একি! দৃঢ়তা গলে যাচ্ছে—কর্ত্তব্য ভেসে যাচ্ছে—হাত পা

অসাড় হ'য়ে আস্‌ছে—না—না—যেতে পার্‌ব না। আমায় প্রহরী রেখেছে—বিশ্বাসঘাতকতা করব না—উপকারের কথা বিস্মৃত হব না—কর্ত্তব্য ভুলব না—তা হবে না—যেতে দেব না—

দরজা ধরিল

মাধুরী। দাদা, তুমি কি পাগল হ'লে—

মোহন। পাগল হওয়াও যে ছিল ভাল—তা হলেও ত তোমাদের ছেড়ে দিতে পার্‌তেম! দয়াময়, আমায় পাগল ক'রে দাও—এক মুহূর্ত্তের জন্য পাগল ক'রে দাও—আমার ইহকাল পরকাল সব নাও—আমায় পাগল ক'রে দাও—

মাধুরী। দাদা, তবে কি তুমি যাবে না?

মোহন। না।

মাধুরী। তবে আমাদের পথ ছেড়ে দাও—

মোহন। আমি যে প্রহরী—বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌ব না—না, কখনই না।

মাধুরী। তবে তোমার ভগ্নীর ধর্ম্ম লুণ্ঠিত হ'ক, আর তুমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ!

মোহন। উপায় নেই—উপায় নেই—প্রায়শ্চিত্ত—মহাপাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত!

গৌরী। কি হবে দিদি!

মাধুরী। দাদা, আমায় না ছাড়, গৌরীকে ছেড়ে দাও—

মোহন। কা'কেও ছাড়ব না—হবে না—হবে না—দেব না—

মাধুরী। তোমার পায়ে পড়ি দাদা—দাদা, আমি তোমার সেই ছোটবোন, সেই পিতৃমাতৃহীনা আদরের মাধুরী—মুখের গ্রাস যার মুখে অম্লানবদনে হাসতে হাসতে তুলে ধ'রেছ; দয়া কর—দয়া কর দাদা—

মোহন। কর্ত্তব্য ভেসে যাচ্ছে—স্নেহের বন্যায় সব ভাসিয়ে নিয়ে

যাচ্চে—আর পারি না! ওরে, কে কোথায় আছিস, সত্বর সাহাজাদাকে সংবাদ দে—সত্বর সংবাদ দে—বল্, যে প্রহরী মোহনলাল বন্দীদের মুক্ত করে দিচ্ছে—সংবাদ দে—সাহাজাদাকে সংবাদ দে—

মাধুরী ছুটিয়া গিয়া মোহনলালের মুখ চাপিয়া ধরিল

মাধুরী। কর কি—কর কি দাদা—

মোহন। সাহাজাদা—সাহাজাদা, সত্বর এস—আর ধ'রে রাখ্‌তে পারছি না—পালিয়ে যাচ্ছে—পালিয়ে যাচ্ছে—

মাধুরী। তবে তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর, আমিও আমার কর্ত্তব্য করি। আয় গৌরী, তোকে নিয়ে জোর করে আমি বেরিয়ে যাই—

মোহন। গেল—চলে গেল—ছুটে এস সাহাজাদা—ছুটে এস। আমার হাত পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে, আর রাখ্‌তে পারছি না; ছুটে এস—ছুটে এস—

মাধুরী জোর করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে মেহেদী ও সিরাজের প্রবেশ

সিরাজ। মোহনলাল! আর ভয় নেই—এই এসেছি আমি—কোথায় পালাবে বন্দিনী—

মোহন। এসেছেন—সাহাজাদা এসেছেন। এই দেখুন, কর্ত্তব্য ক'রেছি—কর্ত্তব্য ক'রেছি!—ঐ—ঐ রমণী বন্দিনীকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল—কাকেও ছাড়িনি, ঠিক কর্ত্তব্য করেছি, স্নেহের দিকে চাই নি—বুক পাষাণ ক'রে ধ'রে রেখেছি—পায় ধ'রে কেঁদেছে—পর্ব্বতের মত অটল হ'য়ে—বধির হ'য়ে কর্ত্তব্য ক'রেছি—বন্দিনীকে পাহারা দিয়েছি—প্রাণান্তেও ছাড়ি নি।

সিরাজ। মোহনলাল—মোহনলাল—তুমি কাঁপ্‌ছ কেন? স্থির হও—

মোহন। কাঁপ্‌ছি। কই না, আমি ত কাঁপ্‌ছি না। পৃথিবী কাঁপ্‌ছে—চক্ষু মুদে কাঁপ্‌ছে; আকাশ কাঁপ্‌ছে—বাতাস কাঁপ্‌ছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপ্‌ছে—শুধু স্থির অটল আমি, একটু কাঁপি নি—একটু টলি নি—একটু নড়ি নি—কর্ত্তব্য ক'রেছি—কর্ত্তব্য ক'রেছি—বন্দিনীদের আট্‌কে রেখেছি।

সিরাজ। মোহনলাল। সাবাস্‌ ভাই! স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি কর দেবতারা—পুষ্পবৃষ্টির এর চেয়ে যোগ্য অবসর আর হবে না! মোহনলাল—মোহনলাল—

মোহন। সাহাজাদা—

সিরাজ। এ কি নূতন আলো দেখালে—এ কি নূতন দৃষ্টি দিলে! জানি না কি দিয়ে তোমায় পুরস্কৃত কর্‌ব—কি দিয়ে তোমায় পূজা কর্‌ব—

মোহন। (নতজানু হইয়া) আমি সাহাজাদার গোলামের গোলাম—

সিরাজ। যাও মোহনলাল, শ্রান্ত তুমি, ভগ্নীদের নিয়ে গৃহে গিয়ে বিশ্রাম কর গে।

মোহন। এরা তবে—(পদতলে প'ড়িয়া) সাহাজাদা!—(আর বলিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল)

সিরাজ। আর আজ থেকে চিরবন্দী তুমি মোহনলাল—

মেহেদী। সাহাজাদার জয় হোক—

মোহনলালকে বন্দী করিতে গেল

সিরাজ। খবরদার কমবক্ত! নেকাল আভি—

হতাসব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিয়া মেহেদীর প্রস্থান

মোহনলাল, আজ থেকে সিরাজের বাহুপাশে আবদ্ধ তুমি—

মোহনলালকে আলিঙ্গন করিলেন

ভগ্নীদের নিয়ে এইবার গৃহে যাও—

সকলে। সাহাজাদার জয় হোক— প্রস্থান

সিরাজ। এত মিষ্ট এদের এই জয়গান! দীর্ঘশ্বাস—আর্ত্তনাদ—অভিশাপ, আর এই জয়গান! কি একটা ভুলের নদীতে পাল তুলে বেয়ে চ'লেছি এতদিন!

ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থানোদ্যত ও পশ্চাদ্দিক হইতে লুৎফাউন্নিসার প্রবেশ

লুৎফা। সাহাজাদা!

সিরাজ। কে? লুৎফা! কি চাই?

লুৎফা। তিরস্কার না পুরস্কার, যার যা প্রাপ্য সবাই পেয়ে গেল—আমি কেন বঞ্চিত থাকব সাহাজাদা?

সিরাজ। কি তোমার প্রাপ্য লুৎফা! তিরস্কার না পুরস্কার?

লুৎফা। অপরাধিনী আমি, আমার তিরস্কার।

সিরাজ। কি অপরাধ করেছ লুৎফা?

লুৎফা। তবে অভয় দিন সাহাজাদা।

সিরাজ। উত্তম—নির্ভয়ে বল।

লুৎফা। সাহাজাদা, আমি মোহনলালের ভগ্নীকে মারাঠা-বালিকার সন্ধান ব'লে দিয়েছি।

সিরাজ। বাঁদী।

লুৎফা। ব্যস্ত হবেন না সাহাজাদা, আরও আছে; তাকে এই হীরাঝিলে প্রবেশের কৌশল ব'লে দিয়েছি—আর—

সিরাজ। আরও আছে?

লুৎফা। আর মারাঠা-বালিকার উদ্ধারসাধনে বিশেষ সাহায্য হবে মনে ক'রে তাকে আমার পরিচ্ছদটি দিয়েছি।

সিরাজ। তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ ক'রেছ।

লুৎফা। শাস্তি দিন সাহাজাদা।

সিরাজ। এত কপট তুমি! তুমি না আমায় ভালবাস! এই কি তোমার প্রেম!

লুৎফা। আমি অপরাধিনী, শাস্তি দিন।

সিরাজ। না—না—আমার ভ্রম হয়েছে। তুমি যে রমণী—এর চেয়ে বেশী তোমার নিকট আশা করাই আমার মূর্খতা।

লুৎফা। তবে শোন সাহাজাদা; এ কথা প্রকাশ ক'র্‌বার আমার ইচ্ছা ছিল না, আজ তোমার তীব্র পরিহাস আমার মর্ম্মে বিঁধে আমায় উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিয়েছে। সাহাজাদা! রমণীর প্রেম—যা নরকে নন্দন প্রতিষ্ঠা করে, রমণীর প্রেম—যা মরুভূমে সুধার উৎস ছুটিয়ে দেয়, রমণীর প্রেম—যা মৃতদেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে—তা ত তোমার উপহাসের জিনিস নয়। এই রমণীর প্রেমকেই আশ্রয় করে পুরুষের আবিলতা টুটে যায়, কর্ম্মের সাড়া জেগে উঠে—এই রমণীর প্রেমকেই কেন্দ্র ক'রে পুরুষের ধর্ম্মজীবন গ'ড়ে উঠে। সাহাজাদা, আমি তোমায় ভালবাসি—সত্য ভালবাসি—সমস্ত প্রাণ দিয়ে আপনহারা হ'য়ে ভালবাসি। যদিও এ প্রেম-প্রবাহে ঝড় নেই—তুফান নেই—বন্যা নেই—কোলাহল নেই—কলরব নেই—যদিও এ প্রেম-প্রবাহ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নীরবে আপনার পথ বেয়ে ছুটে চলেছে—তথাপি—তথাপি সাহাজাদা, বড় স্বচ্ছ—বড় পবিত্র—বড় নির্ম্মল এ। মিষ্টভাষী স্বার্থান্বেষী চাটুকারদের কুমন্ত্রণায় চালিত হ'য়ে তুমি দিন দিন নরকের পথে ছুটে চলেছ—এক স্তর থেকে অন্য স্তরে সবেগে নেমে যাচ্ছ, এমন কোমল, এমন উদার, এমন মহৎ হৃদয় তোমার অথচ আজ তুমি তোমার প্রকৃতিপুঞ্জের চক্ষে বিভীষিকার মত ভীতিপ্রদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছ—তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বক্ষে একখানা কৃষ্ণ যবনিকা স্বেচ্ছায় টেনে দিচ্ছ;—সাহাজাদা—সাহাজাদা! আমি তোমায় ভালবাসি—বড় ভালবাসি—আমি ত চুপ ক'রে থাকতে পারি না—তুমি ধ্বংসের বুকে লাফিয়ে পড়বে—আমি কেমন ক'রে তা তাকিয়ে দেখব। তাই আজ জীবন পণ ক'রে তোমার স্মৃতিস্তম্ভ থেকে একখানা কৃষ্ণপ্রস্তর সরিয়ে ফেলবার প্রয়াস পেয়েছি।

সিরাজ। বাঃ—বাঃ—লুৎফা—বাঃ বুকখানা ভরে গেল—প্রাণটা আনন্দে উদাস হ'য়ে ঐ দূব নীলিমার গাঢ় বক্ষে ছুটে চলেছে—খোদা, খোদা! সিরাজের পরিণাম কোথায় তা তুমিই জান—কিন্তু দয়াময়, যদি তাকে মরণ দাও, তবে এই বীণার ঝঙ্কারের মাঝে দিও—সে হাসতে হাসতে মরণকে আলিঙ্গন ক'রবে। লুৎফা—

লুৎফা। জনাব—

সিরাজ। প্রিয়তমে!

লুৎফা। আমি অপরাধিনী সাহাজাদা—

সিরাজ। আছে—ঠিক স্মরণ আছে—ঠিক শাস্তি দেব। কাছে এস, কাছে এস প্রিয়ে—হাত ধর, মুখ তোল, চোখে চোখে চাও, বল, ভার নিলে?

লুৎফা। কিসের ভার সাহাজাদা!

সিরাজ। কিসের ভার! এই চঞ্চল অনভিজ্ঞ নাবিক তোমাকে ধ্রুবতারা ক'রে তার জীবনের তরী ভাসিয়ে দিল -পদে পদে তার ভ্রম হবে —প্রতি পদক্ষেপে তার পদস্খলন হবে, তাকে তুমি চালিয়ে নিয়ে যেও, কূলে তুলে দিও, দিও প্রিয়তমে—

লুৎফা। বাঁদী কি এ গুরুভার বইতে পারবে সাহাজাদা?

সিরাজ। কে বাঁদী? তুমি? না, না—তুমি ত বাঁদা নও, আজ থেকে তুমি সিরাজের জীবনের ধ্রুবতারা, সিরাজের প্রাণ আলো-করা জীবন-সঙ্গিনী—না—না—এ যে সেই কালনাগিনী ফৈজীর জাত, চির-অবিশ্বাসিনী। যাও নারী—চ'লে যাও!

লুৎফা। খোদা, খোদা! কেন একবার এই আলোকের উচ্ছ্বাস দেখালে, অন্ধকারকে কেন গাঢ়তর ক'রে দিলে!

প্রস্থান

সিরাজ। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় কি একটা ভুল ক'র্‌ছিলেম! যাক্!

বেগে জনৈক মুসলমান সৈনিকের প্রবেশ

কে? কি চাও?

সৈনিক। সাহাজাদা—সর্ব্বনাশ। বর্গীরা রাজধানীতে ঢুকেছে—জগৎ শেঠের গদী লুঠ ক'রেছে, মুর্শিদাবাদে হাহাকার উঠেছে—

সিরাজ। সে কি! মিরজাফর কি ক'র্‌ছে?

সৈনিক। তাঁকে সংবাদ দিয়েছি, কিন্তু তিনি প্রতিকারের কোন উপায় ক'র্‌লেন না।

সিরাজ। বটে! আমার অশ্ব—

বেগে প্রস্থান। সৈনিক পশ্চাৎবর্ত্তী হইল

তৃতীয় দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ—মিরজাফরের গৃহকক্ষ

মিরজাফর মদ্যপান করিতেছেন। নর্ত্তকীগণ নৃত্য গীতে তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেছে

নর্ত্তকীগণের গীত

আমরা বস্‌রাই ক'টি গুল।
আরব সাগর হইতে ভাসিয়া—
ভারতে পেয়েছি কূল॥
মোদের রূপের ঠমকে বিজলী চমকে,
হেরি লম্বিত বেণী ফণিনী ধমকে;
শুনি তান লহরী, চমকে শিহরি,
পাপিয়া, বুলবুল॥
মোদের মদিরা-জড়িত ঈক্ষণে
মধুর নূপুর-নিক্কণে
প্রেম নির্ঝর—ঝরে ঝর ঝর
প্রেমিকের প্রাণাকুল॥

দূতের প্রবেশ

মিরজাফর। কে? কি চাও?

দূত। এই সাহাজাদার পত্র।

পত্রদান ও দূতের প্রস্থান

মিরজাফর। তোমরা সব কক্ষান্তরে যাও।

নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

এত স্পর্দ্ধা এই বালকের! মারাঠারা জগৎ শেঠের গদী লুণ্ঠন ক'রেছে—আমি তাদের প্রতিরোধ ক'র্‌বার কোন চেষ্টা করি নি—তাই আমার নিকট কৈফিয়ৎ চেয়েছে—আর আগামী কল্য দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে কৈফিয়ৎ দাখিল না ক'র্‌লে প্রকাশ্য দরবারে আমার বিচার ক'র্‌বে ব'লে শাসিয়েছে। এত দম্ভ। আমার কার্য্যের জন্য কৈফিয়ৎ—প্রকাশ্য দরবারে আমার বিচার!!—অসহ্য—অসহ্য!!

অতি সন্তর্পণে গোলাম হোসেনের প্রবেশ

কে—কে?

গোলাম। আস্তে কথা বলুন, আমি গোলাম হোসেন।

মিরজাফর। গোলাম হোসেন! তুমি! এখানে—আমার গৃহে এ ভাবে!

গোলাম। প্রয়োজন আছে। এ কক্ষ নির্জ্জন ত?

মিরজাফর। এ কি গোলাম হোসেন—তুমি অমন ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'র্‌ছ কেন?

গোলাম। কেন? প্রতিপদক্ষেপে সিরাজের অনুচরেরা আমার অনুসরণ ক'র্‌ছে। ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের মত তারা আমার শোণিত সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছে, রজনীর অন্ধকারে গা ঢেকে চ'লে এসেছি—হাওয়ার শব্দে চমকে উঠেছি—পাতাটা নড়তে কেঁপে উঠেছি—এ যে কি যাতনা তা আপনি বুঝ্‌বেন না।

মিরজাফর। তুমি ত মারাঠাদের আশ্রয়ে ছিলে। চ'লে এলে কেন ?

গোলাম। আমায় তারা অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে।

মিরজাফর। তাড়িয়ে দিয়েছে! কেন—কেন ?

গোলাম। শুনবেন তবে খাঁসাহেব, সে অত্যাচারের কথা। আমিই সন্ধান দিয়ে—আমিই অগ্রণী হ'য়ে জগৎ শেঠের কুঠি লুঠ করিয়ে তাদের হাতে দু'কোটি মুদ্রা তুলে দিলেম—আর পুরস্কার বলে তারা আমাকে তা হ'তে এক কপর্দ্দকও দিল না—অর্দ্ধাংশ দাবী ক'রেছিলেম ব'লে ভাস্কর পণ্ডিত আমায় স্বজাতিদ্রোহী ব'লে পদাঘাতে দূর ক'রে দিল।

মির। সে কি!

গোলাম। খাঁসাহেব, সে কথা স্মরণ ক'রলেও আমার প্রতি লোমকূপে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়। এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে না পারলে আমি উন্মাদ হব! (সহসা মিরজাফরের পদতলে পড়িয়া) আপনি আমায় আশ্রয় দিন খাঁসাহেব—সিরাজের খড়্গা থেকে আমায় রক্ষা করুন।

মির। (স্বগত) সিরাজকে আমি ভাল জানি। কৈফিয়ৎ না দিলে সে আমায় সহজে ছাড়বে না—এ সময় এই গোলাম হোসেন আমার অনেক কাজে লাগ্‌বে। (প্রকাশ্যে) উত্তম, গোলাম হোসেন, তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি তোমাকে আশ্রয় দিচ্ছি!

গোলাম। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু—

মির। আবার কিন্তু কি ?

গোলাম। যদি সিরাজের অনুচরেরা এখানেও আমাকে আক্রমণ করে—

মির। তার জন্য চিন্তা নেই। এই পত্র দেখ—

গোলাম। এ কি! আপনার নিকট কৈফিয়ৎ চেয়েছে। কি অসীম সাহস!

মির। শুদ্ধ তাই নয় গোলাম হোসেন, শেষ পর্য্যন্ত প'ড়ে দেখ, কৈফিয়ৎ না দিলে প্রকাশ্য দরবারে আমার বিচার ক'র্‌বে ব'লে ভয় দেখিয়েছে।

গোলাম। তাই ত! কি স্পর্দ্ধা! তারপর খাঁসাহেব—কি ক'র্‌বেন?

মির। এখনও কিছু স্থির করি নি—

গোলাম। শুনুন খাঁসাহেব, আপনার আমার একই স্বার্থ—একই উদ্দেশ্য। উভয়েই সিরাজের নিধন চাই। নবাব আলিবর্দ্দি উড়িষ্যায়—সৈন্য সব আপনার অনুগত—আপনি সিপাহশালার, আপনার হাত থেকেই তারা তাদের বেতন পায়। এই চমৎকার সুযোগ—আসুন কাল প্রত্যুষেই আমরা দুর্গ আক্রমণ করি। আপনার নিকট কৈফিয়ৎ চেয়েছে, কামানের জ্বলন্ত গোলায় কৈফিয়ৎ দিন খাঁসাহেব। তারপর প্রভাতের বিহগকাকলির সঙ্গে ঐ বাঙ্গালার মস্‌নদ আপনার গুণগান ক'রে উঠবে—আমিও মুক্তির নিশ্বাস ফেলে মাথা খাড়া ক'রে বালারুণকে অভিবাদন ক'র্‌ব!

মির। তাই ত—

গোলাম। ভাব্‌বার কিছুই নেই খাঁসাহেব। সিরাজকে আপনি বেশ চেনেন। বালকের লাঞ্ছনা থেকে যদি নিজেকে রক্ষা ক'রতে চান, তবে সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ ক'রে কার্য্যক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। তারপর মারাঠাশিবিরে আমি সংবাদ পেয়েছি যে নবাব আলিবর্দ্দি উড়িষ্যা-বিদ্রোহ দমন ক'রে মুর্শিদাবাদ যাত্রা ক'রেছেন। আর বিলম্ব ক'র্‌বার অবসর নেই। যদি কিছু ক'র্‌তে চান, কাল প্রত্যুষেই ক'রতে হবে, নইলে আর সময় হবে না।

মির। বিফল হ'লে কিন্তু—

গোলাম। বিফল হবেন! বলেন কি খাঁসাহেব। আপনার আহ্বান শুনলে এমন কোন সৈনিক আছে যে আপনার পতাকাতলে

এসে না দাঁড়াবে। কার এ দুঃসাহস হবে যে আপনার বিপক্ষে কৃপাণ তুলবে? এই মুহূর্ত্ত থেকে আমাদের কাজ কর্‌তে হবে—আসুন খাঁসাহেব।

মির। চল।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

হিরাঝিল—কক্ষ

সিরাজ

সিরাজ। ছুটে যা—আরও উন্মাদ নর্ত্তনে—আরও প্রমত্ত বিক্রমে তরঙ্গভঙ্গে ছুটে যা—চেয়ে দেখ্, ঐ সিরাজ একাকী—ঐ সীমাহীন অন্তহীন মৃত্যুর মত করাল সাগরের মাঝে সিরাজ একাকী—একেবারে একাকী। আজ তার শির রক্ষার্থে একখানা তরবারি গর্জ্জে উঠে না—আজ তার অনুগ্রহ ভিক্ষা ক'র্‌তে কেউ লালায়িত হ'য়ে ছুটে আসে না—মার—ডুবিয়ে-চুবিয়ে মার তাকে—হায় মাতামহ, কতবার তোমাকে সতর্ক ক'রেছি, তুমি বালকের প্রলাপ ব'লে উপেক্ষা ক'রেছ। তোমার সরল উদার দৃষ্টি মিরজাফরের নারকী ছলনা-জাল ভেদ ক'রবে কি ক'রে? যদি তাকে চিন্‌তে, যদি তার স্বরূপ-দৃষ্টি একবারও দেখ্‌তে পেতে, যদি স্বপ্নেও জান্‌তে যে তোমার ঐ মহিমময় মস্‌নদের শুভ্র-দীপ্তি কি ভাবে তার ক্রূর দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিয়েছে—যদি একবারও বুঝ্‌তে যে কত লোলুপ তার লোল-রসনা তোমার নয়ন-পুত্তলি সিরাজের উষ্ণ-শোণিত পান ক'র্‌তে, তবে আজ সেই কুচক্রী কূট নারকীকে তোমার মস্‌নদের রক্ষী ক'রে—তোমায় সিরাজের অভিভাবক ক'রে তুমি নিজের বুকে কুঠার হান্‌তে না—এ নিমকহারামী—এ বিশ্বাসঘাতকতা অসহ্য, একেবারে অসহ্য। একবার সেই ভণ্ড বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহীকে

শৃঙ্খলিত ক'রে দাদুসাহেবের সম্মুখে হাজির ক'র্‌তে পার্‌তেম—তার মুখোসখানি একবার খুলে দাদুসাহেবের সম্মুখে ধর্‌তে পার্‌তেম! না, তা হবার নয়—তা হবার নয়। সাহাজাদা আজ আর কেউ নয়—তার আহ্বানে আজ একটা রক্ষীও সাড়া দেয় না—কেউ নেই—আজ আমার কেউ নেই—

মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। কেন সাহাজাদা? আপনার এই বান্দা আছে।

বিপরীত দিক হইতে মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। আর এই বাঁদী আছে।

সিরাজ। এ্যাঁ—কে তোমরা? কে, মোহনলাল! আর তুমি?

মাধুরী। এরই মধ্যে ভুলে গেলে চ'লবে কেন সাহাজাদা!

সিরাজ। হুঁ—চিনেছি, তুমি মোহনলালের ভগ্নী। তোমরা যে মিরজাফরের সঙ্গে যোগ দাও নি? তোমরা যে বিদ্রোহ কর নি?

মোহন। পেরে উঠি নি জনাব। সাহাজাদার করুণা এখনও ভুলতে পারি নি।

সিরাজ। হুঁ—মোহনলাল, ভাইবোনে ত ছুটে এসেছ, কি ক'রতে পারবে তোমরা?

মোহন। জানি না—জান্‌বার প্রয়োজনও নেই। এই বুঝে ভাই-বোনে ছুটে এসেছি যে সাহাজাদার জন্য মর্‌তে ত পারব।

সিরাজ। হাঁ—তা খুব পার্‌বে! ম'র্‌বার সুযোগের অভাব হবে না!

মোহন। সাহাজাদা! আদেশ করুন।

সিরাজ। কে কাকে আদেশ ক'র্‌বে মোহনলাল। সাহাজাদার আদেশ ক'র্‌বার দিন চ'লে গেছে। দুর্গে একটী প্রহরী নেই—একজন সৈন্য নেই—সব বিদ্রোহ-ছাউনিতে। আমি তুফানের মাঝে মাঝ-দরিয়ায়

হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছি। ঐ দুর্গের চাবি রয়েছে, ইচ্ছা হয় নিয়ে যাও—আমায় কোন কথা জিজ্ঞেস ক'র না।

মোহন। বেশ, এই আমি দুর্গের চাবি গ্রহণ করলেম।

সিরাজ। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার হিন্দু! কিসে হাত দিচ্ছ তা জান? ঐ চাবির মধ্যে কি লুকান রয়েছে তা জান?

মোহন। কি সাহাজাদা?

সিরাজ। বৃদ্ধ আলিবর্দ্দির শুভ্র শির।

মোহন। মহেশ্বর! একটি দিনের জন্য আমাদের হৃদয়ে লক্ষ প্রলয়ের প্রমত্ত সাহস দাও—আমার বাহুতে কোটী মত্তমস্তীর শক্তি দাও! সাহাজাদা। এই মোহনলালের মৃতদেহ পদদলিত না ক'রে কার সাধ্য দুর্গের ভিতর একপদ অগ্রসর হবে?

সিরাজ। উত্তম—তবে দুর্গে যাও।

মোহন। আপনি?

সিরাজ। আমি হীরাঝিলে ব'সে ঝটিকার গতি নিরীক্ষণ ক'রব।

মোহন। সে কি! আমার খুব আশঙ্কা হচ্ছে সাহাজাদা, যে আপনার সন্ধানে প্রথমেই তারা এই—

সিরাজ। হীরাঝিল আক্রমণ ক'রবে। কেমন? তা আমি অবিশ্বাস করি না।

মোহন। তবে?

সিরাজ। পালিয়ে যাব—পালিয়ে যাব মোহনলাল? নবাব আলিবর্দ্দির দৌহিত্র আমি—মস্‌নদের ভাবী অধীশ্বর আমি—আমি প্রাণভয়ে শৃগালের মত পালিয়ে যাব! না, তা হবে না—প্রাণান্তেও আমি হীরাঝিল থেকে এক পাও নড়্‌ব না।

মোহন। তবে উপায় সাহাজাদা?

সিরাজ। সে আমি জানি না—জান্‌তেও চাই না।

মোহন। মাধুরী!

মাধুরী। দাদা—

মোহন। এখন উপায়? সাহাজাদাকে একাকী এই হীরাঝিলে রেখে যাব!

মাধুরী। তুমি একাকী দুর্গ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না?

মোহন। মহেশ্বর জানেন।

মাধুরী। তবে তুমি যাও দুর্গ রক্ষা কর গে—সাহাজাদার ভার আমি নিচ্ছি।

মোহন। পারবি বোন?

মাধুরী। মহেশ্বর জানেন।

মোহন। তবে তাই হ'ক। সাহাজাদা—

সিরাজ। কি মোহনলাল?

মোহন। আমি চল্লেম। যদি না ফিরি, আর যদি মাধুরী জীবিতা থাকে (কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল) তার কথা ভাববার আর কেউ নেই সাহাজাদা—

মাধুরী। আশীর্ব্বাদ কর দাদা, যেন প্রাণ দিয়েও সাহাজাদাকে রক্ষা ক'র্‌তে পারি। মোহনলালকে প্রণাম করিল—

মোহনলালের প্রস্থান

সিরাজ। কোন্ নন্দন আঁধার ক'রে এই দু'টি শাপভ্রষ্ট দেবশিশু সংসারে নেমে এসেছে!

মাধুরী। কি ভাবছেন সাহাজাদা—

সিরাজ। কিছু না। শুধু তোমাদের দেখ্‌ছি—

মাধুরী। শুনেছি সাহাজাদা, এই হীরাঝিলের কোন এক কক্ষে বৃদ্ধ নবাবসাহেবকে বন্দী ক'রে আপনি অর্থসংগ্রহ ক'রেছিলেন—

সিরাজ। হাঁ, মাতামহ গোলকধাঁধায় পড়েছিলেন—নিষ্ক্রমণের

কৌশল জানতেন না—তাই আমীর ওমরাহগণ প্রভূত অর্থ দিয়ে নবাব-সাহেবের মুক্তি ক্রয় করেন।

মাধুরী। কঙ্কটি আমায় একবার দেখাবেন সাহাজাদা—

সিরাজ। কেন?

মাধুরী। আমার প্রয়োজন আছে।

সিরাজ। উত্তম, এস।

পঞ্চম দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ দুর্গ-প্রাকার

মোহনলাল

মোহন। বার বার বিদ্রোহীরা দুর্গ-প্রবেশের প্রয়াস পেয়েছে—বার বার কামানের সাহায্যে আমি তাদের প্রতিহত ক'রেছি—কিন্তু এবার? ঐ তারা আবার রাক্ষসের মত ধেয়ে আস্‌ছে—কিন্তু আর ত আমার বারুদ নেই—বারুদ যোগাবার দ্বিতীয় সহকারী নেই—এইবার—এইবার দুর্গ মিরজাফরের করতলগত হবে—হারেমের পবিত্রতা লুণ্ঠিত হবে—সাহাজাদার জীবন যাবে। ঐ ঐ তারা আবার পঙ্গপালের মত ছুটে আসছে—কি ক'র্‌ব—কোথায় বারুদ পাব?

লুৎফাউন্নিসার প্রবেশ

লুৎফা। এত বারুদ আমি তোমায় দিতে পারি সৈনিক, যে তা দিয়ে তুমি সমগ্র ভারত জয় ক'রতে পার।

মোহন। এ্যাঁ! বারুদ আছে—বারুদ আছে—কোথায়—কোথায়?

লুৎফা। দুর্গের দক্ষিণ পার্শ্বে!

মোহন। তবে মা, বারুদ থাকা না থাকা আমার পক্ষে সমান কথা।

লুৎফা। কেন?

মোহন। আমার কোন সহকারী নেই—কে আমায় বারুদ যোগাবে?

লুৎফা। তার জন্য চিন্তা কেন সৈনিক—আমি মাথায় ক'রে বারুদ ব'য়ে আন্‌ছি, তুমি স্ফূর্ত্তি করে কামান দাগ।

মোহন। মা, মা, পার্‌বি কি—এই নবনীত দেহ এত ক্লেশ সইবে কি! তা যদি পারিস্ মা, তবে বোধ হয় আজ দুর্গ রক্ষা হয়।

লুৎফা। সৈনিক! তুমি শ্রান্ত—ক্ষুধার্ত্ত—এই ফলগুলি আহার ক'রে নবীন উদ্যমে সবল দেহে আবার কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়।

মোহন। কে তুই মা কল্যাণময়ী, মূর্ত্তিমতী শুভেচ্ছার ন্যায় সাহাজাদার রক্ষার্থে স্বর্গ থেকে ছুটে এসেছিস্!

লুৎফা। আমায় অপরাধিনী ক'র না পুত্র—আমি সাহাজাদার একজন সামান্যা বাঁদী মাত্র। তুমি আহার কর—আমি বারুদ নিয়ে আসছি।

প্রস্থান

পট পরিবর্ত্তন

দুর্গ-সম্মুখস্থ সমতল ভূমি

গোলাম হোসেন ও মিরজাফরের প্রবেশ

মির। একটা বালকের নিকট এ কি মর্ম্মভেদী পরাজয় গোলাম হোসেন! পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ক'র্‌ছি—আর প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আস্‌ছি—এ কলঙ্কিত মুখ যে লোক সমাজে আর প্রকাশ ক'র্‌তে পার্‌ব না।

গোলাম। আমি সংবাদ পেয়েছি খাঁসাহেব, যে সিরাজ হীরাঝিলে।

মির। হীরাঝিলে!

গোলাম। হাঁ হীরাঝিলে!

মির। তবে দুর্গ থেকে কামান দাগ্‌ছে কারা ?

গোলাম। সিরাজের অনুগৃহীত একটা বর্ব্বর হিন্দু—

মির। কোন্ সাহসে সে দুষমণ আমার বিরুদ্ধাচরণ ক'র্‌ছে—তার কি প্রাণের মায়া নেই! দুর্গ শূন্য ক'রে সবাই আমার আদেশ অবনত মস্তকে পালন ক'র্‌ছে, আর এই হিন্দুটা সিরাজের পাদুকা লেহন ক'র্‌ছে।—গোলাম হোসেন, আমি ক্ষিপ্রগামী অশ্বে হীরাঝিলে গিয়ে এখনই সিরাজকে বন্দী ক'র্‌ব—তুমি নবীন উদ্যমে আবার দুর্গ আক্রমণ কর। দুর্গ হস্তগত করা চাই—বুঝ্‌লে ?

বিপরীত দিকে উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

হীরাঝিল—কক্ষ

বাঁদীবেশে মাধুরী

মাধুরী। ভাগ্যবিধাতা। বলিহারী তোমার, বিচিত্র বিধান—বাঙালীর মেয়ে আমি, হিন্দুর মেয়ে আমি, কোথায় আজ স্বামী-পুত্র-পরিজন বেষ্টিত হ'য়ে স্বামীর অন্তঃপুরে আবদ্ধ থেকে গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেব না—না, আজ আমি কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় দেশ দেশান্তরে উল্কাবেগে ঘুরে বেড়াচ্ছি—একটা নবাব-পরিবারের ভবিষ্যতের সঙ্গে—একটা মস্‌নদের শুভাশুভের সঙ্গে আজ আমি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, সাহাজাদার জীবন রক্ষার ভার আজ আমার উপর ন্যস্ত! আমার নারীত্বের দিকে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠি। পদশব্দ! তাই ত! ঠাকুর, ঠাকুর—আমায় শক্তি দাও—সাহস দাও—সফলতা দাও—

নেপথ্যে মিরজাফর। কৈ—কোথাও ত মানবের সাড়া শব্দ নেই। বাঁদীগুলো পর্য্যন্ত ভয়ে পালিয়েছে।

মাধুরী। ঐ ঐ তারা আস্‌ছে—হৃদয়, হিমাদ্রির ন্যায় দৃঢ় হও!

দুইজন রক্ষীসহ মিরজাফরের প্রবেশ

মির। এই যে একটা বাঁদী—এই, সিরাজ কোথায়?

মাধুরী। আস্তে কথা বলুন—

মির। কেন?

মাধুরী। সাহাজাদা ঘুমুচ্ছেন—

মির। ঘুমুচ্ছে! মাথার উপর খাঁড়া ঝুল্‌ছে—আর সে ঘুমুচ্ছে। ছোঁড়া যে আমায় তাক লাগিয়ে দিলে!

মাধুরী। জনাবের বিশ্বাস না হয় একটু কষ্ট ক'রে ঐ কক্ষে গিয়ে দেখুন—

মির। ঐ কক্ষে?

মাধুরী। হাঁ জনাব—

মির। উত্তম।

রক্ষীদ্বয় সহ মিরজাফরের প্রস্থান

সহসা সশব্দে অর্গলাবদ্ধ হইল

মাধুরী। ঠাকুর—ঠাকুর—মুখ তুলে চেয়েছ!

নেপথ্যে মির। এ কি!

মাধুরী। হাঃ—হাঃ—হাঃ—এগিয়ে যান—এগিয়ে যান জনাব—আর একটু গেলেই সাহাজাদার দেখা পাবেন—

নেপথ্যে মির। দ্বার রুদ্ধ ক'র্‌লি কেন বাঁদী?

মাধুরী। আজ্ঞে গোলকধাঁধার দ্বার কিনা—ও আপনি রুদ্ধ হয়।

নেপথ্যে মির। এ কি আমরা যে অবরুদ্ধ—

মাধুরী। কতকটা বটে।

নেপথ্যে মির। বাঁদী—এখনও আমাদের পথ মুক্ত কর্, নইলে—

মাধুরী। আজ্ঞে এর মধ্যে আর 'নইলে' নেই—এর এইখানেই শেষ।

নেপথ্যে মির। শয়তানি! তোর কি প্রাণের মায়া নেই?

মাধুরী। একদিন ত মর্‌তেই হবে, মায়া ক'রে আর কি ক'রব জনাব।

নেপথ্যে মির। জানিস এর পরিণাম কি?

মাধুরী। ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না! গর্দ্দভের তাঞ্জামও হতে পারে, শূলের উপর স্বর্গবাসও হ'তে পারে---

সিরাজের প্রবেশ

সিরাজ। কা'র সঙ্গে কথা বল্‌ছ মাধুরী?

মাধুরী। আজ্ঞে তাঁর সঙ্গে।

সিরাজ। তাঁর সঙ্গে!

মাধুরী। আজ্ঞে হাঁ, তাঁর সঙ্গে! তিনি যে এসেছেন!

সিরাজ। কে এসেছে মাধুরী?

মাধুরী। সেই তিনি—যাঁর আস্‌বার কথা ছিল্। বুঝতে পারলেন না? জনাব এসেছেন।

সিরাজ। জনাব এসেছেন! কি বল্‌ছ—তুমি কি ক্ষিপ্ত হ'য়েছ মাধুরী!

মাধুরী। না সাহাজাদা, এখনও ক্ষিপ্ত হই নি, তবে এ আনন্দের উদ্দাম উচ্ছ্বাস আমি আর চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। সাহাজাদা—সাহাজাদা—আপনার দুষমন মিরজাফর খাঁ বাহাদুর আপনার গোলক-ধাঁধায় অবরুদ্ধ।

সিরাজ। এঁ্যা—অবরুদ্ধ—মিরজাফর অবরুদ্ধ!

নেপথ্যে মির। ভেঙ্গে ফেল—এ পাষাণ প্রাচীর চূর্ণ কর! ও! বাঁদীটাকে কেন বন্দী করিনি—এ নির্ব্বুদ্ধিতা!

মাধুরী। ঐ শুনুন সাহাজাদা—পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দূল কেমন গর্জ্জন ক'রছে।

সিরাজ। মাধুরী—মাধুরী, এ যে আমার স্বপ্ন ব'লে মনে হ'চ্ছে। করুণাময়ী—জীবনদাত্রী—

মাধুরী। (নতজানু হইয়া) আমি বাঁদী সাহাজাদা।

সিরাজ। না না—বাধা দিও না—ব'লতে দাও—বুকের এ বোঝা নামাতে দাও—প্রাণের ভিতর আমার সহস্র তরঙ্গ খেল্‌ছে—তোমাদের ভ্রাতাভগ্নীর চরণতলে আজ আমার লুটিয়ে পড়্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে—মা মা—ভাবের উচ্ছ্বাসে আমার ভাষা হারিয়ে গেছে—কি ব'লে প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাব—কি দিয়ে তোমাদের পূজা ক'র্‌ব (নেপথ্যে কোলাহল) ওকি! কিসের শব্দ ?

মাধুরী। খুব সম্ভব বিদ্রোহীরা দুর্গ জয় ক'রে হীরাঝিল আক্রমণ ক'রেছে—সাহাজাদা, এইবার উপায় ?

সিরাজ। সে তুমি জান—

বেগে আলিবর্দ্দি, মুস্তাফা ও সৈনিকগণের প্রবেশ

আলি। সিরাজ—সিরাজ—ভাই ?

সিরাজ। কে ? কে ? দাদুসাহেব ! একি আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি !

আলি। বেঁচে আছিস্—বেঁচে আছিস্ ভাই !

সিরাজ। আমি বেঁচে আছি দাদুসাহেব, কিন্তু আপনার দুর্গ বোধ হয় এতক্ষণে বিদ্রোহীদের করতলগত।

আলি। না সিরাজ—সে আশঙ্কা নেই। আমার প্রত্যাগমন সংবাদ পেয়েই তারা আত্মসমর্পণ ক'রেছে। আর তোমার দুর্গরক্ষিগণ যে ভাবে মুহুর্মুহুঃ অনল বৃষ্টি ক'র্‌ছে—তা'তে দুর্গে প্রবেশ ক'রবে কার সাধ্য।

মুস্তাফা। কত সৈন্য দুর্গ রক্ষা ক'র্‌ছে সাহাজাদা।

সিরাজ। সৈন্য কোথায় পাব খাঁসাহেব—আমার দেহরক্ষিগণ পর্য্যন্ত বিদ্রোহী।

মুস্তাফা। এ্যাঁ! বলেন কি। তবে অগ্নি বৃষ্টি ক'র্‌ছে কারা?

সিরাজ। একজন হিন্দু—নাম মোহনলাল।

মুস্তাফা। একাকী।

নেপথ্যে মির। বাতাস চাই—বাতাস চাই—প্রাচীর ভেঙ্গে ফেল।

আলি। ও কে?

সিরাজ। আপনার পরমাত্মীয় খাঁ মিরজাফর বাহাদুর—

আলি। এ্যাঁ—মিরজাফর বন্দী। এ যে দেখ্‌ছি সেই গোলক-ধাঁধা—মিরজাফরকে মুক্তি দাও সিরাজ। (সিরাজ দ্বার উন্মোচন করিলেন। মিরজাফর বাহিরে আসিল) মিরজাফর, ছিঃ, এ চপলতা কি তোমার সাজে ভাই—

মির। আমি অপরাধী, আমায় মার্জ্জনা করুন জাঁহাপনা।

সিরাজ। মার্জ্জনা! তোমায় মার্জ্জনা! নিমকহারাম বেইমান এই মুহূর্ত্তে তোর শিরশ্ছেদ ক'র্‌ব!

আলি। সিরাজ—ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, বাইরে প্রবল শত্রু, এখন কি এই অন্তর্বিপ্লব শোভা পায়?

সিরাজ। কি ব'ল্‌ছেন দাদুসাহেব! বর্গীরা দিনে দুপুরে মুর্শিদাবাদ ঢুকে নির্ব্বিবাদে জগৎশেঠের গদী লুটে নিয়ে গেল—আর ঐ উৎকোচগ্রাহী বিশ্বাসঘাতক বেইমান তাদের প্রতিরোধ ক'র্‌তে একটি অঙ্গুলীও উত্তোলন করে নি!

আলি। সে কি! জগৎশেঠের কুঠি লুট হ'য়েছে!

সিরাজ। হাঁ দাদুসাহেব। আর ঐ দুরাত্মা সেই লুণ্ঠনে তাদের সাহায্য ক'রেছে।

আলি। মিরজাফর!

মির। অতর্কিতে বর্গী জগৎশেঠের গদী আক্রমণ করে জাঁহাপনা। আমার নিকট সংবাদ আস্‌বার পূর্ব্বেই তারা পালিয়ে যায়।

সিরাজ। মিথ্যা কথা—

মির। তারপর জাঁহাপনা, আমায় লাঞ্ছিত ক'র্‌তে বিনা কারণে সাহাজাদা আমার নিকট কৈফিয়ৎ তলব ক'রেছেন—প্রকাশ্য দরবারে আমার বিচার ক'র্‌তে চেয়েছেন।

আলি। যাক্, যা হবার হ'য়ে গেছে! বাইরে এই প্রবল শত্রু, এখন কি গৃহ-বিবাদ তোমার শোভা পায়!

নেপথ্যে মোহনলাল। সাহাজাদা—সাহাজাদা—

সিরাজ। ঐ মোহনলাল আস্‌ছে। মোহনলাল—মোহনলাল। বেঁচে আছি ভাই—ভয় নেই!

বেগে মোহনলালের প্রবেশ, সর্ব্বাঙ্গ বারুদের কালিতে সমাচ্ছন্ন

মোহন। কই, সাহাজাদা কই?

সিরাজ। এই যে ভাই—এই যে আমি!

মোহন। আজকার মত দুর্গ রক্ষা হ'য়েছে—শৃগালের মত তারা পালিয়ে গেছে।

সিরাজ। সাবাস্ মোহনলাল! দাদুসাহেব, এই মাধুরী আজ মিরজাফরের উদ্যত খড়্গ হ'তে আপনার সিরাজের জীবন রক্ষা ক'রেছে, আর এই মোহনলাল একাকী বিদ্রোহীদের হটিয়ে দিয়ে আপনার দুর্গ রক্ষা ক'রেছে!

মোহন। না জনাব, আমি দুর্গ রক্ষা করি নি।

সিরাজ। তবে?

মোহনলাল। দুর্গ রক্ষা ক'রেছেন, আমার মা, সমস্ত দিন মাথায় ক'রে বারুদ বহন ক'রে—

সিরাজ। কে সে মোহনলাল?

মোহন। জানি না সাহাজাদা, সেই দেবকন্যার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি যদি একবার দেখতেন, জীবন আপনার ধন্য হ'ত। সুগৌর তনুখানি বারুদে কাল হ'য়ে গেছে—যেন চন্দ্রমাকে কাল মেঘে ছেয়ে ফেলেছে—সর্ব্বাঙ্গে ধারায় স্বেদবারি বিনির্গত হ'চ্ছে, অথচ ক্লান্তি নেই—কাতরতা নেই—চক্ষে সেই অলৌকিক দীপ্তি—মুখে সেই অপার্থিব হাসির অমিয় ধারা।

আলি। দেখাতে পার বীর, একবার সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!

লুৎফাউন্নিসার প্রবেশ

লুৎফা। বাঁদীর সেলাম পৌছে জাঁহাপনা।

মোহন। এই যে স্মরণমাত্রই মা আমার উপস্থিত হ'য়েছেন—

সিরাজ। এ কি! লুৎফা—লুৎফা—তুমি! তুমি দুর্গরক্ষায় মোহনলালকে সাহায্য ক'রেছ!

আলি। (স্বগত) হাঁ, যোগ্য বটে। এতদিন যা খুঁজেছি, এতদিন যা চেয়েছি, এইবার তা পেয়েছি। (প্রকাশ্যে) এদিকে এস ত মা—বল ত মা, কি তোমার কার্য্যের যোগ্য পুরস্কার?

লুৎফা। দাতা দান ক'র্‌বেন—সে বিচার জাঁহাপনার। তবে পুরস্কারের প্রত্যাশায়—

আলি। তবে কেন গিয়েছিলি পাগলি বারুদ বইতে—সোনার বরণে কালি মাখ্‌তে? (নীরব)—হাঃ—হাঃ—সিরাজ, কি দিয়ে এই বাঁদীটাকে পুরস্কৃত ক'রব?

সিরাজ। জাঁহাপনার যা অভিরুচি।

আলি। উত্তম, তবে শোন মা, আলিবর্দ্দির ভাণ্ডারে একটি অমূল্য রত্ন আছে, যা সে এতদিন যক্ষের মত পাহারা দিয়ে রক্ষা ক'রেছে—

নিজের কলিজার চেয়ে যাকে ভালবেসেছে—আজ তোমাকে আমি সেই রত্ন দেব—তোমায় দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব! সিরাজ স্নেহপুত্তলী আমার!—রাজলক্ষ্মীর সন্ধান পেয়ে আর তাকে ছেড়ে দেব না ভাই, বেঁধে নে—প্রেমের অচ্ছেদ্য ডোরে বেঁধে নে—

সিরাজ ও লুৎফা নতজানু হইল

তোদের জীবন কুসুম কোমল হোক।

লুৎফা। (স্বগত) সার্থক এ জীবন।

আলি। মোহনলাল!

মোহন। জাঁহাপনা!

সিরাজ। দাদুসাহেব, যদি অনুমতি হয়, মোহনলালকে আমি পুরস্কৃত ক'রব।

আলি। উত্তম।

সিরাজ। মোহনলাল, তোমার যোগ্য পুরস্কার বাঙ্গালার রাজ-ভাণ্ডারে নেই, তবে সিরাজের অকৃত্রিম প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ, এই নাও ভাই সিরাজের উষ্ণীষ—আজ থেকে তুমি রাজা মোহনলাল—পঞ্চ সহস্র মুদ্রার জায়গীরদার—আর পাঁচ হাজারি মন্‌সবদার।

মুস্তাফা। (স্বগত) সাহাজাদা যে মুক্তহস্ত—

মোহন। এ বান্দার উপর সাহাজাদার অসীম করুণা—

সিরাজ। আর মাধুরী—

মাধুরী। মাতৃসম্বোধন ক'রেছ সাহাজাদা, আর কি পুরস্কার দেবে?

আলি। হাঁ বেটি—আজ থেকে তুই আলিবর্দ্দির কন্যা।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আলিবর্দ্দির মন্ত্রণা কক্ষ

আলিবর্দ্দি, মিরজাফর, মুস্তাফা, সভাসদগণ ইত্যাদি

আলি। উড়িষ্যার জন্য আর আমাদের বিব্রত হ'তে হবে না—দুর্দ্দান্ত বাখর খাঁ যুদ্ধে নিহত হ'য়েছে। এইবার মারাঠা যুদ্ধে আমরা পূর্ণ দৃষ্টি দিতে পারব। বিশেষ আশঙ্কা হ'য়েছিল আমার, যে হয় ত এই রণশ্রান্ত সেনাদল নিয়ে সমর ক্ষেত্রে ধাবিত হ'তে হবে—কিন্তু মেহেরবান খোদা আমার সে মুস্কিলেরও আসন ক'রেছেন। দশভূজার পূজা উপলক্ষে মারাঠা-সর্দ্দার চার দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিতের প্রস্তাব ক'রে আমার নিকটে দূত পাঠিয়েছিল, আমি সানন্দে তাতে রাজি হ'য়েছি।

মুস্তফা। কই, এ বিষয়ে আমাদের ত কিছু বলা হয় নি—

আলি। ব'লবার প্রয়োজন মনে করি নি—কারণ প্রথমতঃ শত্রুই হ'ক, আর সুহৃদই হ'ক, কারও ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাতে আমি কখনও ইচ্ছা করি না—

মুস্তাফা। শয়তানের আবার ধর্ম্মকার্য্য!

আলি। তারপর এই চার দিন বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে আমাদের রণশ্রান্ত সৈন্যগণ আবার পূর্ণ তেজে সমর ক্ষেত্রে ধাবিত হবে।

মুস্তাফা। আমি বলি জাঁহাপনা, এই উড়িষ্যাজয়ের নেশা—এই রণোন্মাদনা থাকতে থাকতে যদি আমি এই সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে দিতে পারি, এরা অসাধ্য সাধন ক'রবে। ক্ষমা ক'রবেন জাঁহাপনা, কর্ম্মের জীবনে যদি একবার অলসতা প্রবেশ ক'রবার সুযোগ পায়, তবে

আবার তাকে কর্ম্মস্রোতে ছুটীয়ে দিতে কতটা সময় যাবে তা একবার বিবেচনা ক'রে দেখ্বেন। তুচ্ছ উড়িষ্যা যুদ্ধে যার রণক্লান্তি এসেছে সে কি কখনও কোন সমরে বিজয়মাল্য ধারণ ক'র্বার আশা ক'র্তে পারে জাঁহাপনা! আফগান আমরা, আমাদের ধারণা এই যে, অস্ত্র ব্যবসায়ী যারা, সুখশান্তি উপভোগের জন্য বা কুসুম কোমল শয্যায় শয়ন ক'র্বার জন্য তারা সংসারে আসে নি—তারা জন্মেছে পর্ব্বতের মত অটল দেহ নিয়ে এক একটি ধূমকেতুর মত—আহার নেই—নিদ্রা নেই—বিশ্রাম নেই—উদ্দাম গতিতে ছুট্বে—সম্মুখে যা দেখ্বে চূর্ণ ক'র্বে বা নিজে চূর্ণ হবে। এই আদর্শে গঠিত আমার এই আফগানবাহিনী—রণস্থল তাদের বিশ্রাম ক্ষেত্র, আততায়ীদের মৃতদেহ তাদের প্রিয় উপাধান—বিজয়গৌরব তাদের শ্বাস বায়ু। উড়িষ্যার ক্ষুদ্র যুদ্ধে তাদের সমর-লিপ্সা তৃপ্ত হয় নি, তাই মারাঠা সমরে ঝাঁপিয়ে পড়্বার জন্য তারা রুদ্ধশ্বাসে শুধু আমার আদেশের অপেক্ষা ক'র্ছে। বলুন ত খাঁসাহেব—এখন কি তাদের নিবৃত্ত ক'র্তে পারি?

মিরজাফর। তা হ'লে আপনার সম্ভ্রম হারাবেন—

মুস্তাফা। নিশ্চয়—আজ যদি তাদের এই পূর্ণ উদ্যমে হতাশার বিষ পুরে দিয়ে আমি তাদের দমিয়ে দি, কাল কি কখনও তারা আমার একটী ইঙ্গিতে ভরা বুকে মরণকে বরণ ক'র্তে ছুটে যাবে—হজরতের ন্যায় মান্য ক'রে আমার আদেশে জ্বলন্ত অনলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্বে! না, জাঁহাপনা, যুদ্ধ কখনও স্থগিত থাক্তে পারে না।

আলি। আমি মারাঠা-সর্দ্দারের প্রস্তাবে সম্মত হ'য়েছি মুস্তাফা—

মুস্তাফা। কি আসে যায় তা'তে জনাব! রাক্ষসের মত যে নিরীহ প্রকৃতিপুঞ্জের অস্থি চর্ব্বণ ক'র্ছে—শয়তানের মত যে এই সুখ-সুপ্ত রাজ্যের শান্তি সমৃদ্ধি বিলুপ্ত ক'র্ছে, তার আবার প্রস্তাব—আর তাতে সম্মতি!

আলি। তা হয় না মুস্তাফা—

মুস্তাফা। উত্তম, আপনার বাক্য প্রত্যাহার করুন—

আলি। সে কি হয় মুস্তাফা!

মুস্তাফা। তবে শুনুন জাঁহাপনা, ইচ্ছে হয়, আপনি সে মারাঠা-দস্যুর প্রস্তাবে সম্মত হ'তে পারেন, আমি কালবিলম্ব না ক'রে তাকে আক্রমণ ক'র্‌ব—বাঙ্গালা থেকে তাকে দূরীভূত ক'র্‌ব।

আলি। শত মুখে আমরা তোমার রণদক্ষতা ও নির্ভিকতার প্রশংসা করি ব'লে আমাদের প্রতি বাক্যে প্রতি কার্য্যে প্রতিবাদ ক'রে আমাদের অপ্রীতিভাজন হওয়া বোধ হয় তোমার পক্ষে সমীচীন হ'চ্ছে না মুস্তাফা।

মুস্তাফা। ক্ষমা ক'র্‌বেন জনাব। প্রীতিভাজন হ'তে তোষামোদ বা চাটুবচনে জাঁহাপনার মনোরঞ্জন ক'র্‌তে মুস্তাফা খাঁ অভ্যস্ত নয়!

আলি। মুস্তাফা খাঁ! তুমি উত্তেজিত হ'য়েছ—

মুস্তাফা। না জনাব, উত্তেজিত হই নি; তবে এ কলিজার জোর মুস্তফা খাঁর আছে জাঁহাপনা যে, মানুষ ত ছার, প্রয়োজন হ'লে খোদার সাম্‌নে দাঁড়িয়েও স্পষ্ট সহজ সরল সত্য মুক্ত-কণ্ঠে ব্যক্ত ক'র্‌তে পারে।

সিরাজের প্রবেশ

সিরাজ। আর বাঙ্গালার রাজশক্তিও এত হীনবল হয় নি উদ্ধত আফগান, যে একটা সৈন্যাধ্যক্ষের রক্তচক্ষু দেখে বাঙ্গালার নবাব তার বাক্য প্রত্যাহার ক'র্‌বেন। শোন মুস্তাফা খাঁ, আগামী কল্য হ'তে চার দিন যুদ্ধ স্থগিত থাক্‌বে, এই নবাবসাহেবের আদেশ—বুঝে কাজ ক'র।

আলি। না, হবার নয়—সরফরাজের উষ্ণশ্বাস বৃথা হবে না—সে আর্ত্তনাদ বৃথা যাবে না—যেতে পারে না—

সিরাজের সহিত প্রস্থান

মিরজাফর। তারপর খাঁসাহেব!

মুস্তাফা। কিসের পর?

মিরজাফর। এখন কি কর্‌বেন ?

মুস্তাফা। কি কর্‌ব ! মারাঠা কুক্কুরের সেই প্রত্যাখ্যানের অপমান আজও আমি ভুলি নি—সে ক্ষত আজও তেমনি তীব্র, তেমনি সতেজ, তেমনি বিষাক্ত ! ভেবেছেন কি খাঁসাহেব, যে ঐ অপদার্থ অর্ব্বাচীনটার নিষ্ফল দম্ভ আমার সঙ্কল্পচ্যুত কর্‌বে। এই মুহূর্ত্তে আমি সে মারাঠা-দস্যুকে আক্রমণ কর্‌ব—পদাঘাতে তাকে বাঙ্গালা থেকে বিতাড়িত কর্‌ব—সেই অপমানের যোগ্য প্রতিশোধ নেব।

প্রস্থান

মির। গোঁয়ার আফগানটা বেশ ক্ষেপে উঠেছে—জ্বলুক আগুন, ধূধূ ক'রে জ্বলে উঠুক—বাঙ্গালার মস্‌নদ—দেখা যাক্‌।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

দাঁইহাট—গঙ্গাতীর

দশভূজা মূর্ত্তি

ভাস্কর সম্মুখে বসিয়া চণ্ডী পাঠ করিতেছেন—মারাঠা সৈনিকগণ কেহ নদীতে সাঁতার দিতেছে—কেহ চণ্ডী শুনিতেছে—কেহ গল্প করিতেছে, কেহ ঘুমাইতেছে

ভাস্কর। চণ্ডীকে সততং যুদ্ধে জয়ন্তী, পাপনাশিনী
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি ॥
বিদেহি দেবি কল্যাণং বিদেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্‌,
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি ॥
বিদেহি দ্বিষতাং নাশং বিদেহি বলমুচ্চকৈঃ,
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি ॥
সুরাসুর শিরোরত্ন নিঘৃষ্ট চরণাম্বুজে
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি ॥

নেপথ্যে কামানধ্বনি—সকলে চমকিয়া উঠিল

ভাস্কর। একি! কিসের শব্দ! কামান গর্জ্জন!

বেগে তানোজীর প্রবেশ

তানোজী। পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী—সর্ব্বনাশ—নবাবসৈন্য আমাদের আক্রমণ ক'রেছে—

ভাস্কর। এঁ্যা! সে কি! নবাব যে চার দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখ্‌তে তাঁর সম্মতি জানিয়েছেন।

তানোজী। প্রতারণা—সব প্রতারণা?

ভাস্কর। প্রতারণা! তুমি ব'ল্‌ছ কি তানোজী!

তানোজী। পণ্ডিতজী—বিপুল সেনাদল নিয়ে সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ আমাদের ঘিরে ফেলেছে।

ভাস্কর। প্রতারণা—এত বড় প্রতারণা! ওঃ, কেন এই শয়তানের বাক্যে আস্থা স্থাপন ক'রেছি—কি ভুল ক'রেছি! (পুনরায় কামানধ্বনি) এ যে—এ যে আরও নিকটে—আরও নিকটে! তানোজী, এখন উপায়?

তানোজী। পালিয়ে যাওয়া—

ভাস্কর। পালিয়ে যাওয়া!

তানোজী। হাঁ পণ্ডিতজী—অতর্কিতে আক্রান্ত আমরা—যে যে-দিকে পারে পালিয়ে যাক্—আত্মরক্ষা করুক—তা ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

ভাস্কর। তানোজী—তানোজী—মায়ের ভুবন-আলো-করা হাসি দেখে এখনও যে আমার আশা মেটে নি—ঐ রাতুল চরণতলে প্রাণের আকুল কাতরতা নিবেদন ক'রে এখনও যে আমার তৃপ্তি হয় নি—এখনও যে মা আনন্দময়ীর পূজা সাঙ্গ হয় নি—কেমন ক'রে আমি পালিয়ে যাব! মা—মা—এ কি ক'র্‌লি—এ কি ক'র্‌লি পাষাণী—এই শতধাদীর্ণ বক্ষে সহস্র বাসনা নিয়ে ব্যাকুল উৎসুক নয়নে সারাটী বছর পথের দিকে চেয়ে আছি—যদি দয়া ক'রেছিস মা—যদি এসেছিস মা, কেন তবে আজ এই

মহাষ্টমীর পূর্ণ মিলনানন্দে বিজয়ার বিষাদ কালিমা ঢেলে দিলি! তানোজী—তানোজী! আমি ব্রাহ্মণত্ব হারিয়েছি—এ যজ্ঞোপবীত আজ শক্তিহীন—গায়ত্রী আজ ব্যর্থ—নইলে মায়ের পূজায় বিঘ্ন হবে কেন?

পুনরায় কামানধ্বনি

তানোজী। ঐ, আবার নবাবী ফৌজের বিজয়-গর্জ্জন! পণ্ডিতজী, আর বিলম্ব ক'র্‌লে পলায়নের পথ রুদ্ধ হবে।

ভাস্কর। পালাও—যে যে-দিকে পার পালিয়ে যাও।

তানোজী। আপনি?

ভাস্কর। মায়ের প্রতিমা ফেলে—পূজা অসম্পূর্ণ রেখে কোথায় পালাব তানোজী?

তানোজী। থেকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বেন—থেকে কি পূজা সাঙ্গ ক'র্‌তে পার্‌বেন?

ভাস্কর। তা পার্‌ব না সত্য—কিন্তু মর্‌তে পার্‌ব।

তানোজী। ম'রে লাভ? ম'র্‌লে কি আপনি প্রতিমার পবিত্রতা রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌বেন—পূজা সমাপ্ত ক'র্‌তে পা'র্‌বেন? তা যদি পারেন, তবে আপনি একা ম'র্‌বেন কেন পণ্ডিতজী, আমরা সবাই ম'র্‌ব।

ভাস্কর বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন

তানোজী। যে ভাবেই হ'ক, আজ বাঁচতেই হবে পণ্ডিতজী।

ভাস্কর। বাঁচতে হবে?

তানোজী। হাঁ বাঁচতে হবে। বিশ্বাস ক'রে পদে পদে ঠ'কেছি—পদে পদে প্রতারিত হ'য়েছি—পদে পদে নিগৃহীত হ'য়েছি—প্রতিশোধ নিতে হবে, পণ্ডিতজী—কঠোর প্রতিশোধ নিতে হবে।

ভাস্কর। হাঁ, যদি বাঁচি, তবে এর প্রতিশোধ নেব! কিন্তু এই প্রতিমা?

তানোজী। বিসর্জ্জন দিয়ে মাকে লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করুন!

ভাস্কর। বিসর্জ্জন দেব—বিসর্জ্জন দেব—অষ্টমীতে বিসর্জ্জন দেব !!

তানোজী। তা ভিন্ন এঁর পবিত্রতা রক্ষার অন্য উপায় নেই! এখনই বিধর্ম্মীর করস্পর্শে কলুষিত হবে।

ভাস্কর। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রেছি—পূজা সাঙ্গ হয় নি, চণ্ডীপাঠ আরম্ভ ক'রেছি, সমাপ্ত হয় নি—বিসর্জ্জন—দেব—অষ্টমীতে বিসর্জ্জন দেব !

সহসা একটা গোলা পড়িয়া একটী সৈনিককে আহত করিল
সৈনিক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

তানোজী। পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী! আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র্‌বেন না, দ্বিধা ক'র্‌বার সময় নেই—ঐ দেখুন নবাব-সৈন্য কত নিকটে, সত্বর প্রতিমা বিসর্জ্জন দিন—সত্বর পলায়ন করুন—নইলে আমাদের সঙ্গে এই প্রতিমাও গোলার আঘাতে চূর্ণ হবে।

ভাস্কর। কি! চূর্ণ হবে—মায়ের প্রতিমা চূর্ণ হবে—গোলার আঘাতে চূর্ণ হবে! মা—মা—দশভুজা—তুই ত খড়মাটির পুতুল ন'স্! ভাস্কর যে এই প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে তোর পূজা ক'রেছে। রক্ষা কর্ মা, নিজেকে রক্ষা কর্—মা মা দনুজদলনী, ত্রিনয়নে কোটী সূর্য্যের দীপ্ত কিরণ ছড়িয়ে প্রলয়ের হুঙ্কারে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে সংহার মূর্ত্তিতে একবার দাঁড়া দেখি মা করালিনী! কি, নীরব রইলি—নীরব রইলি পাষাণী! তবে কি—তবে কি ভাস্করের প্রাণ প্রতিষ্ঠা—ভাস্করের পূজা অর্চ্চনা—ভাস্করের যাগ, যজ্ঞ, হোম—ভাস্করের গায়ত্রী উচ্চারণ—সব সব মিথ্যা, সব ভুল, সব বৃথা! তা যদি হয়, তবে আর কেন—বিধর্ম্মীর করস্পর্শে অপবিত্র হবার পূর্ব্বে আমি নিজ হাতে তোকে টেনে ঐ নদীর জলে বিসর্জ্জন দেব—এই মহাষ্টমীতে তোকে বিসর্জ্জন দেব—

তৃতীয় দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ—প্রাসাদ কক্ষ

আলিবর্দ্দি ও সিরাজ

সিরাজ। আজ যদি কেউ বিশ্বাসঘাতক ব'লে—প্রতারক ব'লে বাঙ্গালার রাজশক্তিকে ধিক্কার দেয়, আপনি কি তাকে নিন্দা ক'র্‌তে পারেন? চারদিন যুদ্ধ স্থগিত রাখবেন বলে মারাঠাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন, আর পরমুহূর্ত্তে আপনার সেনাপতি আপনার কামান নিয়ে তাদের ধ্বংস ক'র্‌তে লাফিয়ে পড়ল! কে এখন আপনার এ কৈফিয়ৎ বিশ্বাস ক'রবে দাদুসাহেব, যে আপনার সম্পূণ অজ্ঞাতসারে মুস্তাফা খাঁ তাদের আক্রমণ ক'রেছে; কি অপরাধ হবে তাদের, যদি তারা মনে করে যে সহজে কার্য্যোদ্ধার ক'র্‌তে আপনি শাঠ্যের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছেন?

আলিবর্দ্দি নতমুখে নীরব রহিলেন—সিরাজ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

নিজে আপনি মুস্তাফা খাঁকে যুদ্ধ হ'তে বিরত থাক্‌তে আদেশ দিয়েছিলেন, আর একটু দ্বিধা না ক'রে অম্লান বদনে আপনার চিরানুগত প্রভুভক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ, আপনার আদেশের মস্তকে উপেক্ষাভরে পদাঘাত ক'রে জগতের সম্মুখে আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতারক প্রতিপন্ন ক'র্‌ল—আপনার অকলঙ্ক স্মৃতিস্তম্ভটীকে চিরকালের মত কলঙ্ক কালিমায় আবৃত ক'র্‌ল! আমার জান্‌বার ইচ্ছা হ'চ্ছে দাদুসাহেব, যে বাঙ্গালার নবাব আপনি, না মুস্তাফা, মিরজাফর প্রভৃতি আপনার উদ্ধত গর্ব্বিত উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যাধ্যক্ষগণ!

আলি। হুঁ—

সিরাজ। শাস্তির কথা ব'ল্‌ছি না দাদুসাহেব, বাঙ্গালার নবাব কি আর তাঁর কোন সেনাপতির নিকট তার কার্য্যের কৈফিয়ৎটাও চাইতে অধিকারী নন্‌?

আলি। বাইরে প্রবল শত্রু, এ সময় আর একটা অশান্তির সৃষ্টি করা কি রাজনীতি-সঙ্গত হবে সিরাজ ?

সিরাজ। আপনার ও গভীর রাজনীতি আমি ঠিক আয়ত্ব ক'র্‌তে পার্‌ছি না দাদুসাহেব—তবে আমি যদি আজ বাঙ্গালার নবাব হ'তেম আমি কি ক'র্‌তেম জানেন ?

আলি। কি ভাই ?

সিরাজ। আমি সেই গর্ব্বিত আফগানকে তলব ক'রে তার নিকট দস্তুরমত কৈফিয়ৎ চাইতেম—তার বিচার ক'র্‌তেম—তারপর এই ঔদ্ধত্যের জন্য তাকে আদর্শ দণ্ড দিতেম—জগতকে দেখাতেম যে বাঙ্গালার রাজশক্তি একটা সৈন্যাধ্যক্ষের রক্ত-চক্ষুর ইঙ্গিতে বা খেয়ালে চালিত হয় না—বাঙ্গালার নবাব শুদ্ধ একটা কথার কথা নয়—বাঙ্গালার নবাব তার সভাসদ্‌গণের ক্রীড়ার পুত্তলি নয়—তার দস্তুরমত একটা স্বাধীন সত্ত্বা আছে—একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, আর তার আদেশ রমণীর কাতরতা'বা উন্মাদের প্রলাপ নয়—নিয়তির মত কঠোর—অমোঘ। দাদুসাহেব, আপনাকে বিচার ক'রতে হবে—আমি সে স্পর্দ্ধিত উদ্ধত গোলামকে তলব ক'রেছি—

আলি। এ্যাঁ—সে কি! বাইরে প্রবল শত্রু—মুস্তাফা খাঁ সাহসী, রণকুশল—তাকে এখন আমরা অসন্তুষ্ট ক'র্‌তে পারি না! তুমি ভাল কর নি সিরাজ—রাজনীতি বড় জটিল—মস্‌নদের ভাবি অধীশ্বর তুমি—তোমায় হ'তে হবে পৃথিবীর চেয়ে সহিষ্ণু—এত অল্পে বিচলিত হ'লে চলবে কেন সিরাজ—

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ

কে ? কি সংবাদ ?

প্রহরী। মুস্তাফা খাঁ দরবারে উপস্থিত হ'তে অশক্ত—

সিরাজ। কারণ ?

প্রহরী। সময় হবে না—

সিরাজ। সময় হবে না! দাদুসাহেব—দাদুসাহেব! দেখলেন সে বর্ব্বর আফগানটার স্পর্দ্ধা! আমি তলব ক'রেছি তাকে, আর সে স্পর্দ্ধিত কুকুর আমায় উপেক্ষা ক'র্‌ল! এত স্পর্দ্ধা—এত দম্ভ—এত সাহস তার! কৈ হ্যায়—আমার তরবারি—

প্রহরীর প্রস্থান

আলি। সিরাজ—সিরাজ—কি ক'র্‌ছ—স্থির হও—স্থির হও—

সিরাজ। কি ব'লছেন দাদুসাহেব—স্থির হ'ব! পাদুকালেহী কুকুরের উপেক্ষা নীরবে সহ্য ক'র্‌ব! না, এত সহিষ্ণুতা আমার নেই। এই মুহূর্ত্তে আমি সে কুকুরের শিরশ্ছেদ ক'র্‌ব—

আলি। সিরাজ—সিরাজ—স্থির হও—স্থির হও ভাই—বিপদের উপর বিপদকে আহ্বান ক'র না—একটা অনর্থ বাধিও না—

সিরাজ। বাধে বাধুক—

আলি। তাতে তোমারই ক্ষতি ভাই—

সিরাজ। আপনি এই মস্‌নদের কথা ব'লছেন দাদুসাহেব! ভেবে দেখুন দেখি একবার, কি মূল্য আজ এই মস্‌নদের। এ দাসত্বের শৃঙ্খলে আমার কোন প্রয়োজন নেই—

আলি। আমার অনুরোধ ভাই—ক্ষান্ত হও—স্থির হও—আমি তোমার হাত ধ'রে মিনতি ক'রছি—সিরাজ—ভাই—

সিরাজ। তবে আর কেন দাদুসাহেব এ নবাবীর অভিনয়! তার চেয়ে আসুন—এ সিংহাসন মুস্তাফা, মিরজাফর, জানকীরাম প্রভৃতির পদতলে উপঢৌকন দিয়ে আমরা মক্কা চলে যাই—তা'তে অন্ততঃ পরকালের কাজ হবে। ধিক্ সিংহাসনে! ধিক্ এ রাজত্বে!

প্রস্থান

বিপরীত দিকে ভাবিতে ভাবিতে নতমস্তকে আলিবর্দ্দীর প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

পথ

একটি বালক ও একজন বৃদ্ধের প্রবেশ

বালক। দাদামশাই—আর যে আমি চলতে পারি না—

বৃদ্ধ। আর একটু দৌড়ে চল দাদা—নইলে যে রক্ষা নেই—বর্গীরা এখনই কেটে ফেল্‌বে—

বালক। এই দেখ দাদামশাই, আমার পা দু'খানা একেবারে ফুলে গেছে—বর্গীরা আমায় কেটে ফেল্লেও আমি চলতে পারব না—

বৃদ্ধ। তা হ'লে কি হবে ভাই?

বালক। আমরা ত কোন অপরাধ করি নি—আমাদের কেন কাট্‌বে তারা—আমাদের এই দুর্দ্দশা, এ দেখেও কি তাদের দয়া হবে না—

বৃদ্ধ। দয়া কি তাদের আছে ভাই—তারা যে রাক্ষস!

বালক। তবে দাদামশাই, আর তুমি আমার জন্য দাঁড়িও না—তুমি চলে যাও—একজন তাহ'লে বাঁচব। নইলে যে দু'জনে ম'রব—

বৃদ্ধ। আমার জন্য কি পালাচ্ছি দাদা—বৃদ্ধ আমি, আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে—তোকে যদি বাঁচাতে পারি, আমার বংশ থাকবে। সাত সাতটা ছেলে—বর্গীর উৎপীড়নে আজ একটীও নেই—সব গেছে—এ বংশের শেষ চিহ্ন—শেষ আশা তুই—তাই তোকে নিয়ে পালাচ্ছি ভাই। দাদা! আর দেরী করিস্ না—চল্‌তে না পারিস্—আমার কোলে ওঠ—

বালক। তুমি যে নিজেই চ'ল্‌তে পার না—লাঠিখানায় ভর দিয়ে কোনমতে পথ চ'লছ—আমায় কোলে ক'রে তুমি দৌড়বে কি ক'রে!

বৃদ্ধ। পার্‌ব দাদা—পার্‌ব—খুব পার্‌ব—আর দেরী করিস না।

ঈশ্বর! সব গেছে, শুদ্ধ এই পৌত্রটির জীবন ভিক্ষা দাও—একেবারে নিবিয়ে দিও না।

বালক। দাদামশাই, এই দেখ—আমি আবার চল্‌তে পারছি।

বৃদ্ধ। পার্‌ছিস্—পার্‌ছিস্—চল্ দাদা—চল্—

প্রস্থানোদ্যত ও সম্মুখ হইতে দুইজন মারাঠা সৈনিকের প্রবেশ

১ম সৈ। কষ্ট ক'রে আর তোদের যেতে হবে না—যম নিজেই এসেছে। বাঃ, এবার যে ভাগে মিলে গেছে, তোর একটা—আমার একটা।

২য় সৈ। এদের মেরে কি হ'বে, একটা বুড়ো একটা বাচ্ছা, এদের ছেড়ে দে।

১ম সৈ। আমার ঘাড়ে দশটা মাথা নেই যে পণ্ডিতজীর আদেশ অমান্য করব! হুকুম জানিস্ ত, স্ত্রী হ'ক—পুরুষ হ'ক—বালক হ'ক আর বৃদ্ধ হ'ক, কাকেও ছাড়া হবে না! যাকে পাব তাকে হত্যা ক'র্‌তে হবে, আগুনে দেশ ছারখার ক'র্‌তে হবে—বাঙ্গালা দেশের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ ক'র্‌তে হবে। আর এই হুকুম যে তামিল না ক'র্‌বে তার শির যাবে।

২য়। বুড়ো নবাবের ভীমরতি হয়েছিল, তাই পণ্ডিতজীর পূজায় বিঘ্ন ঘটিয়েছে। দেখেছিস্ ভাই আজকাল পণ্ডিতজীর চেহারা, প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে যেন ক্ষেপে গেছেন। কি ভয়ঙ্কর চোখ দু'টো—আর সেই সর্ব্বনেশে "সংহার—সংহার" রব! শুন্‌লে প্রাণ কেঁপে উঠে।

১ম সৈ। কথায় কথায় অনেক সময় কেটে গেছে, এতক্ষণ যে আর দশটা মাথা কচু-কাটা ক'রতে পার্‌তেম। নে, শিগগির এ দু'টোকে শেষ কর্।

বালক। তোমরা আমায় মার—দাদামশাই বুড়ো, তাকে ছেড়ে দাও।

বৃদ্ধ। না—না—আমায় হত্যা কর—যে ভাবে ইচ্ছা হত্যা কর, যত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তোমাদের ইচ্ছা হয় হত্যা কর—এই বালকটিকে ছেড়ে দাও, দোহাই বাবা।

১ম সৈ। অত ভাবচ কেন চাঁদ! ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়েছ, এখন মজা দেখ। তোমাদের কাকেও রেখে যাব না কোন চিন্তা নেই, —বাঙ্গালা মুল্লুকে শোক ক'র্‌তে কেউ থাকবে না! আমি এটা—

বৃদ্ধ। ভগবান! একেবারে নিবিয়ে দিলে।

মুহূর্ত্তে সৈন্যদ্বয় বালক ও বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া তরবারির রক্ত ঘাসে মুছিয়া "মার মার" করিতে করিতে প্রস্থান করিল

বিপরীত দিক হইতে একটি যুবতীকে লইয়া জনৈক মারাঠা সৈনিকের প্রবেশ

যুবতী। চোখের সম্মুখে আমার স্বামীকে হত্যা ক'রেছ—আমার পুত্রকে হত্যা করেছ—আমার সোনার সংসার ছারখার ক'রেছ—আমাকেও হত্যা কর—দোহাই তোমার—দয়া কর—দয়া কর—আমায় হত্যা কর—আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে ম'রব—

সৈন্য। তোমার আশীর্ব্বাদের চেয়ে আমার নিকট তোমার অধরসুধা বেশী লোভনীয় সুন্দরী—

যুবতী। এঁ্যা—কি বলছ তুমি! না—না—আমায় হত্যা কর—আমায় হত্যা কর—

সৈন্য। তোমায় হৃদয়ের রাণী ক'রব—এস সোনার চাঁদ—

যুবতীকে লইয়া সৈনিকের প্রস্থান

শান্তিরাম ও গ্রামবাসিগণের প্রবেশ

শান্তি। একি! এযে আরও তিনজন! ভাই সব, আমি আর পালাব না।

গ্রামবাসী। কেন—কেন?

শান্তি। কেন আর পালাব! স্ত্রী-কন্যা-ভগ্নীর ধর্ম্ম যদি লুণ্ঠিত হ'ল,

পিতা-পুত্র-ভ্রাতার যদি প্রাণ গেল—দেশ যদি শ্মশানে পরিণত হ'ল—তবে আর বেঁচে লাভ? কোন্ সুখের আশায় বাঁচবার চেষ্টা ক'রব? এ বাঁচার চেয়ে একটা বর্গী মেরেও যদি ম'রতে পারি, তবে সে মরা অনেক ভাল—

গ্রামবাসী। নিশ্চয়—নিশ্চয়—

শান্তি। তবে ফিরে চল—নবাব আমাদের অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার দিয়েছেন—চল ভাই সব, বর্গী সংহারে চল।

গ্রামবাসী। চল—

শান্তি। এস—এই শবদেহগুলো নদীর ধারে নিয়ে যাই—যদি সম্ভব হয় সৎকার ক'রব—না হয় নদীতে ফেলে দিয়ে যাব।

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

নদী-তীর

নদীর মধ্যে কতকগুলি কাল হাঁড়ি ভাসিতেছে

দুইজন মারাঠা সৈনিকের প্রবেশ

২য় সৈ। দেখছিস ভাই, নদীতে কতকগুলো কাল হাঁড়ি ভাস্‌ছে—

১ম সৈ। তাই ত! আচ্ছা, স্রোতের এমন টান, অথচ হাঁড়িগুলো ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কি ক'রে! তুই দৌড়ে একখানা বাঁশ আন্‌তে পারিস্—

২য় সৈ। কেন কি ক'র্‌বি?

১ম সৈ। দেখা যাক্ না ব্যাপারখানা কি—

২য় সৈনিকের প্রস্থান

বাঙ্গালায় হ'ল তেচ্চাল্লিটা চাকলা—তার ছয়টা গঙ্গার এপারে—সাতটা

ওপারে ; দুই চাক্‌লা ত দুই দিনে আমরা ছারখার ক'রলেম। আমাদের ভাগের ছয়টার আরও চারটা বাকী। না, আর পারা যায় না—মানুষ মেরে অরুচি হ'য়ে গেছে।

২য় সৈনিকের প্রবেশ

২য় সৈ। এই যে বাঁশ এনেছি—এ দিয়ে কি কর্‌বি ?

১ম সৈ। নিকটে ঐ হাঁড়িটা ভাসছে, তার ওপর ক'সে এক ঘা বসাবো। দেখা যাক কি হয়।

তথাকরণ ; হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া গেল ও ছিদামের মাথা বাহির হইল

ছিদাম। (উচ্চৈঃস্বরে) গেছি রে বাবা—সেরেছে রে বাবা—আমায় একেবারে খুন ক'রেছে—আমার মাথা ভেঙ্গেছে—রক্তে নদীর জল একেবারে রাঙ্গা হ'য়ে গেছে—

১ম সৈ। তুমি জবর খেলোয়াড় বাবা—বাঙ্গালা মুলুকে অনেক লোক নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রেছি—কিন্তু তোমার মত এমন সাফ বুদ্ধি আমি কার' দেখিনি ! কাল হাঁড়ি মাথায় দিয়ে জলের মধ্যে লুকিয়ে আছ ! এখন চ'লে এস ত চাঁদ—যে মাথা থেকে এই বুদ্ধি বেরিয়েছে দেখি সে মাথায় কেমন ঘি আছে—

ছিদাম। তোমার দোহাতের ঘা'তেই আমার প্রাণ বেরিয়ে গেছে বাবা ; মরার উপর খাঁড়ার ঘা মেরে কেন আর বেহ্মহত্যার পাতক ক'র্‌বে —ছেড়ে দাও বাবা—ছেড়ে দাও—

১ম সৈ। চলে এস—চলে এস সোনার চাঁদ—

ছিদাম। না গেলে কি চ'লবে না বাবা—আমি বামুন—খাঁটি বামুন, যাদের তোমরা বড় ভক্তি কর—সেই বামুন—এই দেখ পৈতা বাবা—তিনসন্ধ্যায় গায়িত্তির জপ না ক'রে আমি জল গেরহোন করি না বাবা—কেন আমায় কষ্ট দেবে—

১ম সৈ। চোপরাও বেয়াদব—আসবি কি না বল্?

ছিদাম। না গেলে কি একান্তই চলবে না বাবা—

১ম সৈ। তবে রে বামুন—

ছিদাম। চটো না বাবা, চটো না, এই যাচ্ছি (কিছুদূর অগ্রসর হইয়া) এখান থেকে ত বাবা তোমার কথা আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি, বামুনের ছেলেকে আর কেন কষ্ট দেবে—

১ম সৈ। ধরে আন্ ত বামুনটাকে—

ছিদাম। যাচ্ছি বাবা—যাচ্ছি—আমি অবলা মনিষ্যি, আমার উপর অত অনুরাগ ক'রছ কেন বাবা—

১ম সৈ। বক্তৃতা রেখে এখন ভালয় ভালয় উঠে এস—

ছিদাম। যাওয়া কি সহজ বে বাবা, তলা যে বড় ভারি—

জল হইতে ছিদাম ধীরে ধীরে উঠিল। কোমরে একটা হাঁড়ি ঝুলিতেছে

১ম সৈ। বাঃ বাঃ বেড়ে চেহারা করেছ ত বামুন ঠাকুর—

২য় সৈ। হোঃ হোঃ হোঃ—

ছিদাম। (স্বগত) তো বেটাদের হাসি আসছে, আমার যে পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদতে ইচ্ছা হ'চ্ছে! (প্রকাশ্যে) তা হলে বাবা, এইবার অনুমতি হোক্—আমি কাপড়টা বদলে আসি—আমার বড় শীত ক'রছে—

১ম সৈ। সত্যি নাকি—জলে বুঝি খুব গরমে ছিলে। তা ও হাঁ'ড়তে কি?

ছিদাম। (স্বগত) এই রে, সেরেছে। এত হাঁড়ি ভাসছে, তা ব্যাটাদের নজর পড়ল এই আমার হাঁড়িটার উপরই! আছেন—ধম্মো আছেন, তেরাত্তির পোয়াবে না—

১ম সৈ। কি ঠাকুর, চুপ ক'রে রইলে যে—উত্তর দাও—

ছিদাম। তিন দিন জলে আছি কি না বাবা—তাইতে কানে একটুকু কম শুনছি—

২য় সৈ। তিন দিন ঐ কাল হাঁড়ি মাথায় দিয়ে জলে আছ। তুমি ত জবর লোক দেখছি, তোমার বুদ্ধির তারিপ ক'রতে হয়।

ছিদাম। তা বাবা চটো না—তোমাদের অনুগ্রহে আমি কেন—ঐ দেখ, অনেকেই আছেন। তবে ধরা পড়েছেন এই রাধা।

১ম সৈ। ঠাকুর, হাঁড়িটায় কি?

ছিদাম। (সগত) তোর গুষ্টির মাথা! এইবার গেছি, ও হোঃ হোঃ—

১ম সৈ। কি ঠাকুর, উত্তর দিচ্ছ না যে?

ছিদাম। কি বাবা, কি ব'লছ? কানে কম শুনি কি না!

১ম সৈ। এবার যে বড় বেশী কম শুন্‌ছ, ব্যাপারখানা কি? ও হাঁড়িতে কি আছে?

ছিদাম। কিছু না—কিছু না—

১ম সৈ। তবে হাঁড়ির ভারে ধনুকের মত কুঁজো হ'য়ে দাঁড়িয়েছ কেন ঠাকুর?

ছিদাম। বাতের ব্যামো বাবা, শরীরে আমার কি পদার্থ আছে? আমি এক রকম ছেলে বেলা থেকেই একটু কুঁজো।

১ম সৈ। তাই নাকি।

ছিদাম। আমার বাবাও অমনি কুঁজো ছিলেন, এইবার আমায় ছেড়ে দাও বাবা, বুড়ো বামুনকে আর কেন কষ্ট দেবে—

১ম সৈ। ঠাকুর, হাঁড়িটে আমি দেখব।

ছিদাম। (স্বগত) না আর রক্ষে নেই। বুদ্ধির জোরে উপে-ব্যাটার মাথায় হাত বুলিয়ে তার যথাসর্ব্বস্ব হস্তগত ক'রেছিলুম, কিন্তু আর বুঝি ভোগে লাগে না। কোনমতে পালিয়ে টালিয়ে বর্গী ব্যাটাদের এই হাঙ্গামাটা কাটিয়ে উঠতে পারলে আর আমায় পেত কে? উপে-ব্যাটা টাকার শোকে পাগল হ'য়েছে—বুক ফেটে দুই তিন দিনের ভিতর ঠিক

পটল তুলবে। আমি নিষ্কণ্টকে সোনার লঙ্কা ভোগ ক'র্‌তেম। ওঃ দশহাতে খরচ ক'রলেও এ কুবেরের ভাণ্ডার শেষ হ'ত না—হায় হায় হায়! আঁটকুড়ির ব্যাটারা আমার কি সর্ব্বনাশই ক'রেছে রে।

১ম সৈ। কি ঠাকুর, কি ভাব্‌ছ? বের কর ত হাঁড়িটে—

ছিদাম। আহাহা ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না—এর ভিতর নারায়ণ আছেন, নারায়ণ আছেন— পলায়নোদ্যত

১ম সৈ। (ধরিয়া ফেলিয়া) কোথায় পালাবে ঠাকুর! দেখি হাঁড়ি—এঁ্যা। এ যে টাকা—এক হাঁড়ি টাকা!

২য় সৈ। বলিস্ কি! তাই ত। ব্যাটা কি বজ্জাত!

ছিদাম। ওরে বাপ রে—ছুরি মারলে রে—আমার যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করলে রে—কে কোথায় আছিস্ আয় রে—

১ম সৈ। এই জন্য এত শয়তানী হ'চ্ছিল! র'সো, দেখাচ্ছি তোমাকে! ধর্‌ ত বামুনটাকে—নদীর কিনারায় নিয়ে যাই, ও যেমন জলের মধ্যে লুকিয়েছিল, তেমনি ওকে জলে চুবিয়ে মার্‌ব—

ছিদাম। এঁ্যা, সে কি বাবা! দম বন্ধ হ'য়ে যাবে যে! ছেড়ে দে বাবা—ছেড়ে দে—আমার অনেক কষ্টের তিথি ক'র্‌বার টাকা, ফিরিয়ে দে বাবা—ফিরিয়ে দে—মহাপাতক হবে—অধম্মো হবে—

১ম সৈ। সে আমরা বুঝ্‌ব। ধর্‌ ত—

ছিদাম। মেরে ফেল্লে রে—আমায় খুন ক'র্‌লে রে—গেছি রে বাবা, একেবারে গেছি—বেহ্মহত্যা ক'র্‌ছিস্—ওরে মহাপাপ, ছেড়ে দে বাবা, বামনির আঁচলের ধন আঁচলে গে' উঠি—

১ম সৈ। এই ওঠাচ্ছি—

সৈনিকদ্বয় ছিদামকে জলে নামাইল ও চুবাইতে লাগিল। ছিদাম মধ্যে মধ্যে "মরে গেলাম —ছেড়ে দে বাবা, ওরে আমার টাকা—আমার টাকা।" বলিয়া চীৎকার

করিতে লাগিল। সৈনিকদ্বয় হোঃ হোঃ করিয়া হাসিতে লাগিল। ক্ষণ পরে ছিদাম সংজ্ঞা হারাইল। ঠিক সেই সময়ে উপানন্দ প্রবেশ করিল

২য় সৈ। কই রে, আর চেঁচায় না।

১ম সৈ। এইবার হ'য়েছে। ইহজন্মে আর চেঁচাতে হবে না। ব্যাটার কি বুদ্ধি! এক হাঁড়ি টাকা নিয়ে কাল হাঁড়ি মাথায় দিয়ে জলের ভিতর লুকিয়েছিল।

উপা। ও কে? ছিদাম না! হাঃ হাঃ হাঃ। তাই ত। ম'রেছে—ম'রেছে—টাকার জন্যে "টাকা টাকা" ক'রে ম'রেছে। ঠিক হ'য়েছে—ঠিক হ'য়েছে—হবে না? আমার গায়ের রক্ত জল করা টাকা, বিশ্বাস ক'রে তোমার কাছে রাখ্‌তে দিয়েছিলাম—আমায় ফাঁকি! নাও—নাও, টাকা ক'টা এখন সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

১ম সৈ। এ আবার কোন মূর্ত্তি!

২য় সৈ। দেখছিস না একটা পাগল। ওকে কেটে আর কি হবে; আমি টাকার হাঁড়িটা রেখে আসি, তুই ততক্ষণ আর একটা হাঁড়ি ভাঙ্গবার যোগাড় দেখ্‌!

উপা। খবরদার—খবরদার—ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না বল্‌ছি—ও আমার টাকা—আমার গহনা—খুন ক'র্‌ব—খুন ক'র্‌ব—

১ম সৈন্য। বটে! পাগলামীর ভেতর সে জ্ঞানটুকু ত বেশ টন্‌টনে আছে। টাকা নেবে—টাকা নেবে—এই নেও—

তরবারির আঘাতে মস্তক দেহচ্যুত করিল। ঠিক সেই সময়ে মাধুরী ও গৌরী প্রবেশ করিল

গৌরী। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—এই বৃদ্ধকে হত্যা ক'রে বীরত্বের পরিচয় দেবার প্রলোভনটা বুঝি কোন মতে দমন ক'র্‌তে পার্‌লে না! ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

মাধুরী। একি ঠাকুরদা! এই তোমার পরিণাম হ'ল!

১ম সৈ। বাহবা—বাহবা—একেবারে একজোড়া, তাতে আবার রণরঙ্গিনী!

মাধুরী। খবরদার সৈনিক, জিহ্বাকে সংযত কর। জেন, তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তোমাদের পণ্ডিতজীর কন্যা গৌরীবাঈ।

১ম সৈ। এ্যাঁ! তাই ত! মা—মা—অপরাধ ক'রেছি চিন্‌তে পারি নি—ক্ষমা কর মা—(নতজানু হইল)

গৌরী। সৈনিক! মারাঠার বীরধর্ম্ম বিস্মৃত হ'য়ে কার আদেশে এইবার কসাইয়ের জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন ক'রেছ?

১ম সৈ। পণ্ডিতজীর আদেশে মা।

গৌরী। আমার বাবার আদেশে! মিথ্যা কথা।

১ম সৈ। কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে মা, যে পণ্ডিতজীর বিনা আদেশে এই ভয়ঙ্কর কাজ ক'র্‌বে।

গৌরী। এও কি সম্ভব! এত পরিবর্ত্তনও মানুষের হয়!

১ম সৈ। পূজার বিঘ্ন ক'রে নবাব যে পণ্ডিতজীর মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছে মা—

গৌরী। দিদি, আমি আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না—এখনই এই সৈনিকের সঙ্গে আমি বাবার কাছে চ'ল্‌লেম! দেখি যদি এখনও এ হত্যাকাণ্ড বন্ধ ক'র্‌তে পারি। তুমি সৈনিকের সাহায্যে লোক সংগ্রহ ক'রে যতদূর সম্ভব এই দেহগুলির সৎকারের ব্যবস্থা ক'রে শিবিরে এস। (২য় সৈনিকের প্রতি) শোন সৈনিক, আমার আদেশের ন্যায় অবনত মস্তকে আমার দিদির আদেশ পালন ক'র্‌বে, বুঝলে?

২য় সৈ। ক'র্‌ব মা।

গৌরী। (১ম সৈনিকের প্রতি) আমায় শিবিরে নিয়ে চল সৈনিক।

১ম সৈ। এস মা।

১ম সৈনিকের সহিত গৌরীর প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

মারাঠা শিবির

ভাস্কর, তানোজী ও সৈন্যগণ

ভাস্কর। আজও বাঙ্গালাকে শকুনি গৃধিনী শৃগালের বিলাস কাননে পরিণত ক'র্ত্তে পার নি—এখনও রক্তের সমুদ্র, কঙ্কালের পাহাড় তৈরী হয় নি—আজও এই অভিশপ্ত দেশটাকে ভেঙ্গে চুরে পিষে সাগরে বিলীন ক'র্ত্তে পার নি। কি ক'রেছ—কি ক'রেছ মূর্খ অকর্ম্মণ্য অপদার্থের দল।

তানোজী। আমরা অকর্ম্মণ্য অপদার্থ হ'তে পারি, কিন্তু যা ক'রেছি শয়তানেও বোধ হয় তা ক'র্ত্তে আতঙ্কে শিউরে উঠে! মায়ের বুক থেকে ছেলে ছিনিয়ে এনে মায়ের সম্মুখে তাকে হত্যা ক'রেছি—কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ ক'রে মা পায়ের উপর আছড়ে পড়েছে—সে দৃশ্যে পাষাণ গলে জল হ'য়ে গেছে—বনের পাখী কেঁদে কেঁদে চক্ষু হারিয়েছে—আর শয়তানের চেয়ে নির্ম্মম আমরা, সেই ভূলুণ্ঠিতা শোকসন্তপ্তা, জননীর হাহাকারে ভরা বুকখানি পদাঘাতে চূর্ণ করে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে এসেছি—শিশুর চেয়ে অসহায় অশীতিজীর্ণ বৃদ্ধ, যম যাকে স্পর্শ ক'র্ত্তে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে যায় তারও—তারও বক্ষে অম্লান বদনে শেল বিঁধিয়ে দিয়েছি—একটু কাঁপি নি—একটু টলি নি—একটু নড়ি নি—যজ্ঞোপবীত দেখে ডরাই নি—ব্রহ্মহত্যায় কুণ্ঠিত হই নি—মাতৃজাতির ধর্ম্ম নিয়ে—পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী—আর আমি সে পাপ চিত্রের কথা স্মরণ ক'র্ত্তে পার্‌ছি না—আমাদের চোখে নিদ্রা নাই—মাঝে মাঝে তন্দ্রায় ঢলে পড়ি, চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে সে সব বিভীষিকার ছবি যা নিজ হাতে দিবসে আমরা রচনা করি। অন্ন মুখে তুলতে পারি না—হস্তের

শোণিতরাগে তা রঞ্জিত হ'য়ে ওঠে—নিশ্বাস ফেল্‌তে পারি না—পচা মাংসের গন্ধে দম বন্ধ হ'য়ে যায়—বড় যাতনা—আমাদের বড় যাতনা—আপনার পায়ে ধরি পণ্ডিতজী—এ ঘাতকের বৃত্তি থেকে আমাদের অব্যাহতি দিন—পিশাচের আচরণ থেকে আমাদের মুক্তি দিন—দোহাই আপনার, এখনও নিরস্ত হ'ন! এখনও শান্ত হ'ন—

ভাস্কর। তুমি ব'লছ কি তানোজী—নিরস্ত হ'ব—শান্ত হ'ব! ভুলেছ কি—ভুলেছ কি তানোজী, কেন আমরা আরব্ধ চণ্ডীপাঠ অসমাপ্ত রেখে ছুটে পালিয়েছি—কেন অষ্টমীতে মায়ের পূজা সাঙ্গ ক'রেছি—কেন অষ্টমীতে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়েছি—ভুলেছ কি সব কথা! পদে পদে প্রতারণা ক'রেছে—প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে অতর্কিতে আক্রমণ ক'রেছে—ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত ক'র্‌তে রাক্ষসের মত ছুটে এসেছে—মায়ের প্রতিমা লক্ষ্য ক'রে কামান ছুঁড়েছে—নেব না, তার প্রতিশোধ নেব না!

তানোজী। অপরাধী যারা, তাদের উপর প্রতিশোধ নিন্—যথেচ্ছা শাস্তি দিন—উৎপীড়ন করুন—হত্যা করুন—পুড়িয়ে মারুন—কিন্তু নিরপরাধী এই সব—

ভাস্কর। নিরপরাধী! না—না—এখানে নিরপরাধী কেউ নেই—সবাই সমান অপরাধী! একবার নয়—তুইবার নয়—বার বার প্রতারিত হ'য়েছি—বিশ্বাস ক'রে পদে পদে নিগৃহীত হ'য়েছি। বিশ্বাসঘাতকতার বিষে এ পাপরাজ্যের বায়ু সমাচ্ছন্ন—বাঙ্গালার পশুপক্ষী পর্য্যন্ত প্রতারণার কূট মন্ত্রে দীক্ষিত। পিপীলিকাটিকেও জীবন্ত রেখে যাব না—একে ভেঙ্গে চুরে গুঁড়ো ক'রে আমি এখানে ধর্ম্মরাজ্য গড়ব—

তানোজী। উত্তম, ধর্ম্মযুদ্ধ করুন—

ভাস্কর। ধর্ম্মযুদ্ধ! ধর্ম্মযুদ্ধ ক'র্‌ব কার সঙ্গে তানোজী? যার রাজত্ব একটা বিরাট শাঠ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—যার রাজনীতি শুদ্ধ প্রতারণা—প্রবঞ্চনা—জোচ্চুরি! পিশাচের সঙ্গে আমাদের লড়াই—যদি জয়ী

হ'তে চাও—পিশাচের বৃত্তি অবলম্বন কর—পিশাচের মত পাষাণ প্রাণে করাল বাহু প্রসারিত কর—হত্যার মত সংহার মূর্ত্তি ধারণ কর—

তানোজী। পণ্ডিতজী—

ভাস্কর। কি তানোজী—

তানোজী। অপরাধ ক্ষমা ক'র্‌বেন—আমি অসুস্থ—

ভাস্কর। অর্থাৎ বিদায় চাও। তুমি না সেদিন আমায় প্রতিশোধ নেবার জন্ত বাঁচতে ব'লেছিলে—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—উত্তম, যাও। তোমরাও বোধ হয় অসুস্থ।

সৈন্যগণ। হাঁ পণ্ডিতজী—

ভাস্কর। বেশ, সব যাও। আমি কাকেও চাই না! ভেবেছ কি তোমরা—যে তোমাদের মত তরল অপদার্থ কর্ম্মভীরু শৃগালের উপর নির্ভর ক'রে আমি এই বাঙ্গালা ধ্বংসের সঙ্কল্প ক'রেছি! ভুল—মহা ভুল! আমি নির্ভর ক'রেছি শুদ্ধ আমার দৃঢ়তার উপর—আমি নির্ভর ক'রেছি শুদ্ধ আমার কামানের অনল উদ্গারণ ক'র্‌বার শক্তির উপর। তোমাদের কাকেও চাই না—একাকী আমি এই পাপ বাঙ্গালা দেশ ধ্বংস ক'র্‌ব—একটী প্রাণীও জীবিত রাখব না—ভাগীরথীর এক পার থেকে কামান দেগে অন্য পারে চলে যাব—কয়েক মুষ্টি ভস্ম ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রাখব না—সাজাও কামান—সাজাও কামান—সংহার সংহার—

প্রস্থানোদ্যত

তানোজী। (ভাস্করের পদতলে পড়িয়া) পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী! দোহাই আপনার—এখনও ক্ষান্ত হ'ন—এখনও শান্ত হ'ন।

ভাস্কর। ক্ষান্ত হব—শান্ত হব—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। অষ্টমীতে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়েছি—অষ্টমীতে পূজা সাঙ্গ ক'রেছি—সাজাও কামান—সাজাও কামান—সংহার—সংহার—

প্রস্থান

তানোজী। একি! এ যে হিতে বিপরীত হ'ল—

সৈন্য। সর্দ্দার—সর্দ্দার—এখন উপায় ?

তানোজী। ভাই সব, তোমরা শিবিরে যাও—আমি একটু একলা থাকব !

সৈন্যগণের প্রস্থান

কি ক'র্‌ব ? কেমন ক'রে এ নিশ্চিত ধ্বংস থেকে বাঙ্গালাকে রক্ষা ক'র্‌ব ? এই পৈশাচিক আচরণের কথা যে শুন্‌বে সে-ই মারাঠার নামে ধিক্কার দেবে। কিন্তু পণ্ডিতজীকে কে প্রতিরোধ ক'র্‌বে ? এখনই কঙ্কন যাত্রা ক'র্‌ব। এক পেশোয়া ভিন্ন আর কেউ পণ্ডিতজীকে ফেরাতে পারবে না।

গৌরীর প্রবেশ

গৌরী। সর্দ্দার !

তানোজী। কে ?

গৌরী। আমি গৌরী—

তানোজী। গৌরী ! গৌরী ! ফিরে এসেছ ! কোথায় ছিলে এতদিন ! কেমন ক'রে ফিরে এলে ?

গৌরী। সে অনেক কথা সর্দ্দার—পরে হবে। বাবা কোথায় ?

তানোজী। বাঙ্গালা ধ্বংস ক'র্‌তে গিয়েছেন—

গৌরী। সর্দ্দার, নৃশংসতায় তোমরা পিশাচকেও পরাস্ত ক'রেছ—ভাল কীর্ত্তি রেখে গেলে।

তানোজী। পৈশাচিক আচরণের কি দেখেছ গৌরী ! আজ যা অনুষ্ঠিত হবে তা শুনলে মারাঠার নামে জগৎ শিউরে উঠবে—বিভীষিকা দেখ্‌বে।

গৌরী। কি—কি সর্দ্দার ?

তানোজী। পণ্ডিতজী কামান দিয়ে ভাগীরথ এক পার থেকে অন্য পার ধ্বংস ক'র্‌বেন। বাঙ্গালার অস্তিত্বের সাক্ষী দিতে কয়েক মুষ্টি ভস্ম ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রাখ্‌বেন না।

গৌরী। এ্যাঁ—বল কি সর্দ্দার !

তানোজী। পণ্ডিতজী ক্ষিপ্ত—একেবারে ক্ষিপ্ত। পার ত এখনও তাঁকে ফেরাও—মারাঠার নাম রক্ষা কর।

গৌরী। কোথায় তিনি?

তানোজী। এস আমার সঙ্গে।

প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

প্রান্তর

সজ্জিত কামানশ্রেণী—ভাস্কর পণ্ডিত মুহুর্মুহুঃ কামান দাগিতেছেন, আর দূরে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ভাস্কর "সংহার সংহার" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, আর অট্টহাসি হাসিতেছেন। পলিতা হস্তে উত্তেজিত ভাস্কর যেমন একটি কামানে অগ্নি সংযোগ করিতে যাইবেন, অমনি বেগে গৌরী প্রবেশ করিল ও সেই কামানের মুখে বুক দিয়া বসিল ও বলিয়া উঠিল, "বাবা—বাবা এখনও ক্ষান্ত হও—বাঙ্গালা যে ছারখার হ'য়ে গেল।"

ভাস্কর। হ'ক ছারখার—সংহার—সংহার।

কামানে পলিতা সংযোগ করিলেন। কামান গর্জ্জিয়া উঠিল—আর গোলার আঘাতে গৌরীর দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। ঠিক সেই সময় তানোজী বেগে প্রবেশ করিল

তানোজী। পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী—কি ক'র্‌লেন। কাকে হত্যা ক'র্‌লেন!

ভাস্কর। জানি না—জানতে চাই না—এ বিরাট ধ্বংসের ইতিহাসে কে কার খোঁজ রাখে—যাও আমায় বিরক্ত ক'র না—চলে যাও এখান থেকে—সংহার—সংহার—

তানোজী। কন্যাকে হত্যা ক'রেও কি আপনার জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ হ'ল না।

ভাস্কর। কন্যাকে হত্যা! কি বল্‌ছ মূর্খ?

তানোজী। ঠিক ব'লেছি পণ্ডিতজী। যাকে এই মাত্র নিজ হাতে কামানে চূর্ণ ক'রেছেন, জানেন সে কে?

ভাস্কর। কে?

তানোজী। আপনার কন্যা গৌরী।

ভাস্কর। নিষ্ফল এ চাতুরী। আমার কন্যা বহুদিন মরেছে।

তানোজী। বহুদিন মরেছে!

ভাস্কর। হাঁ, বহুদিন মরেছে! মারাঠা-দুহিতা যে মুহূর্ত্তে হীরাঝিলে প্রবেশ ক'রেছে, সেই মুহূর্ত্তে তার মৃত্যু হ'য়েছে। খবরদার—আমার সম্মুখে তার অপবিত্র নাম উচ্চারণ ক'রে আমার বংশকে—আমার জাতিকে কলঙ্কিত ক'র না।

গৌরীর বিগলিত শব লইয়া মাধুরীর উত্তেজিত অবস্থায় প্রবেশ

মাধুরী। আর অপবিত্র নাম উচ্চারণে তোমার বংশ, তোমার জাতি কলঙ্কিত হ'য়েছে পাষাণ?

ভাস্কর। কে—কে—কে তুই রুধির-লোলুপা ভয়ঙ্করী বিভীষণা প্রেতিনী, জাগ্রত শ্মশানের বিগলিত নরদেহ লয়ে জীবন্ত বিভীষিকার মত আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালি?—যা—সরে যা—সরে যা—

মাধুরী। হাঁ—হাঁ—যাচ্ছি—তবে যাবার পূর্ব্বে তোমার কীর্ত্তি একবার তোমার চোখের সাম্‌নে ধ'রে তোমায় দেখিয়ে যাব। কে অপবিত্র—কে কলঙ্কিত? তোমার কন্যা গৌরী! চেয়ে দেখ দেখি অন্ধ, একবার এই মুখখানার দিকে—এই সৌম্য উজ্জ্বল শান্ত পবিত্র মুখশ্রী—যার আহ্বানে, যার আকর্ষণে শত উচ্ছৃঙ্খলতার লীলাভূমি সেই পাপ হীরাঝিলেও বিশ্বের পবিত্রতা ছুটে এসেছিল—অপবিত্র সে? কলঙ্কিত সে? চেয়ে দেখ দেখি এই নিমীলিত নয়নযুগলের দিকে—দেখ্‌ছ কি—

দেখ্‌ছ কি সেখানে লালসার ক্ষুদ্র একটা রেখা? চেয়ে দেখ দেখি এই প্রশান্ত ললাটের দিকে—আছে কি—আছে কি সেখানে কলঙ্কের কোন চিহ্ন—কোন আভাস?

ভাস্কর। কে—কে—ও?

মাধুরী। কে এ? কে এ? এখনও চিন্‌তে পার্‌ছ না—এখনও চিন্‌তে পার্‌ছ না—দু'বছরের যে মাতৃহারা শিশুকন্যাকে ঐ পাষাণ বুকের উপর মানুষ ক'রে এত বড় ক'রে তুলোছলে এ সেই—

ভাস্কর। ও কি গৌরী?

মাধুরী। হাঁ, এ গৌরী—যাকে নবাবফৌজ হরণ ক'রেছিল—আর যে স্বীয় পবিত্রতা প্রভাবে হীরাঝিল থেকে নারীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে সসম্ভ্রমে মুক্ত হ'য়ে এসেছিল!

ভাস্কর। এ্যাঁ।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নদীতীর

ভাস্কর

ভাস্কর। কোলাহল থেমে গেছে—আকর্ষণ টুটে গেছে—আলো-গুলি একে একে নিভে গেছে। এ পারে পেছনে দাঁড়িয়ে অভিশাপ, আর্ত্তনাদ, হাহাকার, মনস্তাপ আর ঐ যে সম্মুখে ও পারের ধূসর ছবি চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে—ওখানেও ত এ পারের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত। তবে কোথায় যাব—কোথায় দাঁড়াব! জাতির অপকীর্ত্তি—জগতের বিভীষিকা—ধ্বংসের প্রতিচ্ছবি—প্রকৃতির অনিয়ম যে—তার স্থান কোথায়?

বেগে তানোজীর প্রবেশ

তানোজী। পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী, কঙ্কণে ফিরবার পথে যে এক মহা অন্তরায় উপস্থিত।

ভাস্কর। কি?

তানোজী। মানকর প্রান্তরে সংস্থাপিত নবাব-শিবিরে চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে—তারা যেন আমাদের পাশ কাটিয়ে যাবার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আক্রমণ ক'র্‌বার উদ্যোগ ক'র্‌ছে।

ভাস্কর। বেশ।

তানোজী। এখন কি ক'র্‌ব?

ভাস্কর। যা ইচ্ছা।

তানোজী। এ কি ব'ল্‌ছেন পণ্ডিতজী—

ভাস্কর। ঠিক ব'লছি—শক্তির অপব্যবহার ক'রেছি—অস্ত্রের অবমাননা ক'রেছি—আর এ হাতে তরবারি শোভা পায় না।

তানোজী। তবে কি হবে?

ভাস্কর। ব্রহ্মহত্যা ক'রেছি—নারীহত্যা ক'রেছি—কন্যাহত্যা ক'রেছি—বাঙ্গালা শ্মশানে পরিণত ক'রেছি। দেখ্‌ছ না, একেবারে কিনারায় এসে পৌছেছি—আর আমায় কেন উত্ত্যক্ত কর। আমি যুদ্ধে হত হ'লে যা হ'ত—এখনও তাই হবে।

নেপথ্যে নবাব-সৈন্য। আল্লা আল্লা হো!

তানোজী। একি! এত সত্বর! পণ্ডিতজী, ঐ বুঝি তারা আমাদের আক্রমণ ক'রেছে—

ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া ভাস্কর তরবারি কোষমুক্ত করিতে শূন্য কটিতে হস্তার্পণ করিলেন—মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—

ভাস্কর। খবরদার শয়তান! আর প্রলুব্ধ ক'র না—(পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন) স্বপ্ন!

তানোজী। পণ্ডিতজী—

ভাস্কর। শোন তানোজী, জীবনে শুধু একটা আকাঙ্ক্ষা আছে—মারাঠার ঐ বিজয় পতাকা অম্‌নি সমুন্নত রেখে মহান পেশোয়ারের চরণে সমর্পণ ক'রে বিদায় নেব—

তানোজী। এ গুরুভার কি বইতে পারব?

ভাস্কর। শিক্ষা দানে ত কার্পণ্য করি নি তানোজী—

তানোজী। তবে আশীর্ব্বাদ করুন—আমার মস্তকে আপনার পদধূলি দিন—

ভাস্কর। কর কি—কর কি—মূর্খ, মুহূর্ত্তে চূর্ণ হবে—দেবতার ক্রূর অভিশাপে মুহূর্ত্তে ভস্ম হবে—খবরদার, আমায় স্পর্শ ক'র না! যদি

জয়ী হ'তে চাও—যদি দেবতার কৃপা লাভ ক'র্‌তে চাও—আমার দিকে তাকিও না—আমায় স্পর্শ ক'র না—ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে আমায় অভিশাপ দিয়ে সমরানলে ঝাঁপিয়ে পড় !

নতমস্তকে তানোজীর প্রস্থান

(ক্ষণপরে ধীরে ধীরে) ঐ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে—দেশের সুসন্তান সব জন্মভূমির গৌরব রক্ষা ক'রতে বিজয় পতাকা হস্তে রণসাজে সমর ক্ষেত্রে ছুটে চলেছে—আর জাতির অকল্যাণ আমি—ওঃ (দীর্ঘশ্বাস)

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। এই যে বাবা—বাবা—যুদ্ধ হ'চ্ছে—আর তুমি এখানে—এই নদীতীরে—একাকী !

ভাস্কর। সৈন্যেরা যুদ্ধে যাচ্ছে, তাই এই অভিশপ্ত মুখ ঢেকে প'ড়ে আছি—যদি তাদের অকল্যাণ হয়। তুমি এখনও যাও নি মা ?

মাধুরী। কোথায় যাব ?

ভাস্কর। তোমার দাদার কাছে—

মাধুরী। তোমার যে কি কথা বাবা! তোমাকে কার কাছে রেখে যাব !

ভাস্কর। হ্যাঁ মা, আমাকে বাবা ব'লে ডাক্‌তে তোর ভয় হয় না ?

মাধুরী। ভয়—বাবাকে আবার কিসের ভয় !

ভাস্কর। ভয় নেই ! যদি কামানে উড়িয়ে দি—

মাধুরী। যাও, তুমি আবার সেই সব ব'ল্‌ছ। এবার কিন্তু আমি সত্যি রাগ ক'র্‌ব।

ভাস্কর। সেও ঠিক এম্‌নি অভিমান ক'র্‌ত—এম্‌নি স্নেহের আব্দার ক'র্‌ত—

মাধুরী। বাবা, যুদ্ধ ক'র্‌তে না যাও—শিবিরে চল।

ভাস্কর। না মা, এখানে আমি বেশ আছি—এই স্বরচিত অকীর্তি—

এই বিরাট ধ্বংসের স্তূপ—এই পচা শবের তীব্র গন্ধ—এখানে আছি, তাই এখনও ভিতরের শয়তানটা সংযত আছে—সে বড় ক্ষেপেছে কি না! ভয়ঙ্কর। (শিহরিয়া উঠিলেন—পরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন) কিন্তু মা, আমি ত এমন ছিলেম না—ভাস্করের মনুষ্যত্ব ছিল, হৃদয় ছিল, স্নেহ ছিল, দয়া ছিল—ভাস্কর অম্লান বদনে অকাতরে পথের ভিক্ষুকের বদনে তার মুখের গ্রাস তুলে দিয়েছে—আর্ত্তের অশ্রু মুছিয়ে দিতে ভাস্কর জীবনপণ করেছে—দেবী জ্ঞানে, জননী জ্ঞানে, রমণীকে সম্মান ক'রেছে—কোন্ পাপে তার এই পতন হ'ল! ভাস্কর আজ জগতের বিভীষিকা—তার অত্যাচারে আজ বাঙ্গালা ত্রস্ত—কামান দিয়ে আজ সে—ওঃ—আর যদি একদিন পূর্ব্বেও সে ফিরে আস্‌ত!

মাধুরী। আস্‌বার জন্য কি সে কম চেষ্টা ক'রেছিল! আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে ছুটেছে—ঊর্দ্ধশ্বাসে হাওয়ার আগে দৌড়েছে—ওঃ কি সে ব্যস্ততা! কি সে আকুলতা। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তার গতিরোধ হ'তে লাগল—থাক সে কথা—

ভাস্কর। না—না—বল—বল—কিসে তার গতিরোধ হ'ল?

নেপথ্যে নবাব-সৈন্য। আল্লা আল্লা হো।

মাধুরী। ওকি শব্দ!

ভাস্কর। কিছু না—জাহান্নামে যাক্! বল, বল, কে তার পথরোধ ক'রেছে—

মাধুরী। তোমার হত্যালীলা—

ভাস্কর। এ্যাঁ!

মাধুরী। প্রতিপদে ব্যথিতের আর্ত্তনাদ, আহতের হাহাকার, আর্ত্তের কাতরতা, মৃতের বীভৎসতা তার পথের সামনে দাঁড়াতে লাগ্‌ল, আর—আর সেই শাপভ্রষ্টা দেববালা নয়নে অনন্ত করুণা—মুখে সান্ত্বনার অমিয়ধারা, বুকে অব্যক্ত বেদনা নিয়ে ছুটে গেল, তাদের প্রসন্নতা ভিক্ষা

ক'রে দেবতার উদ্যত ক্রুদ্ধ অভিশাপ থেকে তার পিতাকে রক্ষা ক'র্‌তে—

ভাস্কর। আর না—আর না—আর শুন্‌তে পারি না—আর শুন্‌তে চাই না—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও পাষাণী—বুকখানা যে চৌচির হয়ে যাবে—

নেপথ্যে নবাব-সৈন্য। আল্লা আল্লা হো।

বেগে তানোজীর প্রবেশ

তানোজী। পণ্ডিতজী, ঐ শুনুন, নবাবী-ফৌজের জয়োল্লাস—মারাঠাবাহিনী ছত্রভঙ্গ—

ভাস্কর। হ'ক ছত্রভঙ্গ—আমি কিছু শুন্‌তে চাই না—

তানোজী। তাতে কিছু আসে যায় না—আমার ব'ল্‌বার প্রয়োজন আছে! শুনুন পণ্ডিতজী, যাত্রাকালে মহান্ পেশোয়া নিজ হাতে মারাঠার যে বিজয় পতাকা আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন—এতকাল অকাতরে হৃদয়-রক্তে যার গৌরব আপনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন—এই আপনার সে পতাকা আপনি ফিরিয়ে নিন। নবাব-সৈন্যে যদি আজ মারাঠার বিজয়-বৈজয়ন্তী ছিনিয়ে নেয় ত আপনার হাত থেকে নিক—যদি তাকে পদাঘাতে চূর্ণ করে ত আপনার সম্মুখে করুক—

ভাস্কর। কি! ছিনিয়ে নেবে! পদাঘাতে চূর্ণ ক'র্‌বে মারাঠার বিজয়-বৈজয়ন্তী!—শয়তান—শয়তান! আর একবার বুকের ভিতর গর্জ্জে ওঠ দেখি! আয় ত মা, একবার তেমনি ক'রে রণসাজে সাজিয়ে দেত—একবার তেম্‌নি ক'রে কটিতে তরবারি পরিয়ে দে ত—যেমন ক'রে গৌরী পরিয়ে দিত! যাও তানোজী—সাজাও বাহিনী—চালাও কামান—

মাধুরীর হাত ধরিয়া বেগে প্রস্থান

তানোজী। আর চিন্তা নেই—হর হর মহাদেব—

বিপরীত দিকে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মানকরে নবাব শিবির—মন্ত্রণা কক্ষ

মুস্তাফা খাঁ অধীরভাবে পাদচারণা করিতেছেন

মুস্তাফা। ঝটিকা-প্রহত তৃণখণ্ডের ন্যায় মারাঠা-সৈন্যকে উড়িয়ে দিলেম, আর মুহূর্ত্তে কি এক দৈব প্রেরণার নবশক্তিতে সঞ্জীবিত হ'য়ে তারা ফিরে দাঁড়িয়ে নিমেষে সাক্ষাৎ শমনরূপী আফগান-বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিল—হতবুদ্ধির মত আমি শুধু তাদের দিকে চেয়ে রইলেম! তারপর যখন জেগে উঠলেম, তখন পরাজয়ের কৃষ্ণ-কালিমায় আমার বদনমণ্ডল একেবারে সমাচ্ছন্ন! ছত্রভঙ্গ পলায়নপর সৈন্য এমন অটল হ'য়ে ফিরে দাঁড়াতে পারে—এমন ভাবে গর্জ্জে উঠ্‌তে পারে—এমন দৃঢ়তার সঙ্গে কৃপাণ ধ'র্‌তে পারে—এ যে কল্পনার অতীত—

কিছুক্ষণ পাদচারণা করিলেন—পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

কুক্ষণে মারাঠার দেবকার্য্যে বিঘ্ন ক'রেছি—কুক্ষণে তাদের দেবতাকে অপমান ক'রেছি—তাই খোদা আমার উপর বিরূপ—তাই আজ বিজয়মাল্য পরাজয়ের গ্লানিতে পরিণত হয়েছে।

গোলাম হোসেন ও মিরজাফরের প্রবেশ

মিরজাফর। এই যে খাঁসাহেব, কতক্ষণ এসেছেন?

মুস্তাফা। আপনার এত বিলম্বের কারণ?

মিরজাফর। কই, নবাবসাহেব ত এখনও আসেন নি।

মুস্তাফা। তাঁর সুখনিদ্রায় বোধ হয় এখনও জাগরণের সাড়া পড়ে নি!

আলিবর্দ্দির প্রবেশ

আলি। ভুল মুস্তাফা—ভুল! তোমাদের ন্যায় রণদক্ষ সুহৃদ থাকৃতে বাঙ্গালার নবাবের নিদ্রা অনেক দিন টুটে গেছে।

মুস্তাফা। আমার মনের অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা করুন জাঁহাপনা!

আলি। তোমার কোন অপরাধ হয় নি মুস্তাফা—আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে এ পরাজয়-শল্য তোমার বুকে যত বেজেছে তত বুঝি আমার বুকেও বাজে নি—

মুস্তাফা। তবে শুনবেন জাঁহাপনা, কতখানি বেজেছে! বুঝি এ বুকখানা একেবারে চূর্ণ হ'য়ে গেছে! আফগান আর সব সইতে পারে জাঁহাপনা, শুধু সইতে পারে না—শত্রুর অবজ্ঞা—শুধু সইতে পারে না শৌর্য্যের প্রতিযোগিতায় অপরের শ্রেষ্ঠত্ব। আফগান-কলঙ্ক আমি—ভাস্কর পণ্ডিতের নিকট এই মর্ম্মঘাতী পরাজয়ের গ্লানি বহন ক'র্‌তে কেন আমি বেঁচে রইলেম—কেন আমার ভাগ্যবান আফগান-ভাইদের বীর-শয্যাপার্শ্বে সমর ক্ষেত্রে স্থান পেলেম না!

মিরজাফর। বৃথা অনুশোচনায় আর লাভ কি খাঁসাহেব! এখনকার কর্ত্তব্য স্থির করুন।

আলি। হাঁ মুস্তাফা—আমি তোমাদের স্মরণ ক'রেছি কর্ত্তব্য নির্ণয় ক'রতে।

মুস্তাফা। ক্ষমা ক'র্‌বেন জাঁহাপনা—আমার দ্বারা আর কোন কার্য্য হবে না। আমার উপর খোদা নারাজ। আমি বেশ বুঝতে পেরিছি, গত যুদ্ধে আপনার পরাজয়ের একমাত্র কারণ আমি; শুধু আমি অস্ত্র ধরেছিলাম বলেই আপনি বিজয়মাল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

মিরজাফর। অধীর হবেন না খাঁসাহেব—

মুস্তাফা। অধীর হই নি সিপাহশালার! আমি যা বল্‌ছি খুব বিবেচনা করেই বলছি। শুনুন জাঁহাপনা, দৈববলে বলীয়ান এই ভাস্কর পণ্ডিত—কার' সাধ্য নেই যে তাকে নমিত করে।

মিরজাফর। তবে কি সে উৎপীড়ন কর্‌বে—যথেচ্ছ লুণ্ঠন কর্‌বে—

কামান দিয়ে বাঙ্গালা ছারখার করবে—আর তার কোন প্রতীকার হবে না, চক্ষু মুদে নীরবে সহ্য করব ?

মুস্তাফা। সন্ধি করুন—

মিরজাফর। মারাঠার সহিত সন্ধির অর্থ—কোটি কোটি মুদ্রা উৎকোচ! কোথা থেকে আসবে আজ সে সন্ধির উপাদান! জগৎশেঠের গদী লুণ্ঠিত—আজ ধনকুবের পথের ভিখারী! প্রকৃতিপুঞ্জ ধনহীন—নিরন্ন! চারিদিকে হাহাকার! আমি বলি খাঁসাহেব, এই ধারণাই যদি আপনার জন্মে থাকে যে ভাস্কর পণ্ডিত দৈববলে বলীয়ান, তবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া মূর্খতা—কি বল গোলাম হোসেন ?

গোলাম। নিশ্চয়।

মিরজাফর। অথচ আমরা সন্ধি করতে পারছি না। এ বড় সমস্যার অবস্থা!

আলি। তাই ত!

মিরজাফর। এরূপ ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদেরা—কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। কি বল গোলাম হোসেন ?

গোলাম। হাঁ, তা বই কি ?

মুস্তাফা। কৌশল! কিরূপ ?

মিরজাফর। ভাস্কর পণ্ডিতের নিধন ভিন্ন বাঙ্গালার রক্ষা নেই! কৌশলে তাকে হত্যা ক'র্‌তে হবে!

মুস্তাফা। হত্যা ?

মিরজাফর। হ্যাঁ হত্যা।

মুস্তাফা। কি প্রকারে ?

মিরজাফর। সন্ধির আশ্বাসে শিবিরে আহ্বান ক'রে।

মুস্তাফা। এ যে পৈশাচিক নৃশংসতা।

আলি। গৃহে আহ্বান করে অভ্যাগতকে হত্যা ক'রবে। এত বড় পাপ কি সহ্য করতে পারবে মিরজাফর!

মিরজাফর। পাপ বল্‌ছেন জাঁহাপনা! নিরীহ নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপর কামানের জ্বলন্ত অনল নিক্ষেপ করে কি পুণ্যশীলতার পরিচয় সে দস্যু দিচ্ছে জাঁহাপনা! শয়তানকে যদি দমন কর্‌তে চান তবে শয়তানের আশ্রয় গ্রহণ করুন। ভাস্কর পণ্ডিত যদি আর দশ দিন জীবিত থাকে—দশ দিন সে দুর্ব্বৃত্ত যদি বাঙ্গালার বুকের উপর যথেচ্ছ বিচরণ করবার সুযোগ পায়, তবে আপনি নিশ্চয় জানবেন জাঁহাপনা, এই বাঙ্গালায় দশজন মানুষ জীবিত থাক্‌বে কি না খুব সন্দেহ?

গোলাম। নিশ্চয়—নিশ্চয়।

মিরজাফর। শুনুন জাঁহাপনা, ভাস্কর পণ্ডিতের এই হত্যার স্মৃতি যদি আমরণ আপনাকে জর্জ্জরিত করে আপনার সমাধির শান্তি-শয্যা কণ্টকিত করে—তবুও জাঁহাপনা, প্রজারঞ্জনের জন্য তাকে আপনার হত্যা কর্‌তে হবে।

আলি। মরণের তীরে দাঁড় করিয়ে একি পরীক্ষায় আমায় ফেল্লে খোদা! এ যে আমার উভয় সঙ্কট! এই শুক্ল কেশ মাথায় করে অভ্যাগতকে হত্যা কর্‌ব! এ কলঙ্কের ছাপ যে হৃদয়ের সমস্ত রক্তেও ধৌত করতে পারব না মিরজাফর!

মিরজাফর। হ'ক্ কলঙ্কের ছাপ, তবুও স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। এ যে প্রজার রক্ষার্থে আপনার আত্ম-বলিদান জাঁহাপনা।

আলি। তবে এই কি খোদার মরজি!

মিরজাফর। নিশ্চয়। কোন দ্বিধা করবেন না জাঁহাপনা—আপনার লক্ষ লক্ষ প্রজা আজ ব্যাকুল দৃষ্টিতে আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছে—তাদের রক্ষা করুন জাঁহাপনা। তা হলে আমি এখনই মারাঠা শিবিরে দূত পাঠাই জাঁহাপনা।

আলি। দূতে পাঠাবে!

মির। না হয় আমি নিজেই সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে মারাঠা-শিবিরে যাচ্ছি—সেই ভাল, কি বল গোলাম হোসেন?

গোলাম। নিশ্চয়—নিশ্চয়—

মির। তা হ'লে আমি এখনই রওনা হই জাঁহাপনা—কিছু ভাববেন না। এ আপনার আত্ম-বলিদান। এস গোলাম হোসেন—

গোলাম হোসেন সহ মিরজাফরের প্রস্থান

আলি। মুস্তাফা!

মুস্তাফা। জনাব—

আলি। কি ক'র্‌লেম?

মুস্তাফা। বুঝতে পারছি না জাঁহাপনা—আমার ধারণাশক্তি লুপ্ত—আমার মস্তিষ্ক যেন বিকৃত।

আলি। সে কি মুস্তাফা!

মুস্তাফা। যুদ্ধ স্থগিতের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে মারাঠার বিরুদ্ধে সেই অভিযানই আমার কাল হ'য়েছে—আমি খোদার কৃপা হারিয়েছি। একটা সোজা কথা বুঝতে পারি নি জাঁহাপনা যে, খোদা ব'লেই ডাকুন, আর বিশ্বনাথ ব'লেই ডাকুন, ডাক পৌঁছে সেই এক অনাদি অনন্ত বিরাট পুরুষের চরণতলে। এ কথাটা আমার মাথায় আসে নি জাঁহাপনা, যে ইস্‌লামই হ'ক, আর হিন্দুই হ'ক, ধর্ম্ম মাত্রই পবিত্র—হেয় কেউ নেই, ঘৃণ্য কেউ নেই। যা ক'রছি জাঁহাপনা ভাবতেও শরীর কণ্টকিত হ'য়ে উঠে! কত ব্যথা বেজেছিল তাদের বুকে যখন তারা বিশ্বনাথ ব'লে আর্ত্তনাদ ক'রে পূজা শেষ হবার পূর্ব্বে তাদের প্রতিমা নদীতে নিক্ষেপ ক'রেছিল! উঃ, কে জানে অন্তিমে এই মহাপাতকীর উত্তপ্ত ললাট খোদার এক কণা করুণায় সিঞ্চিত হবে কি না।

আলি। উত্তেজিত হ'য়েছ মুস্তাফা। শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম কর গে'।

মুস্তাফা। হাঁ, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন জাঁহাপনা, আমি বিদায় নিচ্ছি।

আলি। সে কি মুস্তাফা!

মুস্তাফা। স্মৃতির এ মর্ম্মদাহী উৎপীড়ন আমায় একেবারে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। আমি শান্তি চাই—বিস্মৃতি চাই। জাঁহাপনা, আমি মক্কা যাব।

আলি। মক্কা যাবে!

মুস্তাফা। হাঁ জনাব, মক্কা যাব। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি সেখানে ব'সে কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বো। দেখি যদি অন্তিমে খোদার এক কণা করুণালাভে সমর্থ হই। জাঁহাপনা! কার্য্যগতিকে, দম্ভের উত্তেজনায় অনেক সময় আপনার বিরাগের কারণ হ'য়েছি, আজ সে সব আমার মনে হ'চ্ছে, আর বুকখানা পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে—আমায় ক্ষমা ক'র্‌বেন জনাব?

আলি। জীবনে অনেক পাপ ক'রেছি, এই শুক্ল কেশ নিয়ে এখনও ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছি। জানি না আমার পরিণাম কোথায়! তীর্থযাত্রী তুমি মুস্তাফা, তোমাকে ফেরাবার চেষ্টা ক'রে আর পাপের বোঝা বাড়াব না। যাও বন্ধু, আশীর্ব্বাদ করি খোদার কৃপালাভে সমর্থ হও।

মুস্তাফা। জাঁহাপনার জয় হোক! সেলাম জনাব—

বিপরীত দিকে উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

শিবির কক্ষ

ভাস্কর

ভাস্কর। বুকের মাঝে এই হাহাকার—এই দৈন্যের আর্ত্তনাদ—সব স্তব্ধ ক'রে, সব উপেক্ষা ক'রে সংসারের সঙ্গে সমান তালে চ'লতে হবে—এই দুর্ব্বহ জীবন—ওঃ—তবু ওকে বইতে হবে—তবু বেঁচে থাকতে হবে—কি শাস্তি! (শিহরিয়া উঠিলেন) বিশ্বনাথ—বিশ্বনাথ—আমায় মুক্তি দাও—মুক্তি দাও—(হঠাৎ শিবির দ্বারে গোলমাল) ওকি শব্দ!

জনৈকা রমণী ও তৎপশ্চাতে রক্ষীর বেগে প্রবেশ

রক্ষী। পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী, সরে যান—রমণী ক্ষিপ্তা—

রমণী। রক্ত চাই—রক্ত চাই—কই, কে ভাস্কর—কে সেই শয়তান?

ভাস্কর। এ কি! এ কি! আমার চোখের সম্মুখে এ কি বিভীষিকা? তুমি কি পীড়নজর্জ্জরিতা—রুধিরলোলুপা—উন্মাদিনী 'বঙ্গমাতা'? লক্‌লক্ রসনায় ভাস্করের শোণিত সন্ধানে ভৈরবী মূর্ত্তিতে ছুটে এসেছ!—মা, মা, তোমার চরণে কোটী কোটী অপরাধ ক'রেছি—নিয়তির মত কঠোর হস্তে তোমার অঙ্গ থেকে লাবণ্যের প্রতি চিহ্ন কেড়ে নিয়েছি—লাঙ্গল দিয়ে তোমার বুকখানা চ'ষে ড'লে ধূলো ধূলো ক'রে দিয়েছি—এস মা, এই ভাস্কর পণ্ডিত—এই সেই বাঙ্গালার বিভীষিকা—এই সেই হত্যার কিঙ্কর —এস মা—ছুটে এস—ছুটে এস—তোমার ঐ শাণিত ছুরিকা আমার বুকে আমূল বসিয়ে দাও—প্রতিশোধ নাও—ভাস্করের উষ্ণ বক্ষ-রক্তে তোমার সন্তানগণের তর্পণ কর!

রমণী। এঁ্যা—আরম্ভ হ'য়েছে—বুকের মাঝে বৃশ্চিকদংশন আরম্ভ হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে—তবে আর তোমায় হত্যা ক'র্‌ব না—আর তোমার রক্ত চাইব না—জ্বল, জ্বল—আমি জ্বল্‌ছি, তুমি জ্বল্‌বে না! আমার সুখের সংসার ছারখার ক'রেছ—হাত পা বেঁধে আমার চক্ষের সম্মুখে আমার স্বামী পুত্রকে হত্যা ক'রেছ—আমার পবিত্র ললাটে কলঙ্কচিহ্ন অঙ্কিত ক'রেছ—আমার ইহকাল পরকাল সব নষ্ট ক'রেছ—তুমি জ্বল্‌বে না! যে জ্বালায় আমি জ্বল্‌ছি, তার চেয়ে ভীষণতর জ্বালায় তুমি জ্বল্‌বে—যে বাজ তুমি বাঙ্গলার বুকে হেনেছ, তার চেয়ে ভীষণতর বাজ তোমার বুকে বাজবে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—কেমন প্রতিক্রিয়া—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ— বেগে প্রস্থান

রক্ষী। পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী! একি! কাঁপ্‌ছেন কেন? স্থির হ'ন—স্থির হ'ন—

ভাস্কর। (অতি কষ্টে) আমায় কঙ্কণে নিয়ে যাও—বাঙ্গলার বাতাসে আমার নিশ্বাস আট্‌কে আস্‌ছে।

মিরজাফিরকে লইয়া তানোজীর প্রবেশ

তানোজী। পণ্ডিতজী, খান্‌খানান মিরজাফর খাঁ বাহাদুর আপনার দর্শন প্রার্থী। আসুন খাঁসাহেব—

মির। বন্দেগী পণ্ডিতজী—

ভাস্কর। খাঁসাহেব আমি শ্রান্ত। টলিতে টলিতে প্রস্থান

তানোজী। আসুন খাঁসাহেব, আসন গ্রহণ করুন।

মির। পণ্ডিতজীকে যেন অসুস্থ বোধ হ'ল—

তানোজী। কই না, অতিরিক্ত পরিশ্রমে হয় ত শ্রান্ত হ'য়েছেন—এখনই আসবেন! আপনার ন্যায় রণদক্ষ সেনাপতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা ত সহজ কথা নয় খাঁসাহেব।

মির। কেন আর লজ্জা দেন সর্দ্দার। প্রতিযুদ্ধেই আমরা পরাস্ত হ'য়েছি—কোন দিকেই ত আপনাদের প্রতিহত ক'র্‌তে পারি নি।

তানোজী। নবাবসাহেব কুশলে আছেন ত?

মির। হাঁ, শারীরিক অসুস্থতা কিছু নেই—তবে প্রজাপুঞ্জের হাহাকারে বড় চঞ্চল হ'য়ে পড়েছেন।

ভাস্করের প্রবেশ

ভাস্কর। এই যে খাঁসাহেব, ক্ষমা ক'র্‌বেন—আপনাকে অনেকক্ষণ ব'সিয়ে রেখেছি—

মির। পণ্ডিতজীকে যেন অসুস্থ ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

ভাস্কর। অসুস্থ খাঁসাহেব—জীবনধারণই একটা বিড়ম্বনা। যাক্, তারপর খাঁসাহেব—

মির। আমি আপনার নিকট সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি পণ্ডিতজী—

ভাস্কর। সন্ধি ক'রতে আমি সব সময়ই প্রস্তুত আছি, তবে আপনাদের—যাক্ সে কথা! গত বিষয়ের অবতারণা ক'রে আমি মনোমালিন্য বাড়াতে চাই না—কি সর্ত্তে সন্ধি ক'র্‌তে চান্?

মির। দশ লক্ষ মুদ্রা নিয়ে আপনি বাঙ্গালা ত্যাগ করুন—

তানোজী। মাত্র দশ লক্ষ! একি ব'ল্‌ছেন খাঁসাহেব—

মির। কেন সর্দ্দার?

তানোজী। মির খাঁ যখন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, তখন আমাদের বাঙ্গলা ত্যাগের মূল্য নিরূপিত হ'য়েছিল, এক কোটী মুদ্রা। আজ ত আমাদের আরও চাইবার অধিকার হ'য়েছে।

মির। নিশ্চয়। বাঙ্গালার রাজশক্তিকে যে ভাবে আপনারা জর্জ্জরিত ক'রেছেন তাতে আজ আপনাদের বিশ কোটী চাইবারও অধিকার আছে। কিন্তু সর্দ্দার—বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থাটা একবার বিবেচনা ক'রে দেখুন দেখি—কি আছে আর বাঙ্গালার! জগৎশেঠের গদী লুণ্ঠিত—রাজভাণ্ডার কপর্দ্দক শূন্য—প্রকৃতিপুঞ্জ গৃহহীন—নিরাশ্রয়—বনে জঙ্গলে মাথা লুকিয়ে প'ড়ে আছে—শস্যক্ষেত্র শ্মশানে পরিণত—এই দশ লক্ষ মুদ্রা যা আমি আপনাদের নিকট প্রস্তাব ক'র্‌লেম, তাও বাঙ্গলায় নবাবের একরূপ ভিক্ষা ক'রে সংগ্রহ ক'র্‌তে হবে।

ভাস্কর। তা সত্য বটে।

মির। মুদ্রার পরিমাণে কিছু আসে যায় না—আমরা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে আপনার সম্মান রক্ষা ক'র্‌ছি। হাঁ আর একটী কথা—পূর্ব্বেই বলেছি, বর্গীর উৎপীড়ন-আশঙ্কায় প্রজাপুঞ্জ বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে—আপনাদের নামে তাদের অন্তরে এমন একটা আতঙ্কের সঞ্চার হ'য়েছে যে, কোনমতে আমরা তাদের গৃহে ফেরাতে পারছি না—দেখেছেন ত পণ্ডিতজী—জনাকীর্ণ সমৃদ্ধসহর আজ জনশূন্য—খাঁ খাঁ ক'র্‌ছে—শৃগাল কুক্কুরের বাসভূমিতে পরিণত হ'য়েছে। যদি আপনি সন্ধির সর্ত্তে

সম্মত হন, তবে ঐ ভীতি-বিহ্বল প্রকৃতিপুঞ্জকে আশ্বস্ত ক'রতে মেহেরবাণী ক'রে আপনার একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় এই দশ লক্ষ মুদ্রা আন্‌তে নবাব-শিবিরে যেতে হবে।

তানোজী। সে কি! অসম্ভব—একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় নবাব-শিবিরে—না খাঁসাহেব, তা কখনই হবে না।

মির। কেন সর্দ্দার?

তানোজী। পদে পদে প্রতারিত হ'য়ে কেমন ক'রে আপনাদের বিশ্বাস ক'র্‌ব খাঁসাহেব।

মির। দিন যে বদলে গেছে সর্দ্দার—কোন্ আশায় আজ বাঙ্গালা আপনাদের সঙ্গে চাতুরী ক'র্‌বে! তার সৈন্য নেই—সেনাপতি নেই—রসদ নেই—অর্থ নেই, এখন যে আপনাদের অনুগ্রহ ব্যতীত তার উদ্ধারের কোন উপায় নেই। আর আপনাদের সঙ্গে প্রতারণা ক'রে বাঙ্গালা যে শাস্তি পেয়েচে—আপনাদের যে সংহার-লীলা দেখেছে, তা কি বাঙ্গালা ইহজীবনে কখনও ভুলবে! কোন সন্দেহ ক'রবেন না পণ্ডিতজী, কোন দ্বিধা মনে রাখবেন না—বাঙ্গালার উপর ভৈরব নৃত্যে হৃদয়ে যে আতঙ্কের সঞ্চার ক'রেছেন, আজ একবার অস্ত্র ত্যাগ ক'রে সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়ে সেই আতঙ্কটা দূর ক'রে দিন, যাতে আবার তারা অরণ্য ছেড়ে নগরে আসতে সাহস পায়! ব্যক্তিগত ভাবে এইটুকু বাঙ্গালা আপনার নিকট চাইছে যে, একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় নবাব শিবিরে গিয়ে, তাকে এই অভয় দিন যে আপনার নিকট তার আশঙ্কা নেই! (স্বগত) কোন মতে একবার শয়তানকে শিবিরে নিয়ে যেতে পার্‌লে তখন বুঝব (প্রকাশ্যে) যদি পণ্ডিতজী সম্মত হন—এই খস্‌ড়া সন্ধিপত্র —সর্ত্ত বিশদভাবে লেখা রয়েছে—পড়ে দেখে স্বাক্ষর করুন—এই নবাব-সাহেবের স্বাক্ষর। (তানোজী সন্ধিপত্র লইল)

ভাস্কর। উত্তম, আপনি শ্রান্ত—কক্ষান্তরে গিয়ে বিশ্রাম

করুন গে'। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ক'রে আমরা আপনার নিকট সংবাদ পাঠাচ্ছি।

মির। যো হুকুম—

ভাস্কর। তানোজী—

তানোজী। আসুন খাঁসাহেব। তানোজী ও মীরজাফরের প্রস্থান

ভাস্কর। কেন আর এই অভিশপ্ত-জীবন ভার বইব! মৃত্যুর পরপারে হয় ত—মা—মা—

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। কি বাবা?

ভাস্কর। ব'ল্‌তে পারিস মা, মৃত্যুর পরপারে কি বাঞ্ছিত জনের দেখা পাওয়া যাবে?

মাধুরী। একি অদ্ভুত প্রশ্ন বাবা।

ভাস্কর। না কিছু না—যাও— হতবুদ্ধির ন্যায় মাধুরীর প্রস্থান

প্রায়শ্চিত্ত হবে—ঋণ পরিশোধ হবে—অথচ মারাঠার বিজয়-গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে—এযে মুক্তির নিমন্ত্রণ।

তানোজীর পুনঃ প্রবেশ

এই যে তানোজী—কি বল?

তানোজী। কিছু বুঝতে পারছি না পণ্ডিতজী। অবিশ্বাস ক'রবার কোন কারণ দেখছিনা—অথচ প্রাণ যে কোন মতে বিশ্বাস ক'রতে চাইছেনা।

ভাস্কর। এ সংশয় তোমার বোধ হয় নবাবের পূর্ব্ব ব্যবহারে?

তানোজী। তা হ'তে পারে।

ভাস্কর। শোন তানোজী, খুব সম্ভব নবাব প্রতারণা ক'রবেন না। আর যদি তাঁর আবার দুর্ব্বুদ্ধি হয়, তাতেই বা কি ক্ষতি আমাদের? আমার জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে—তোমরাও নিরাপদে কঙ্কণে পৌছবে—কেউ ব'লবে না যে মারাঠা পরাজিত হ'য়ে পালিয়ে গেছে।

তানোজী। কিন্তু আপনি?

ভাস্কর। যদি নবাব সন্ধির অমর্য্যাদা ক'রে একাকী নিরস্ত্র পেয়ে আমাকে হত্যা করেন? কি মূল্য এ প্রাণের তানোজী! এই অভিশপ্ত জীবনের বিনিময়ে আমি আমার দেশের, আমার জাতির এক বৃহৎ কল্যাণ সাধন ক'র্‌ব! এই বিশ্বাসঘাতকতার, এই নৃশংসতার কথা যে মুহূর্ত্তে কঙ্কণে পৌছবে, মহারাষ্ট্রব্যাপী এমন একটা তীব্র উত্তেজনা ছুটবে— এমন একটা প্রাণের ঘুমভাঙ্গা সাড়া পড়বে, এমন একটা চেতনার দ্রুত স্পন্দন ফুটে উঠবে, যার প্রভাবে বাঙ্গালার মস্‌নদ ত তুচ্ছ, সমগ্র ভারত প্লাবিত হবে। এ মরণ যে দেবতারও বাঞ্ছিত—এ মৃত্যু যদি নবাব আমাকে দেন আমি তাঁকে আশীর্ব্বাদ ক'রে ম'র্‌ব! আর নবাব যে আমাকে হত্যা ক'র্‌বেন তারও কোন নিশ্চয়তা নেই—তিনি সন্ধি রক্ষা ক'র্‌তেও পারেন; তা হ'লে তাঁর প্রতিশ্রুতি দশ লক্ষ মুদ্রা নিয়ে সগৌরবে দেশে ফির্‌ব—দাও সন্ধিপত্র। (তানোজীর নিকট হইতে সন্ধিপত্র লইয়া সহি করিলেন) যাও খাঁসাহেবকে দিয়ে এস—

তানোজী। না পণ্ডিতজী, এ সন্ধিতে কাজ নেই।

ভাস্কর। আর তা হয় না তানোজী, আমি স্বাক্ষর ক'রেছি। প্রস্থান

তানোজী। বিশ্বনাথ—এ কি ক'র্‌লে—এ কি ক'র্‌লে!

বিপরীত দিকে প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

সজ্জিত নগরী—রাজপথ

বিপরীত দিক হইতে মোহনলাল ও মুস্তাফার প্রবেশ

মুস্তাফা। এই যে মোহনলাল—মোহনলাল—তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মোহন। আদেশ করুন!

মুস্তাফা। আমি মক্কা যাচ্ছি।

মোহন। মক্কা যাচ্ছেন! কেন?

মুস্তাফা। কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে! সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি, কেবল এই তরবারীখানা নিয়ে আমি এক মহা সমস্যায় প'ড়েছি। আফগানের তরবারির মর্য্যাদা কে রাখতে পার্‌বে—কাকে দিয়ে যাব—

মোহন। যার উপর বিশ্বাস হয়—যাকে উপযুক্ত মনে করেন—

মুস্তাফা। শোন হিন্দু, তোমার সেই বারুদমাখা মূর্ত্তি আজও আমি ভুলি নি। যে মূর্ত্তি মুস্তাফা খাঁয়ের প্রাণে ঈর্ষা জাগিয়ে দেয়, তাকে মুস্তাফা ভুলে না—সমগ্র বাঙ্গালায় আমার এ তরবারির মর্য্যাদা রাখবার উপযুক্ত পাত্র একমাত্র তুমি। নাও বীর, তরবারী নিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত কর—আমার তীর্থযাত্রার পথ কণ্টক-মুক্ত কর।

মোহন। বহুত বহুত সেলাম খাঁসাহেব! এ আমার মহৎ সম্মান। সানন্দে আমি আপনার এ দান মাথায় ক'রে নিলেম। আর এই তরবারির মর্য্যাদা রাখতে প্রয়োজন হ'লে আমি প্রাণদানেও কাতর হব না।

মুস্তাফা। তা আমি জানি। এবার নিশ্চিন্ত। তা হ'লে মোহনলাল, আমি বিদায় হই। ঐ উৎসবের কোলাহল শোনা যাচ্ছে—আর বিলম্ব ক'রব না—

মোহন। এখনই। এই উৎসব—

মুস্তাফা। কোথায় উৎসব! ও উৎসবের কোলাহল যে একটা বিরাট আর্ত্তনাদের বাহ্যিক আবরণ—

মোহন। তার অর্থ খাঁসাহেব?

মুস্তাফা। এই মস্‌নদের ধ্বংস অনিবার্য্য—সন্ধির প্রস্তাবে প্রলুব্ধ ক'রে শিবিরে নিমন্ত্রণ ক'রে নবাবসাহেব ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা ক'রতে কৃতসঙ্কল্প। যাক্, আর সে কথায় আমার প্রয়োজন কি! এইবার যাত্রা করি— প্রস্থান

মোহন। হত্যা ক'র্‌বে—হত্যা ক'রবে! অভ্যাগতকে হত্যা ক'র্‌বে! কি ভয়ঙ্কর! এই ভাস্কর পণ্ডিত আমার ভগ্নীকে রক্ষা ক'রেছিলেন—

আমার বংশের পবিত্রতা রক্ষা ক'রেছিলেন। সাহাজাদা ভিন্ন আর কেউ এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ ক'রতে পারবে না—কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না—এখনই সাহাজাদাকে সংবাদ দেব—

দ্রুত প্রস্থান

উৎসবরতা রমণীগণের প্রবেশ ও গীত

ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এল দেশে।
ভাতার পুত নিয়ে আবার ঘর ক'র্‌ব হেসে।
চ'ল্‌বে না ছোরা-ছুরি, বনবাদাড়ে লুকোচুরি,
মানের দায়ে কুলনারী থাক্‌বে না আর ত্রাসে॥
মলিন মুখে ফুটলো হাসি, শান্তি এল দেশে।
আবার থাক্‌বো সুখে বাসে॥

প্রস্থান

ভাস্কর পণ্ডিত, তানোজী ও সৈন্যগণের প্রবেশ

ভাস্কর। দেখছ তানোজী, কেমন মুক্তির নিশ্বাস ফেলছে এরা আজ —এই সন্ধিতে আজ যেন এদের মুখের লুপ্ত হাসি আবার ফুটে উঠেছে—কি সুন্দর—কি মহিমাময়! (সকলে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন) তানোজী, ঐ দুরে নবাব-ছাউনি দেখা যাচ্ছে—এইবার তোমরা ফিরে যাও —আমায় বিদায় দাও। অশ্ব সজ্জিত রেখে অর্দ্ধপ্রহর আমার অপেক্ষা করবে—তার মধ্যে যদি আমি না ফিরি—সজ্জিত অশ্বে আরোহণ করে তীরবেগে পুনরায় ধাবিত হবে। হাঁ, আর এক কথা—বাঙ্গালায় অভিযানের সময় মহান্ পেশোয়া মারাঠার এই জাতীয় পতাকা আমার হাতে তুলে দিয়ে তাঁর তরবারি আমার অঙ্গে পরিয়ে দিয়েছিলেন—আমায় শ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত ক'রেছিলেন—এই নাও তানোজী, এই সেই বিজয় পতাকা—আর এই সেই তরবারি—যদি না ফিরি (স্বর কাঁপিয়া উঠিল) পেশোয়ার পদতলে এদের উপঢৌকন দিয়ে জানিও যে ভাস্কর পণ্ডিত প্রাণপণে তাঁর দানের সম্মান রক্ষা ক'রেছে—হৃদয়রক্তে তাঁর

বিজয়গৌরব দেশে দেশে প্রচার ক'রেছে! তানোজী, এইবার আমায় আলিঙ্গন দাও—বিদায় দাও।

তানোজী। পণ্ডিতজী—(কাঁদিয়া ফেলিলেন)

ভাস্কর। একি! তুমি কাঁদছ? তানোজী! ছি—বীর তুমি, এ অধীরতা তোমার সাজে না—

তানোজী। এ যে—ওঃ—বিশ্বনাথ! পণ্ডিতজীকে রক্ষা ক'র।

ভাস্কর তানোজীকে আলিঙ্গন করিলেন

ভাস্কর। ভাই সব তোমরা আমায় আলিঙ্গন দাও—

সকলে একে একে ভাস্করকে আলিঙ্গন করিলেন

এইবার ভাই সব, তোমরা শিবিরে ফিরে যাও—জয় বিশ্বনাথ কি জয়!

সকলে। জয় বিশ্বনাথ কি জয়!

সৈন্যগণ একে একে প্রস্থান করিল, ভাস্কর যতক্ষণ দেখা গেল এক দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। যখন তাহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল তখন ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"যাক্! কার্য্য শেষ—এইবার মুক্তি।" ধীরে ধীরে নবাব-ছাউনির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন

পঞ্চম দৃশ্য

দরবার মণ্ডপ

মিরজাফর, গোলাম হোসেন ও অন্যান্য সভাসদগণ যথাযোগ্য আসনে সমাসীন

মির। (স্বগত) মুস্তাফা খাঁ মক্কা গিয়ে আমার পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে—বাকী কণ্টক এই ভাস্কর পণ্ডিত—তাকেও আজ চূর্ণ ক'র্‌ব—তারপর বাঙ্গলার মস্‌নদ—কতদূরে তুমি—

গোলাম। কই খাঁসাহেব, এখনও ত মারাঠা দস্যুটা আসছে না।

মির। কোন চিন্তা নাই—সে ঠিক আসবে—যখন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ক'রেছে। তুমি প্রস্তুত গোলাম হোসেন?

গোলাম। নিশ্চয়।

মির। শোন গোলাম হোসেন, নবাবসাহেবের দৃঢ়তার উপর আমার সন্দেহ হ'চ্ছে—মুহূর্ত্তে কাজ সারতে হবে। বুঝেছ? এই যে নবাবসাহেব আস্ছেন—

আলিবর্দ্দির প্রবেশ ও সিংহাসনে উপবেশন

আলি। ভাস্কর পণ্ডিত এখনও এসে পৌছোয় নি—এখনও বিবেচনার সময় আছে—এখনও ভাব্বার অবসর আছে। আর একবার ভেবে দেখ মিরজাফর—

মিরজাফর। কেন দ্বিধা ক'র্ছেন জাঁহাপনা। বলেছি ত, এ আপনার আত্ম-বলিদান। আপনার এ আদর্শ প্রজারঞ্জনের কাহিনী অমর হ'য়ে ইতিহাসে গাঁথা থাকবে।

আলি। তাই ত!

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। জাঁহাপনা, ভাস্কর পণ্ডিত দ্বারদেশে উপস্থিত।

আলি। এঁ্যা! তাই ত—তাই ত—মিরজাফর! ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও—

মিরজাফর। বলেন কি জনাব! বাঙ্গালা আজ নিষ্কণ্টক হবে। মনে রাখবেন, এ আপনার আত্ম-বলিদান! গোলাম হোসেন, সসম্মানে পণ্ডিতজীকে নিয়ে এস—না আমিই যাচ্ছি—

মীরজাফরের প্রস্থান

গোলাম। (স্বগত) এইবার মারাঠা মূষিক—এইবার তোকে পিষে মার্ব। এত দিনে আমার প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত হবে। জগৎশেঠের লুণ্ঠিত দু'কোটী মুদ্রা আর সেই পদাঘাত—কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে দেনা শোধ ক'র্ব! (তরবারি বাহির করিয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিলেন)

আলি। আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে।

গোলাম। স্থির হ'ন জাঁহাপনা—ঐ মারাঠা দস্যু আস্‌ছে ?

মিরজাফরের সহিত ভাস্করের প্রবেশ

আলি। আসুন পণ্ডিতজী, আসন গ্রহণ করুন! আজ আমার দরবার কক্ষ পবিত্র হ'ল।

গোলাম। (স্বগত) এখনই পাপিষ্ঠের বক্ষরক্তে কলুষিত হবে।

ভাস্কর। (আসন গ্রহণ করিয়া) জাঁহাপনার শারীরিক কুশল ত ?

আলি। খোদার মরজিতে এক রকম কেটে যাচ্ছে। আপনার মেজাজ সরিফ ?

ভাস্কর। জাঁহাপনার অনুগ্রহে। সন্ধির প্রস্তাবে আমরা পরম প্রীত হয়েছি। ভরসা করি প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য ক'র্‌তে এখনও জাঁহাপনার অভিলাষ আছে।

মিরজাফর। জাঁহাপনার সেইরূপই অভিলাষ আছে, কিন্তু একটু অন্তরায় ঘ'টেছে।

ভাস্কর। কিরূপ ?

মিরজাফর। আপনারা জগৎশেঠের কুঠি লুণ্ঠন করায় রাজকোষ বর্ত্তমানে কপর্দ্দক শূন্য! আপনি লুণ্ঠিত দু'কোটী মুদ্রা প্রত্যর্পণ ক'র্‌লে নবাবসাহেব দশ লক্ষ মুদ্রা দিয়ে সন্ধির সর্ত্ত রক্ষা ক'র্‌বেন।

ভাস্কর। (হাসিয়া) সন্ধির প্রস্তাব যখন আপনি উপস্থিত করেছিলেন, তখন ত লুণ্ঠিত অর্থ প্রত্যর্পণের কোন কথাই বলেন নি।

মিরজাফর। না ব'ললেও, আপনার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে এই সামান্য কথাটা বোঝা খুব শক্ত নয় পণ্ডিতজী।

ভাস্কর। তা হ'লে কি আমি এই বুঝব খাঁসাহেব, যে প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে আপনারা ইচ্ছুক নন্।

মিরজাফর। আমরা সম্পূর্ণ ইচ্ছুক, যদি আপনি লুণ্ঠিত অর্থ প্রত্যর্পণ করেন—

ভাস্কর। আর যদি প্রত্যর্পণ না করি?

মিরজাফর। মাপ ক'র্‌বেন পণ্ডিতজী, তাহ'লেত বুঝতেই পার্‌ছেন—

ভাস্কর। উত্তম, তাহ'লে আসি জাঁহাপনা—

প্রস্থানোদ্যত হইলেন—গোলাম হোসেন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন

গোলাম। কোথায় পালাস্ দস্যু!

ভাস্কর। (মুহূর্ত্তে হাত ছিনাইয়া লইয়া) খবরদার পদলেহী কুক্কুর! না—একি চাঞ্চল্য আমার নবাবসাহেব, এইরূপ আতিথ্য পাবার প্রত্যাশা ক'রেই আমি সর্পের বিবরে পা বাড়িয়েছি। আমি প্রস্তুত হ'য়েই এসেছি। বাঙ্গালার নিকট অনেক ঋণ ক'রেছি—বাঙ্গালার উপর অনেক অত্যাচার ক'রেছি—আজ বক্ষরক্তে সেই ঋণ পরিশোধ ক'র্‌ব। এস—কে আঘাত ক'র্‌বে এস—

আলি। মিরজাফর—না—না—না—ক্ষান্ত হও—

মিরজাফর। গোলাম হোসেন! ক'র্‌ছ কি মূর্খ! কেন বিলম্ব ক'র্‌ছ—

গোলাম। বাঙ্গালার বিভীষিকা? তোর কার্য্যের এই যোগ্য পুরস্কার!

পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল

ভাস্কর। বাঙ্গালা—বাঙ্গালা—কন্যাকে আহুতি দিয়েছি—হৃদয় শোণিত দিচ্ছি—তৃপ্ত হও—আমায় ঋণমুক্ত কর।

বলিয়া কয়েকবার চীৎকার করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন

ঠিক সেই সময়ে মাধুরী প্রবেশ করিল

মাধুরী। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—আর না—আর আঘাত ক'র না—আর আঘাত ক'র না—বাবা—বাবা—

ভাস্কর। কেন এসেছিস্ মা—কেন আমার এ বাঞ্ছিত মরণকে অশ্রু-জলে তিক্ত ক'র্‌ছিস—মুক্তি—মুক্তি—ঐ দেখ—গৌরী আমায় এগিয়ে নিতে ছুটে এসেছে! জয় বিশ্বনাথ কি জয়—জয় বিশ্বনাথ—(মৃত্যু)

মাধুরী। নিষ্ঠুর নবাব—না, তুমি বড় হতভাগ্য! তোমাকে ব'লবার কিছু নেই। তুমি তোমার সিংহাসনের উপর, তোমার মস্তকের উপর চিরদিনের মত ঈশ্বরের অভিসম্পাত আকর্ষণ ক'রেছ—তোমার জন্য আমার দুঃখ হ'চ্ছে—

সরাজ ও মোহনলালের প্রবেশ

সিরাজ। পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী—এ কি! এ কি!

মাধুরী। সাহাজাদা—সাহাজাদা—এরা আমার বাবাকে হত্যা ক'রেছে।

মোহন। ও—আর যদি দু'দণ্ড আগে আসতে পারতেম!

সিরাজ। তার জন্য আমিই দায়ী মোহনলাল—অভিমান ক'রে ব'সেছিলাম তাতেই এ সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। থাক্—দাদুসাহেব! আপনার শুভ্র কবরের উপর খাসা একটা অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা ক'র্লেন! পূর্ব্বেও ব'লেছি—আবার ব'লছি—আর কেন এ নবাবীর অভিনয়, এইখানেই এর যবনিকা পড়ুক—এ পাপ মস্নদ এই মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হ'য়ে যাক।

যবনিকা পতন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

— নিশিকান্ত বসু রায় প্রণীত নাটকাবলী —

দেবলাদেবী	২॥০
বঙ্গে বর্গী	২॥০
ললিতাদিত্য	২৲
বাপ্পারাও	১৲
ধর্ষিতা	১৲
পথের শেষে	২৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট • কলিকাতা